কল্কিপুরাণ।

শ্রীবলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক

প্রণীত

কলিকাতা।

শ্রীমধুসূদন শীলের

চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দা ১৭৯০

উৎসর্গ।

পরম পূজ্যপাদ মহাগুরু শ্রীলশ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন অতুল শ্রদ্ধাস্পদ পিতাঠাকুর শ্রীচরণ কমলেষু।

পিতঃ! আপনকার অনুগ্রহে এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মহাশয়ের অনুকম্পায় অমূল্য বিদ্যারত্নও লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনার শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থরূপ পুষ্প প্রদান করিতেছি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে এ দাস নিতান্ত চরিতার্থ হয়।

ভবদীয় একান্ত বশম্বদ
শ্রীবলাইচাঁদ সেন

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন।

গুণগ্রাহি পাঠক মহোদয়গণ! আমরা পণ্ডিতবর ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদানুসারে এই কল্কিপুরাণ খানি রচনা করিয়াছি। এখানী বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৃত কল্কিপুরাণের অনুরূপ অনুবাদ নহে। কোন কোন স্থান অসংলগ্ন বোধ হওয়াতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এক্ষণে সভয় চিত্তে পাঠক মহাশয়দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের অনবধানতা প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে অনেক গুলি ভ্রম প্রমাদ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল ভ্রম প্রমাদ গুলির যত দূর পারি আমরা নিবারণের চেষ্টা পাইব।

কলিকাতা
বেনেটোলা ইষ্ট্রীট
শকাব্দা ১৭৯০

শ্রীবলাইচাদ সেন

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	যাহার	যাঁহার
ঐ	৫	ঐ	ঐ
১	৭	ওরে	ওহে
২	৮	তুমি মাত্র	নাথ নিজে
৩	৫	তুমি২	কর তুমি
৪	১০	সুত	সুত
৪	১৫	মহাশয়	বিচক্ষণ
৪	১৬	হয়	হন
৫	৯	বিথ্যাত	বিখ্যাত
৫	১৭	রহিবে	করিবে
ঐ	১৪	কল্কি	কলি
৬	৭	বৎসর	বর্ষ
৭	১	কীরণ	কারণ
৭	২	বাচাল	বাগ্মিতা
১১	১২	বিষ্ণুযশা	বিষ্ণুযশার
১১	১৪	করিতেছে	করিছেন
১১	১৩	পরেতে	পরে দেখ
১২	১৬	বসে	বাস
১৪	২	হয়	হন
ঐ	৪	ঐ	ঐ
১৪	১৮	হয়তে	হন সে
১৫	১৫	দিল	দেন
১৫	২৪	করে	করি
১৬	৭	সগাগরা	সসাগরা
১৬	১১	দাড়ইল	দাড়াইল

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	১১	করে	করি
১৯	৬	করে	করি
১৯	৭	ভাতৃ	ভ্রাতৃ
২০	৮	গুণের কাররুর	গুণে রক্ষাকর
ঐ	১৭	বলে	কন
২৭	১২	করে	দেন
৩০	২৪	কহে	কন
৩২	৭	কহে	কন
৩৫	১২	লক্ষণ	রক্ষণ
৩৬	১৪	বলে	কন
৪৯	১৪	করেছিল	করিলেন
৪৯	২৬	দেখ	দেন
৫২	১৬	বলি	চলি
৫৮	১৩	অন্যাশ্রীম	অন্যাশ্রমী
১০১	১৪	অহর্নিশি	অহর্নিশি
১১৫	২	দেখ	ওরে
১১৮	৪	নাশিনী	নাগিনী
১১৯	২	কিছু	কিছুই
১২১	২৪	রশ্মি	রশ্মি
১২৩	১৯	হলেম	হইলাম
১২৩	২২	সেইক্ষণ	তৎক্ষণ
১২৫	১৫	করেন	করি
১৩১	১২	হয়েছ	হয়েছে
১৩১	১৫	চষ্য	চুষ্য

কল্কিপুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

নিরাকার নির্ব্বিকার অগতির গতি
বিশ্বনাথ দীননাথ অখিলের পতি ॥
সেবিলে যাহার পদ মোক্ষ লাভ হয়।
ভক্তাধীন ভগবান হরি দয়াময় ॥
ডাকিলে যাহার নাম সর্ব্ব দুঃখ হরে।
অনায়াসে বিনা ক্লেশে ভবসিন্ধু তরে ॥
ওরে মন শুন তুমি বচন আমার।
একমেবা দ্বিতীয়ম ভাব অনিবার ॥

দীননাথ বিশ্ব ভাব করি দরশন।
অন্তরে না পাই কিছু ভাবের লক্ষণ ॥
কি ভাবে করিছ এই বিশ্বের সৃজন।
নাহি শক্তি মোর কিছু করি যে বর্ণন ॥
পদ নাই তবু কর সর্ব্বত্রে গমন।
চক্ষু নাই কর প্রভু সকলি দর্শন ॥

কর্ণ নাই তবু কর সকলি শ্রবণ।
হস্ত নাই কর বিভু সকলি গ্রহণ॥
কি রূপে বর্ণিব প্রভু ভাবিয়া না পাই।
কি বলিব কি করিব কোথায় বা যাই॥
এ সকল যত দেখি মায়ার অধীন।
করহ নিস্তার প্রভু আমি দীন হীন॥
জগতের যত বস্তু সকলি নশ্বর।
সবার ঈশ্বর তুমি মাত্র অনশ্বর॥
শুন রে পামর মন করিরে বারণ।
দেহ অভিমান তুমি করো না কখন॥
এ সকল যত দেখ সকলি অলীক।
কে তোমার তুমি কার কহ দেখি ঠিক॥
কাল বশে যাবে সব রবে মাত্র শব।
মিছে তুমি কেন কর আমি২ রব॥
মায়ায় হয়েছ মুগ্ধ কি বলিব আর।
বৃথা তুমি কেন কর আমার২॥
এই যে প্রেয়সী তব নবীনা যুবতী।
দেখিতে রূপসী অতি মৃদুমন্দ গতি॥
পঞ্চ ভূতে এই দেহ যখন মিসিবে।
বল তব সেই প্রিয়া কোথায় রহিবে॥
এই দেখ ধন মান আর পরিজন।
এই দেখ মাতা পিতা আর বন্ধুগণ॥
এই দেখ ঘর বাড়ি আর টাকা ঘড়ি।
এই দেখ সুখৈশ্বর্য্য আর গাড়ি ছড়ি॥

প্রথম অধ্যায়।

এ সবের মধ্যে তব কে হয় আপন।
কহ দেখি শুনি আমি ওরে মূঢ় মন॥
মিছে তুমি আমি২ কেন কর আর।
ক্ষণেক চিন্তিয়া দেখ সকলি অসার॥
আমি২ তুমি২ কেহ তুমি নও।
তবে তুমি আমি২ কেন আর কও॥
মানবের মত তুমি না করিছ কর্ম্ম।
বানরের মত তুমি আচরিছ ধর্ম্ম॥
কারে বল নর আর কে হয় বানর।
যেই জন ভাবে বিভু তারে বলি নর॥
আর যত দেখ তুমি নর রূপধর।
দেখিতে মানব বটে ভিতরে বানর॥
তাই রে প্রমত্ত মন শুনরে বচন।
সতত করহ ধ্যান বিভু নিরঞ্জন॥
শ্রী-কৃষ্ণ চরণ পদ্মে মজ ওরে মন।
ব-দন ভরিয়া গুণ করহ কীর্ত্তন॥
লা-ভ হবে মোক্ষ পদ সেবিলে সে পদ।
ই-ন্দ্রাদি দেবতা সেবি পেয়েছ সম্পদ॥
চাঁ-দ ছাঁদ শ্রীচরণে শোভা করে যাঁর।
দ-রশনে যে চরণ ভবসিন্ধু পার॥
সে-পদ সতত মন করহ স্মরণ।
ন-রক যাতনা যাতে হবে নিবারণ॥
দা-র ঘর আদি যত সকলি অসার।
রা-খ সদা এই বাক্য মনরে আমার॥

বি-ষয় বৈভব যত সকলি নশ্বর।
র-সনায় বল সদা হরি অনশ্বর॥
চি-ত্তেতে উদয় কর জ্ঞান রূপ শশি।
ত-ত্ত্বে দূর করে দিবে মোহরূপ মসি॥
হ-র্ষ চিতে রবে সদা ওরে মূঢ় মন।
ই-ন্দ্রাদি দেবতা যাঁর সেবে শ্রীচরণ॥
যা-গ যজ্ঞ মিছে কেন কর মূঢ় মন।
ছে-দ্ কর মহামোহ বিভু নিরঞ্জন॥

নৈমিষ অরণ্যে বসি যত মুনিগণ।
সূত সহ হইতেছে শাস্ত্র আলাপন॥
শৌনকাদি ঋষিগণ করয় জ্ঞাপন।
কল্কি অবতার তুমি করহ বর্ণন॥
ঘোর কলিকাল দেখ হইবে যখন।
কোথায় করিবে কল্কি জনম গ্রহণ॥
শুনিয়া তাঁদের কথা সুত মহাশয়।
মনে২ বিভুর ধ্যানেতে রত হয়॥
এমনি হরির গুণ কে করে বর্ণন।
পুলকে পুরিল তার দেহ ততক্ষণ॥
বলিলেন শুন সবে হয়ে এক চিত।
কল্কি পুরাণেতে হয় অমৃত মিশ্রিত॥
পূর্ব্বেতে নারদ ব্রহ্মা মুখে শুনি ছিল।
বেদব্যাসে তার পর নারদ কহিল॥

প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানি শুকদেব শুনে তার পর।
আমরাও তার কাছে শুনি ততঃপর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ ধামে করিলে গমন।
তার পর কলির হইবে আগমন ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতার নিজ পৃষ্ঠ দেশ।
পাপ রাশী বাহিরায় কে করে নির্দ্দেশ ॥
প্রথমে অধর্ম্ম হয় করহ শ্রবণ।
শুনিলে ইহার বংশ পাপ বিমোচন ॥
মিথ্যা নামে তার পত্নী জগত বিখ্যাত
পুত্র কন্যা হয় তার অতিশয় খ্যাত ॥
কালেতে তাদের হলো বহু বংশধর।
অতিশয় পাপী অগ্নি সম ভয়ঙ্কর ॥
কাল পেয়ে স্বীয় রাজ্য করিতে শাসন
ভীষ্ম সম হয়ে কল্কি দিবে দরশন ॥
পিতৃ মাতৃ সেবা আর কেহ না করিবে।
অকালে কালের করে সংহার হইবে ॥
কামেতে হইয়া মত্ত যত নরগণ।
এক ভিন্ন বিচার না রহিবে তখন ॥
সুন্দরী রমণী তারা কোরে নিরীক্ষণ।
বলেতে ধরিয়া সবে করিবে রমণ ॥
ব্রাহ্মণেরা বেদ হীন তখন হইবে।
শূদ্রের সেবাতে রত সদত রহিবে ॥
কুত্তর্কেতে সদা কাল করিবে যাপন।
বেদ বেচে করিবেক সদাতুষ্ট মন ॥

রস মাংস ব্যবসায়ী হইয়া তখন।
পতিত হইবে তারা কি কব এখন॥
দেব মাতা গায়ত্রী করিবে পলায়ন।
বর্ণ সঙ্কর জাতির হইবে জনন॥
সমুদয় ধরা হবে অতি পাপাকার।
মানব মাত্রেই হবে অতি হ্রস্বাকার॥
ষোল বৎসর পরমায়ু ঊর্দ্ধ সংখ্যা হবে।
শ্যালকেরে গুরু বলে সকলেই কবে॥
নীচ সঙ্গে অনুরাগ হইবে তখন।
শোভার নিমিত্তে কেশ করিবে ধারণ॥
ধার্ম্মিকের আদর না রহিবে তখন।
আদর পাইবে স্বধু ধনি মহাজন॥
প্রতিগ্রহ পরিগ্রহ শূদ্রেতে করিবে।
সর্ব্বস্বাপহারী তারা নিয়ত হইবে॥
সন্ন্যাসীরা গুরু নিন্দা সদত করিবে।
ধর্ম্মচ্ছলে প্রজাগণে বঞ্চনা করিবে॥
স্ত্রী পুরুষে পরস্পর হইলে মনন।
নির্ব্বাহ বিবাহ কার্য্য হইবে তখন॥
সূত্র ধারণ মাত্রেই হইবে ব্রাহ্মণ।
দণ্ডাশ্রমী হবে দণ্ড করিয়া ধারণ॥
সাধুতা প্রকাশ হবে ধনের কারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেক যশের কারণ॥
দান শক্তি হইবেক প্রাপ্তির কারণ।
মিত্রতা করিবে সবে শঠতা কারণ॥

ক্ষমা করিবেক সবে অশক্তি কারণ।
পাণ্ডিত্য প্রকাশ হবে বাচাল কারণ॥
স্বল্প শস্যা বসুমতী হইবে তখন।
অসময়ে ভূরি বৃষ্টি হইবে তখন॥
সময়েতে বিন্দুপাত না হবে তখন।
ভূপতি প্রজাপীড়ক হইবে তখন॥
বেশ্যা বেশে স্ত্রীজাতির হবে অনুরাগ।
নিজ২ পতি প্রতি হইবে বিরাগ॥
প্রজাগণ সেই কালে হয়ে ব্যাকুলিত।
স্কন্ধদেশে পত্নীগণে কোরে আরোপিত॥
সন্তানের হস্তদেশ করিয়া ধারণ।
বনে২ সদা তারা করিবে ভ্রমণ॥
পাইবেক সদা কষ্ট কে করে বর্ণন।
ফল মূলে করিবেক ক্ষুধা নিবারণ॥
কলির প্রথম পাদে কৃষ্ণ নিন্দা হবে
দ্বিতীয় পাদেতে সাধু শূন্য হয়ে রবে॥
বর্ণ শঙ্কর তৃতীয় পাদেতে অপার।
চারি পাদে ধর্ম্ম নাম নাহি রবে আর॥
বেদ পাঠ সে কালে না রহিবে তখন।
স্বধা স্বহা মন্ত্র না করিবে উচ্চারণ॥
এই রূপ পাপে ভরা হইবে যখন।
দেবগণে লয়ে ধরা করিবে গমন॥
ব্রহ্মলোকে সকলেতে কোরে আগমন।
দুঃখ চিত্তে বসুমাতা করিবে রোদন॥

স্মষ্টি কর্ত্তা পাপীগণে বহিতে না পারি ;
পাপেতে হয়েছে সবে অতিশয় ভারি ॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম আর কেহ না করে এখন।
ব্রহ্ম গুণ গান তারা না করে কখন ॥
সার তত্ত্ব ভুলে সব যত নরগণ।
অসার তত্ত্বেতে মগ্ন আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
এখানেতে হেরি নাই কোন দুঃখ ভোগ।
এখানেতে হেরি নাই কোন রোগ শোক
এখানেতে হইতেছে ব্রহ্ম গুণ গান ;
এখানেতে মৃত্যু নাই কি কহিব আন ॥
মর্ত্তধামে পুনঃ নাহি করিব গমন।
বিভু ধ্যানে রত হেতা রব সর্ব্বক্ষণ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুনিয়া ধরার কথা বিধাতা তখন।
সুদুঃখিত চিত্তে কহে মধুর বচন ॥
শুন মাতা সকলেতে হইয়া মিলিত।
বিষ্ণুকে করিগে স্তব হয়ে শুদ্ধ চিত ॥
শুনিয়া ধাতার কথা যত দেবগণ।
বিধি সঙ্গে সকলেতে করিল গমন ॥
বিষ্ণুর কাছেতে বিধি করয় জ্ঞাপন।
পৃথিবীর যত সব দুঃখ বিবরণ ॥
হে নাথ অনাথ নাথ অগতির গতি।
দীনবন্ধু দীননাথ ত্রিভুবন পতি ॥

কৃপা কর কৃপাকর ওহে কৃপাময়।
দয়াময় নামে তব কলঙ্ক না হয়॥
পাপেতে হয়েছে মুগ্ধ সবাকার মন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নাম কেহ না করে এখন॥
ব্রাহ্মণেরা বেদ হীন হয়েছে এখন।
শূদ্রের সেবাতে রত আছে সর্ব্বক্ষণ॥
পতি সেবা রমণীরা না করে এখন।
পিতৃ মাতৃ পদ পুত্র না করে বন্দন॥
কাহার কি গোত্র কিবা কোন জাতি হয়।
কেবা কার পুত্র হয় কে করে নির্ণয়॥
যাগ যজ্ঞ আদি যত নাহিক এখন।
স্বহা স্বধা মন্ত্র কোথা গিয়াছে এখন॥
শুনিয়া ধাতার কথা সেই দয়াময়।
পৃথিবীতে অবতার হইব নিশ্চয়॥
শম্ভল দেশেতে বাস অনেক ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণু যশা নাম ধরে অতি সুশোভন॥
সুমতী তাহার পত্নী ধর্ম্মেতে সুমতি।
রূপবতী গুণবতী সাধ্বা সতী অতি॥
তাহার গর্ভেতে জন্ম করিব গ্রহণ।
আমার অংশেতে হবে ভাই তিন জন॥
তাঁদের সাহার্য্য আমি করিয়া গ্রহণ।
সত্বরে করিব আমি কলির দমন॥
তোমরাও নিজ অংশে যত দেবগণ।
অবতার হও গিয়া ধরাতে এক্ষণ॥

সিংহল দ্বীপেতে বৃহদ্রুত নৃপমণি।
তার ঘরে জন্মিবেন কমলা আপনি॥
পদ্মাবতী নাম তিনি করিয়া ধারণ।
হইবেন মম ভার্য্যা কি কর এখন॥
কলিকাল রূপ কাল সর্পের দমন।
করিব তাহারে আমি কে করে রক্ষণ॥
পুনঃরায় সত্যযুগ করিয়া স্থাপন।
গোলক ধামেতে তবে আসিব তখন॥
শুনিয়া পাতার কথা যত দেবগণ।
স্বীয়২ ধামে সবে করিল গমন॥
কালতে বিষ্ণু যশার হইল সন্তান।
চারিবারে জন্মিলেন নিজে ভগবান॥
আজানুলম্বিত বাহু লক্ষণে লক্ষিত।
পদ্ম চক্ষু শ্যামবর্ণে দেহ প্রভান্বিত॥
শম্ভলেতে জন্ম লাভ হইল যখন।
মৃত্তমন্দ আপনিই বহিছে পবন॥
মহর্ষি দেবর্ষি আর যত দেবগণ।
পর্ব্বত সমুদ্র নদী আর পিতৃগণ॥
সকলের শাধু চিত্ত হলো হরষিত।
কেহ নাচে কেহ হাসে আনন্দে মোহিত।
শুক্ল দ্বাদশীতে চৈত্র মাসে নারায়ণ।
জন্ম তিথি হয় তার শুন সর্ব্বজন॥
মহাষষ্ঠী নিজে ধাত্রী হইল তখন।
অম্বিকা করেন তার নাভির ছেদন॥

গঙ্গা নিজ জলে করে ক্লেদ প্রক্ষালন।
সাবিত্রী করেন নিজে দেহের মার্জ্জন॥
সুধা তুল্য দুগ্ধ করে পৃথিবী প্রদান।
মাতৃকা মঙ্গল কর্ম্ম করে সমাধান॥
ইহার মধ্যেতে আসি পবন দেবতা।
কর যোড়ে জ্ঞাত করে বিধির বারতা॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি নাথ কর সম্বরণ।
দ্বিভুজ মুরতি ধর মানব মতন॥
বিধির সন্দেশ শুনে সেই নারায়ণ।
দেখিতে দেখিতে হলো দ্বিভুজ তখন॥
সেই দেশ বাসী তবে সকলে মিলিল।
বিষ্ণুযশা সহ উৎসব আরম্ভিল॥
উৎসবের পরেতে সেই গুণবান।
শুদ্ধ চিত্তে করিতেছে সকলেরে দান॥
ধন ধান্য আদি করি বস্ত্র আভরণ।
পয়স্বিনী গাভি দেয় কে করে গণন॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা ব্যাস মুনিবর।
পরশুরামের সহ আসে বরাবর॥
ভিকারীর বেশ সবে করিয়া ধারণ।
হেরিবারে নারায়ণে করে আগমন॥
তাঁদের মোহন মূর্ত্তি করিলে দর্শন।
সবাকার হয় দেখ ভক্তির ভাজন॥
বিষ্ণু-যশার গৃহেতে এসে চারি জন।
ভিক্ষা দেহ ভিক্ষা দেহ বলে ঘন ঘন॥

ওহে দাতা কলিকালে আর নাহি দান।
অন্ন বিদ্যা ভূমি তুল্য কে করে সমান॥
ভিক্ষা দেহ ত্বরা করি বিলম্ব না সয়।
ক্ষুধাতে কাতর দেখ চারিজন হয়॥
মধুর অমৃত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
আনন্দিত বিষ্ণুযশা হইল তখন॥
বিষ্ণুযশা বাহিরেতে এসে সেইক্ষণ।
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি করে নিরীক্ষণ॥
হেরিয়া তাহার হলো ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত মধুর বাক্য সমাদরে কয়॥
আমার আগার আজ পবিত্র হইল।
বহুবিধ পুণ্যফলে নয়ন হেরিল॥
পাদ্য অর্ঘ্য তাহাদের করিয়া প্রদান।
বসিতে আসন দিল সেই ভক্তিমান॥
তাহারাও হস্তপদ কোরে প্রক্ষালন।
আসনেতে বসে কহে মধুর বচন॥
শুনহে ধার্ম্মিকবর বচন সবার।
বোধ হয় হইয়াছে তোমার কুমার॥
আনহ তোমার পুত্রে নয়নে হেরিব।
গুণাগুণ তার শীঘ্র তবেত কহিব॥
বিষ্ণুযশা তার পর পুত্রেরে আনিল।
বিষ্ণু মূর্ত্তি হেরি সবে উঠি দাণ্ডাইল॥
ভক্তি যোগে মনে মনে করয় স্তবন।
রক্ষা কর রক্ষা কর পতিত পাবন॥

কলির প্রভাবে নাথ আমরা এখন।
কোথাও না হেরি স্থান পূণ্যের ভাজন॥
তোমার বরেতে নাথ মোরা চারি জন।
মৃত্যু হীন হয়ে করি সময় যাপন॥
বহু দিনে হেরি তব চরণ কমল।
দয়া কর কৃপা কর নাহি কর ছল॥
কখন কি লীলা কর ধর কোন কায়া।
কেবা আছে হেন জন বুঝে তব মায়া॥
যখন যে দিকে মোরা নয়ন ফিরাই।
তোমার অনন্ত শক্তি দেখিবারে পাই॥
অপার মহিমা তব সীমা নাহি হয়।
আকাশের তারাগণ কে করে নির্ণয়॥
এই রূপে চারি জন করিয়া স্তবন।
বিষ্ণুযশা প্রতি তারা কহেন বচন॥
শুনহে ধার্ম্মিকবর তোমার নন্দন॥
স্বীয় বলে করিবেন কলির দমন॥
তারি জন্যে কল্কি নাম দিলাম এখন।
অন্যথা ইহার নাহি হইবে কখন॥
আমাদের মিথ্যা বাক্য হইবে যখন।
বেদ মিথ্যা হইবেক কি কব বচন॥
এতেক বলিয়া তবে তারা চারি জন।
স্বীয়২ ধামে সবে করিল গমন॥
বিষ্ণুযশা সেই কথা করিয়া শ্রবণ।
পত্নী সহ অতি যত্নে করেন পালন॥

কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্তক, আর নারায়ণ।
শশিকলা মত হয় ক্রমেতে বর্দ্ধন ॥
যদিও তাহারা তিনে বয়সেতে জ্যেষ্ঠ
কিন্তু কল্কি হয় গুণে সবাকার শ্রেষ্ঠ ॥
যখন কল্কির হলো পাঠের সময়।
তখন তাহার পিতা আদরেতে কয় ॥
যজ্ঞসূত্র প্রথমেই করিব প্রদান।
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই এতে নাহি আন ॥
তার পর গুরুগৃহে করিয়া গমন।
বেদ আদি শাস্ত্র তুমি কর অধ্যয়ন ॥
শুনিয়া তাহার কথা বিভু সনাতন।
কার নাম বেদ হয় জিজ্ঞাসে তখন ॥
যজ্ঞসূত্র কারে বলে সাবিত্রী কে হয়।
এই সব বিবরণ বল মহাশয় ॥
বিষ্ণুযশা পুত্র বাক্য করিয়া শ্রবণ।
হরির বাক্যই বেদ শুনহ এখন ॥
বেদমাতা সাবিত্রী যে জানে জগজ্জন।
ত্রিব্রত ত্রিগুণ সূত্রে হয় তে ব্রাহ্মণ ॥
বেদ পাঠে ত্রিলোকের রক্ষা করা যায়
জপ যপ দান আর হরিগুণ গায় ॥
এই রূপ গুণান্বিত হয় যেই জন।
সার্থক জীবন তার সার্থক জীবন ॥
শুনিয়া কহেন কল্কি মধুর বচন।
সংস্কার কাহারে বলে হরি কোন জন।

নারায়ণে কেন সবে করয় পূজন।
কিবা লাভ হয় পিতা করুন বর্ণন॥
বিষ্ণুযশা পুত্র বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ত্রিকালেতে সন্ধ্যা জপ করয় ব্রাহ্মণ॥
সত্যবাদী তপশীল হয় মতিমান।
ভক্তি যোগে পূজে সেই দেব ভগবান॥
ধর্ম্ম মোক্ষ পায় সেই কে করে বারণ।
এমনি হরির গুণ সুখী সর্ব্বক্ষণ॥
একটী ব্রাহ্মণ কিন্তু খুজে মিলা ভার।
যে সকল আছে তারা অতি দুরাচার॥
কলির শাসনে যত ধার্ম্মিক সুজন।
বর্ষান্তরে সকলেতে করেছে গমন॥
শুনিয়া পিতার বাক্য কল্কির তখন।
কলিরে শাসিতে ইচ্ছা হোল অনুক্ষণ॥
বিষ্ণুযশা শুভদিন কোরে নিরীক্ষণ।
যজ্ঞসূত্র নিজ পুত্রে দিল সেইক্ষণ॥
তার পর পঠিবার তরে নারায়ণ।
গুরু অন্বেষণে শীঘ্র করেন গমন॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পরশুরাম মাহিন্দ্র অচলে তখন।
দূর হোতে করিলেন কল্কিরে দর্শন॥
নিজাশ্রমে সেইক্ষণ কোরে আনয়ন।
সুমধুর বচনেতে করে সম্বোধন॥

গুরু বোলে মোরে তুমি করহ মনন।
আমার নিকটে তুমি কর অধ্যয়ন॥
সুবিখ্যাত ভৃগুবংশে জনম গ্রহণ।
জামদগ্নি নাম মম জানে সর্ব্বজন॥
বেদ ধনু বিদ্যা আদি সব আছি জ্ঞাত।
পৃথিবী নিঃক্ষেত্রি আমি করিয়াছি তাত॥
সগাগরা ধরা পরে করিয়াছি দান।
এক্ষণ তপস্যা করি শুন মতিমান॥
শুনিয়া কল্কির হোল হরষিত মন।
তাহার নিকটে শিক্ষা করেন তখন॥
ক্রমেতে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইল।
কৃতাঞ্জলি হয়ে গুরু কাছে দাণ্ডাইল॥
হে বিভো কিবা দক্ষিণা করিব প্রদান।
নহিলে নহিবে মম বিদ্যা স্ফুর্ত্তিমান॥
শুনিয়া ছাত্রের বাক্য কহেন বচন।
মধুর অমৃত বাক্য আনন্দ বর্দ্ধন॥
ব্রহ্মার বাক্যেতে তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
কলি নিগ্রহের তরে লয়েছ্ জনম॥
তুমি দেব সারাৎসার জগতের পতি।
পরাৎপর নির্ব্বিকার অগতির গতি॥
আমার কাছেতে বিদ্যা হলো অধ্যয়ন।
মহাদেব নিকটেতে করহ গমন॥
তুরগ সর্ব্বজ্ঞ শুক করিয়া গ্রহণ।
পিতার নিকটে তুমি করিবে গমন॥

সিংহলের রাজকন্যা তুমি পর তার।
বিবাহ করিও তুমি বচনে আমার॥
তদন্তর করিবেক তুমি দিগ্বিজয়।
শাসিবেক পাপীগণে নাহি কর ভয়॥
ধর্ম্মহীন ভূপ আর যত বৌদ্ধগণে।
শীঘ্র পাঠাবেক হরি শমন সদনে॥
প্রতীপ রাজার পুত্র দেবাপী সুজন।
অগ্নিবর্ণ রাজ-পুত্র মরুকে তখন॥
চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশ করিলে স্থাপিত।
ইহাতেই হইবেক হরষিত চিত॥
এর চেয়ে কি দক্ষিণা করিবে প্রদান।
ইহা কি সামান্য হয়? ওহে ভগবান॥
নির্ব্বিরোধে আমরাও ওহে দয়াময়।
তপ জপ করি তবে শঙ্কা নাহি হয়॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য কল্কি যে তখন।
প্রণিপাত করে তিনি করেন গমন॥
ভক্তিভাবে মহাদেবে করেন স্তবন।
বিনতি পূর্ব্বক পুজা করেন তখন॥
হে প্রভো ত্রিনেত্র বিশ্ব সংসারের নাথ।
পুরাণ পুরুষ আদি-দেব গৌরীনাথ॥
কন্দর্প দর্প নাশক তুমি যোগেশ্বর।
নাগ তব কণ্ঠ ভূষা ওহে গঙ্গাধর॥
জটাজুটধারী চন্দ্রমৌলী মহাকাল।
শশ্মানেতে রহ সদা সঙ্গেতে বেতাল॥

তোমার আজ্ঞাতে নাথ বহিছে পবন।
তোমার আজ্ঞাতে অগ্নি হতেছে জ্বলন ॥
তোমার আজ্ঞাতে নাথ যত গ্রহগণ।
গগণ মণ্ডলে সদা করিছে ভ্রমণ ॥
শেষ নাগ ধরা করে আজ্ঞাতে ধারণ।
দেবরাজ কালে বৃষ্টি করেণ বর্ষণ ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম সাক্ষি দেয় কাল সর্ব্বক্ষণ।
সুমেরু ভুবন ভার করয় ধারণ ॥
এই রূপ যেই দেব তাঁরে ওরে মন।
ভক্তি ভাবে স্তব স্তুতি কর অনুক্ষণ ॥
এই রূপ করে কল্কি করেন স্তবন।
গৌরী সহ মহাদেব দেন দরশন ॥
নিজ হস্তে কলেবর করেন স্পর্শন।
কি বর প্রার্থনা কর লহ এইক্ষণ ॥
হে ব্রহ্মকুমার তব স্তব যেই জন।
মন শুদ্ধ করে যিনি করেন পঠন ॥
ইহলোকে পরলোকে সেই গুণবান।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক হন কভু নহে আন ॥
কামী ব্যক্তি পায় কাম লোভী পায় ধন
ইচ্ছা রূপ ফল প্রাপ্ত হয় অনুক্ষণ ॥
বহুরূপী কামময় অশ্ব রত্ন ধন।
বেদ বক্তা শুক পক্ষি করহ গ্রহন ॥
রত্ন ময় প্রভাশালী অত্যন্ত করাল।
অতি যত্নে রক্ষা কর এই করবাল ॥

সর্ব্বভূত জয়া নাম হইবে তোমার।
করিবে স্থাপন তুমি ধর্ম্ম পুনর্ব্বার॥
এই রূপ বর দিয়া সেই ভগবান।
সেইক্ষণ পত্নী সহ হন অন্তর্ধান॥
কল্কি তবে অশ্ব পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
শম্ভল দেশেতে শীঘ্র করে আগমন॥
পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ পদ করিয়া বন্দন।
সমুদয় বিবরণ করেন জ্ঞাপন॥
যেই রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত আর বরদান।
যেই রূপে অঙ্গ স্পর্শ করে ভগবান॥
শুনিয়া তাঁদের হোল হরষিত মন।
ধন্য ধন্য বলি সবে কহেন বচন॥
ক্ষণ পরে জ্ঞাতিগণ সকলে মিলিল।
সমুদয় বিবরণ তাহারা শুনিল॥
ক্রমেতে শুনেন বার্ত্তা দেশের ভূপতি।
ধর্ম্মে কর্ম্মে সকলার ফিরে গেল মতি॥
দান ধ্যান করে সদা হরির অর্চ্চন।
ক্রমে পাপ বংশ করে দূরে পলায়ন॥
একদা বিশাখ দত্ত ভূপ মহামতি।
হেরিবারে ভগবানে আসে শীঘ্রগতি॥
হেরিলেক দেবদেবে সহোদরগণ।
জ্ঞাতিগণ সহ তাঁরে করেছে বেষ্টন।
তারাগণ সহ যথা চন্দ্র শোভা পায়।
দেবগণে পরিবৃত ইন্দ্র শোভা পায়॥

সেই রূপ ভগবান শোভে অতিশয়।
অধার্ম্মিক ভয় পায় ধার্ম্মিক নির্ভয়॥
বিশাখ ভূপতি তবে করি যোড় কর।
স্তব স্তুতি করি কহে ওহে কৃপাকর॥
কৃপা কর দয়া কর বিভু দয়াময়।
আমি অতি নরাধম পাপে মন লয়॥
তোমার দর্শনে হোল জ্ঞানের উদয়।
স্বীয় গুণের কাকুর হে আনন্দ ময়॥
এতেক স্তবন যদি করেন রাজন।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট কহেন বচন॥
মহারাজ এই স্থানে আসন গ্রহণ।
করিয়া আপনি লন নির্ব্বিকার মন॥
আমারে করহ তুষ্ট দেশের ভূপতি।
যজ্ঞ আর দান ধ্যান শাস্ত্রেতে সুমতি॥
আমি হই কাল আমি সনাতন ধর্ম্ম।
আমি হই জ্ঞান ধ্যান আমি হই কর্ম্ম॥
এতেক বচন যদি বলে নিরঞ্জন।
বিষ্ণু ধর্ম্ম শুনিতে নৃপের হলো মন॥
মনোগত ভাব তিনি বুঝিয়া তখন।
সভা মধ্যে ধর্ম্ম কথা করেন বর্ণন॥

চতুর্থ অধ্যায়।

কালেতে মহা প্রলয় হইলে ঘটন।
আমাতেই লীন হবে সমস্ত ভুবন॥

সেই কালে ধরাতলে কিছু না রহিবে।
সকলি আসিয়া মম অঙ্গেতে মিশিবে॥
সৃষ্টিকর্ত্তা আদি করি যত দেবগণ।
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর দৈত্যগণ॥
লতা গুল্ম আদি করি মহা বৃক্ষগণ।
সৃষ্টি নিদর্শন নাহি রহিবে তখন॥
কোন কর্ম্মে নাহি রব হইয়া বন্ধন।
সেই কালে সুখে আমি করিব শয়ন॥
যখনু অঘোর নিদ্রা হবে আকর্ষণ।
সেই কালে ঘোর তম ব্যাপিবে ভুবন॥
যখনু হইবে মম ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ।
কতই করিব ক্রীড়া কেবা দেখে রঙ্গ॥
ইহার মধ্যেতে হবে বিরাট সৃজন।
সহস্র মস্তক তার সহস্র চরণ॥
বিরাট পুরুষ তবে হতে দেহ তার।
সৃজিবেন প্রকৃতির সহ বিধাতার॥
সেই ধাতা সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া তখন।
সৃজিবেন পুনরায় পুর্ব্বের মতন॥
এ সকল যত দেখ মম মায়া জালে।
বন্ধন হইয়া আছে মুক্ত কোন কালে॥
মম অংশে হইয়াছে যত জীবগণ।
মম মায়া হয় সব কার্য্যের কারণ॥
এই হেতু পরিণামে যত জীবচয়।
আমাতেই সদা তারা হইতেছে লয়॥

ইহারি কারণে মোরে যত দ্বিজগণ।
আমারি উদ্দেশে যজ্ঞ করে নিয়োজন॥
আমারি উদ্দেশে বেদ করে উচ্চারণ।
আমারি উদ্দেশে দান করে অনুক্ষণ।
আমারি উদ্দেশে তারা করয় স্তবন।
মনে মনে আমারেই করয় স্মরণ॥
বেদ বক্তা হয় দেখ যত দ্বিজগণ।
আমারি সাক্ষাত মূর্ত্তি বেদ মাতা হন॥
জগত ব্রহ্মাণ্ড হয় আমার শরীর।
এই হেতু জগন্ময় কহে যত ধীর॥
যজ্ঞ হোম আদি যত করে দ্বিজগণ।
মম দেহ পুষ্টি তাতে হয় অনুক্ষণ॥
এই হেতু দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ চিরকাল।
তাদের প্রণাম করি শুন মহিপাল॥
শুনিয়া কল্কির কথা ধরার ভূষণ।
বিপ্রের লক্ষণ বিভু করুণ বর্ণন॥
বিষ্ণু ভক্তি বলে তারা হয় বাগবান।
বিষ্ণু ভক্তি কারে বলে ওহে ভগবান॥
শুন ভূপ যেবা হয় বিপ্রের লক্ষণ।
ব্রহ্ম আরাধনে রত সেইত ব্রাহ্মণ॥
যে ভক্তিতে সদা তারা ব্রহ্মরে ধেয়ায়।
সে ভক্তিরে বিষ্ণুভক্তি বলে নররায়॥
শুনিয়া তাহার কথা যত সভাজন।
আনন্দ সাগরে ভাসে সবাকার মন॥

পরে সেই নরপতি করিয়া স্তবন।
আপনার আগারেতে করেন গমন॥
শিব হতে প্রাপ্ত হন যেই শুকবর।
দিগ দিগান্তর সেই ভ্রমে নিরন্তর॥
দিবসেতে এই রূপ করিয়া ভ্রমণ।
রাত্রি কালে প্রভু স্থানে করেন বর্ণন॥
একদা বলেন কল্কি মধুর বচন।
অদ্য কোন দেশ তুমি করেছ ভ্রমণ॥
কোন স্থানে করিয়াছ ক্ষুধা নিবারণ।
কি আশ্চর্য্য হেরিয়াছ কর নিবেদন॥
শুক কহিলেন নাথ করুন শ্রবণ।
ভোজনার্থ নানা স্থান করিছি ভ্রমণ॥
সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সিংহল দ্বীপেতে।
ভ্রমিতে২ আমি যাই সে স্থানেতে॥
সিংহল দ্বীপের শোভা কে করে বর্ণন।
চারি বর্ণ রয় তাতে করিয়া পূরণ॥
স্থানে২ অট্টালিকা হর্ম্ম্য মনোহর।
পরিষ্কৃত রাজপথ দেখিতে সুন্দর॥
স্থানেতে রত্ন কুট্টিম হতেছে শোভিত।
স্ফটিক বেদিকা কোথা হয়েছে স্থাপিত॥
বেশ ভূষা করে যত কুল নারীগণ।
ইতস্ততঃ করিতেছে সবে পর্য্যটন॥
সরোবর সকলের জল মনোহর।
জল পুষ্পে শোভা তাতে করে নিরন্তর॥

মধুলোভে অলিকুল করয় ভ্রমণ।
কুলেতে সারস রব করে অনুক্ষণ॥
স্থানে২ উপবন অতি সুশোভন।
ফল পুষ্পে শোভা করে যত বৃক্ষগণ॥
বৃহদ্রথ নামে হয় তথার ভূপতি।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক অতি বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
তার এক কন্যা আছে নামে পদ্মাবতী।
সাধ্বী সতী রূপবতী অতি গুণবতী॥
বিস্মিত হয়েছি প্রভু তার রূপ হেরে।
কামের কামিনী রূপ হেরে যায় হেরে॥
জলদ নিন্দিত কেশ দ্বিরদ গামিনী।
কুরঙ্গ নয়নী মুনি মন বিমোহিনী॥
মাখনের দেহ খানি অতি অপরূপ।
গোলে পড়ে চোলে যেতে বোধ হয় রূপ॥
চারিদিগে সখীগণ সবে রূপবতী।
মহাদেবে পূজা করে করিয়া ভকতি॥
ভকতির বশ হয়ে পার্ব্বতীর নাথ।
গৌরী সহ দরশন দেন অচিরাত॥
মনোনীত বর তুমি করহ গ্রহণ।
শুনিয়া কন্যার হোল লজ্জা তত ক্ষণ॥
হেটমাথে নিরুত্তরে রয় সেইক্ষণ।
মহাদেব তার দশা কোরে নিরীক্ষণ॥
কন্যা প্রতি বর তিনি দিলেন তখন।
হইবে তোমার পতি দেব নারায়ণ॥

যদি কেহ কামভাবে করে দরশন।
নারী দেহ প্রাপ্ত তার হইবে তখন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ কিম্বা সুরগণ।
যক্ষ রক্ষ সিদ্ধ কিম্বা আর নরগণ॥
এখন গৃহেতে মাতা করহ গমন।
সদাই সুখেতে কাল করহ যাপন॥
এতেক বলিয়া বিভু হন অদর্শন।
পদ্মাবতী নিজ গৃহে করেন গমন॥
আপন অভীষ্ট বর করিয়া গ্রহণ।
সুখের সাগরে মন ভাসে অনুক্ষণ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

কালক্রমে পদ্মাবতী হইল যুবতী।
বিবাহের তরে ব্যস্ত হোলেন ভূপতি॥
একদা রাণীরে তিনি করেন জ্ঞাপন।
বিবাহের যোগ্যা পদ্মা হয়েছে এখন॥
কি রূপেতে বিবাহের করি আয়োজন।
শীঘ্র করি বলি প্রিয়া যুড়াও জীবন॥
তোমা হেন রত্নে আমি ভাগ্যক্রমে পাই।
পৃথিবীর সার সুখ ভোগী আমি তাই॥
পতিব্রতা গুণবতী রূপসী সুন্দরী।
তব মন্ত্রণাতে কত বিপদেতে তরি॥
এখন মন্ত্রণা তুমি করহ প্রদান।
যাতে রয় আমাদের কুলোচিত মান॥

শুনিয়া ভূপের কথা কৌমুদী তখন।
শিবদত্ত বর শাহি জানহ রাজন ॥
পদ্মার হইবে পতি দেব নারায়ণ।
ইহা হতে সুখ কিবা বলহ এখন ॥
যাঁর লাগি তপস্যাতে যত মুনিগণ।
চক্ষু মুদে স্তব তারা করে অনুক্ষণ ॥
এত যে করিছে তারা স্তবন পূজন।
তবু তারা বিভুর না পায় দরশন ॥
তোমার জামাতা হবে ভকতরঞ্জন।
তোমা হতে শ্রেষ্ঠ নাথ আছে কোন জন ॥
আমার বচন শুন অবনীভূষণ।
স্বয়ম্বর তরে তুমি কর আয়োজন ॥
শুনিয়া ভূপের হলো হরষিত মন।
কৌমুদীর প্রতি কহে মধুর বচন ॥
আনন্দ সাগরে প্রিয়ে দেখ মম মন।
সুসংবাদে ভাসমান হয় অনুক্ষণ ॥
এমন সৌভাগ্য কবে হইবে উদয়।
আমার জামাতা হবে দীন দয়াময় ॥
নরপতি এই রূপ কহিয়া বচন।
স্বয়ম্বর তরে শীঘ্র হয় আয়োজন ॥
ভিন্ন২ দেশে দূত করেন প্রেরণ।
করিবারে নরপতিগণে নিমন্ত্রণ ॥
নিযুক্ত হইল লোক সভার নির্ম্মাণে।
নির্ম্মাণ হইল সভা শাস্ত্রের বিধানে ॥

আহা কি সভার শোভা বলিহারি যাই।
অমরাবতীর মুখে দিই গিয়া ছাই॥
কোথাও হয়েছে সভা রতনে নির্ম্মিত।
কোথাও হয়েছে সভা রৌপ্যেতে মণ্ডিত॥
কোথাও হয়েছে সভা অতি স্বচ্ছশালী।
কোথাও হয়েছে সভা অতি তেজশালী॥
পরের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ছিল যুধিষ্ঠীর।
ইহার সেরূপ নহে শুন হয়ে স্থির॥
ক্রমে ক্রমে রাজাদের হোল আগমন।
যথোচিত করিলেন নৃপ সম্ভাষণ॥
ব্যক্তি বিশেষে করেন তিনি নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ কারে তিনি করে অনিবার॥
কাহারে করেন তিনি শুধু সম্ভাষণ।
কাহারে করেন তিনি শুধু দরশন॥
এ রূপেতে সভাভঙ্গ হইল তখন।
নিযুক্ত হইল ভৃত্য সেবার কারণ॥
দশ দশ ভৃত্য করে একের সেবন।
কেহ অতি যত্নে আনে সুগন্ধি চন্দন॥
কেহ বা মনোহারিণী কুসুমের হার।
কেহ বা পুষ্প স্তবক আনে হস্তে তার॥
ভোজ্য দ্রব্য কোন জন করে আনয়ন।
অতি সমাদরে দেয় করিয়া যতন॥
এরূপ হেরিয়া রীতি ভূপতি নিচয়।
সিংহল ভুপের প্রতি সন্তোষিত হয়॥

পর দিন স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ।
করিলেন ক্রমে২ যতেক নরেশ॥
পদ মান অনুসারে নরপতিগণ।
হৃষ্ট চিত্তে করিলেন আসন গ্রহণ॥
পদ্মার আগমনের পথেতে তখন।
করিলেন স্বীয়২ নয়ন ক্ষেপণ॥
হেরিলেক শত২ প্রতিহারীগণ।
বেত্রধারী হয়ে তারা করে আগমন॥
তার পর চারিদিগে যত দাসীগণ।
পরিবৃতা পদ্মাবতী করে আগমন॥
হেরিয়া তাহার রূপ সভাস্থিত জন।
মুগ্ধ হয়ে রয় সবে না সরে বচন॥
নানালঙ্কার ভূষিতা আকর্ণ নয়না।
পদ্মহস্তা গৌর বর্ণা কন্যা চন্দ্রাননা॥
স্বচক্ষে সে রূপ রাশী করেছি দর্শন।
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে নাহিক তুলন॥
বোধ হয় মহামায়া ভবের মোহিনী।
অথবা হবেন তিনি কাম বিমোহিনী॥
অথবা হবেন তিনি সাবিত্রী সুন্দরী।
ধন্য সে ধাতার সৃষ্টি ধন্য২ করি॥
সভা মঞ্চে পুরোভাগে যত বন্দিগণ।
কুল শীল রূপ গুণ করয় বর্ণন॥
ক্রমে২ সকলেরে করি নিরীক্ষণ।
প্রত্যেকের রূপ গুণ করিয়া শ্রবণ॥

সভাস্থিত যত নৃপ হেরে পদ্মাবতী।
পূর্ব্বভাবে ফিরেগেল সবাকার মতি॥
পরিধান বস্ত্র কারু শিথিল হইল।
অস্ত্র শস্ত্র কারু ভ্রষ্ট তখন হইল॥
যেই অঙ্গ হেরে মুগ্ধ হয়েছিল মন।
সেইরূপ হয় তার কে করে লঙ্ঘন॥
আহা মরি কিবা হেরি বরের প্রভাব।
কোথা গেল রাজাদের পূর্ব্বকার ভাব॥
এই যারা ছিল যুবা সুন্দর আকৃতি।
দেখিতে২ কিসে হইল বিকৃতি॥
যেই জন মুগ্ধ ছিল হেরিয়া নয়ন।
তাহারি হইল দেখ আকর্ণ লোচন॥
কুচঁযুগ ভূরুযুগ আর পদদ্বয়।
গ্রীবা বক্ষ পৃষ্ঠদেশ কিম্বা হস্তদ্বয়॥
তাহারও সেই অঙ্গ হইল তখনি।
সকলেই হলো দেখ রূপসী রমণী॥
যত রাজা হেরে অঙ্গ হয়েছে বিকৃতি।
কোথা গেল পুরুষত্ব হয়েছে প্রকৃতি॥
তখনু সবার হোল লজ্জিত বদন।
কোনু মুখে দেশে মোরা করিব গমন॥
কোনু মুখে প্রজাদের মুখ দেখাইব।
কোনু মুখে প্রিয়সীরে বচন কহিব॥
এই রূপে কত তারা করয় রোদন।
বট বৃক্ষে বসি সব শুনেছি তখন॥

পদ্মাবতী মনে২ করয় স্মরণ।
কোথা নাথ দীননাথ নিত্য নিরঞ্জন॥
জগন্নাথ কৃপা কর দয়ার আধার।
এ বিপদ হতে তুমি কর মোরে পার॥
কোথা দেব মহাদেব করুণা নিধান।
তোমার বরের এবে করহ বিধান।
এই রূপ মনে পদ্মা করে যে স্মরণ।
স্মরণ লইল তার যত ভূপগণ॥
আমাদিগে সখী ভাবে রাখহ সুন্দরী।
তাহা হলে লজ্জা ভয়ে সকলেতে তরি॥
এমন ঘটিবে যদি সবে জানিতাম।
কেন দুঃখ পেয়ে তবে হেতা আসিতাম॥
কেন আমাদিগে ধনী কোরে নিমন্ত্রণ।
এনে আমাদের কর এ দশা ঘটন॥
পরাধীন নাহি হই সকলে স্বাধীন।
এখন হলেম দেখ তোমার অধীন॥
হায় কি কালের গতি কে করে নির্ণয়।
রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে আজ্ঞাধারী হয়॥
আমাদের প্রতি এবে বিধাতা বিমুখ।
কোন্ লাজে দেশে গিয়া দেখাইব মুখ॥

ষষ্ঠম অধ্যায়।

শুনিয়া তাদের বাক্য দেবী পদ্মাবতী।
দুই চক্ষে বহে জল কহে শীঘ্রগতি।

হে বিমলে! মম ভাগ্যে এইরূপ ছিল।
আমারে হেরিয়া সবে স্ত্রীরূপ হইল।
মম তুল্য পাপীয়সী ত্রিভুবনে নাই।
মরুভূমে বীজ দিলে ফল কোথা পাই॥
মোর ভাগ্যে সেই রূপ হয়েছে ঘটন।
কোথায় রহিল এবে সত্য সনাতন॥
মনে ছিল বড় আশা তোমারে বরিব।
মনে ছিল বড় আশা তোমারে পূজিব॥
মনে ছিল বড় আশা মন যোগাইব।
মনে ছিল বড় আশা কতই তুষিব॥
অদৃষ্টের কিবা ফের কোথা দৈব বল।
শিব বর মম প্রতি হয়েছে বিফল॥
অথবা আমার তুল্য পাগল কে আছে।
হরির অযোগ্যা আমি আমারে কে যাচে॥
লক্ষ্মী ছেড়ে আমারে কি করিবে গ্রহণ।
অন্ধকার কূপে আলো হয়েছে কখন?॥
দূরে গেল যত আশা ভরসা এখন।
আমাতে অন্তর কত দেব নারায়ণ॥
তিনি হবে পতি মোর ভ্রম মম চিত।
অন্ধকার তেজ কবে হয়েছে মিলিত?॥
মহাদেব মম প্রতি করেছে বঞ্চন।
কিছুতেই নারায়ণে হবে না দর্শন॥
বিধাতা আমার প্রতি হয়েছে বিমুখ।
বাঁচিয়া থাকিলে এবে কিবা হবে সুখ॥

এখন প্রতিজ্ঞা আমি করিনু নিশ্চয়।
বিফলতা শিব বর যদি কভু হয়॥
তাহা হলে এই দেহ করিয়া পতন।
অগ্নিরে আহুতি দিব কে করে লঙ্ঘন॥
শমন দমন কারী ভকতরঞ্জন।
ভ্রমণের বিবরণ করিনু বর্ণন॥
শুক বাক্য শুনে তবে কহে পুনর্ব্বার।
সিংহল দ্বীপেতে তুমি যাহ আর বার॥
আমার সম্বাদ যত তাহারে বলিবে।
মম রূপ গুণ সব কীর্ত্তন করিবে॥
তাহারে প্রবোধ দিবে বিবিধ বিধানে।
পুনরায় বোলো তুমি আসিয়া এখানে॥
বন্ধো? সেই সে প্রিয়সী আমি পতি তার।
তব প্রতি রহিল যে মিলনের ভার॥
সর্ব্বজ্ঞ কালজ্ঞ তুমি হও ওহে ভাই।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তব অগোচর নাই॥
আশা দিয়া তার কাছে নিও প্রত্যুত্তর।
গমন করিয়া তুমি মোরে তৃপ্ত কর॥
শুনিয়া তাহার আজ্ঞা সেই শুকবর।
পরদিন যায় সেই সিংহলে সত্বর॥
রাজ অন্তঃপুরে তবে করিয়া গমন।
নাগেশ্বর বৃক্ষে শুক বসিল তখন॥
পদ্মাবতী প্রতি কহে মধুর কাহিনী।
ওলো সুরূপসী ধনী গজেন্দ্র গামিনী॥

চঞ্চল নয়নী মুখ পদ্মের স্বরূপ।
গাত্রে পদ্ম গন্ধ হেরি আঁখি পদ্মরূপ॥
তব হস্তদ্বয় ধনী হয় পদ্মাকার।
লক্ষ্মী বলে অনুমান হয় লো আমার॥
আহা কি ধাতার হেরি নির্ম্মাণ কৌশল।
হেরিলেই মুগ্ধ হয় মানব সকল॥
পদ্মা কহে তব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সন্তোষ হয়েছি কত কে করে বর্ণন॥
কোথা হতে এলে তুমি হও কোন জন।
শুক রূপ কি কারণে করি দরশন॥
দেব কি দানব হও কিবা মহাজন।
সদয় হইয়া তুমি এলে কি কারণ॥
শুক বলে শুন ধনী কামচারী আমি।
আমারে হেরিলে যত পূজে ভুমি স্বামী।
দেব কি দানব সিদ্ধ কিম্বা কোন জন।
যেবা হেরে সেই করে আমার পূজন॥
ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান কাল ত্রয়।
সর্ব্বত্র গমন করি যথা ইচ্ছা হয়॥
সমুদয় শাস্ত্র জানি ওলো সুরূপসী।
হেরিবারে তোমা ধনে এই বৃক্ষে বসি॥
দুঃখ ভোগী কি কারণে করহ বর্ণন।
হাস্যালাপ কোথা এবে করেছে গমন॥
অঙ্গে অলঙ্কার নাই কিসের কারণ।
তপস্বিনী বেশ কেন করেছ ধারণ॥

কোকিল জিনিয়া হও সুমিষ্ট ভাষিণী।
দুঃখিত হলেম আমি শুন লো কামিনী॥
যে শুনেছে একবার তোমার বচন।
তপ জপ কোথা তার করেছে গমন॥
যে তোমার মুখ চন্দ্র হেরে একবার।
তার তুল্য ভাগ্যবান কেবা হয় আর॥
যারে তুমি ভুজপার্শ্বে করিয়া বন্ধন।
সদত তাহার গালে করিবে চুম্বন॥
অদৃষ্টের কথা তার বর্ণন না হয়।
ধরাতলে আর তার জন্ম নাহি হয়॥
বহু বিবেচনা আমি করিনু এখন।
বাহ্য পীড়া কিছু আমি করি না দর্শন॥
কেন এ সুবর্ণ বর্ণ হেরি দিন দিন।
ক্রমে হইতেছে ধনী অতিশয় ক্ষীণ॥
ধূলি আচ্ছাদিত স্বর্ণ থাকয় যেমন।
ধূসর বরণ দেহ হেরি যে তেমন॥
পদ্মা বলে শুন বলি পক্ষীর রতন।
রূপে কুলে ধনে কিবা করে প্রয়োজন॥
যখন হয়েছে ধাতা আমারে বিমুখ।
দূরে গেছে সমুদয় পৃথিবীর সুখ॥
পুর্ব্বের বৃত্তান্ত তুমি করহ শ্রবণ।
বোধ হয় অবগত আছ মহাজন॥
বাল্যকালে আশুতোষে করি যে পূজন।
শুদ্ধ মনে ভক্তিভাবে তারে অনুক্ষণ॥

কিছু দিনে পত্নী সহ সেই ভূতপতি।
দরশন মম অগ্রে দেন শীঘ্রগতি ॥
তপ সিদ্ধি হইয়াছে মাতা পদ্মাবতী।
যেই বর ইচ্ছা হয় লহ গুণবতী ॥
শুনিয়া তাহার কথা আমি সেইক্ষণে।
দাণ্ডাইয়া রহিলাম লজ্জিত বদনে ॥
মহাদেব মম ভাব করিয়া দর্শন।
মধুর অমৃত স্নিগ্ধ কহেন বচন ॥
মম বরে হবে পতি দেব নারায়ণ।
মম বাক্য সত্য হয় জানে ত্রিভুবন ॥
পাপ চক্ষে যদি কেহ করে দরশন।
নারীত্ব হইবে প্রাপ্ত কে করে লঙ্ঘণ ॥
বিষ্ণু পূজা তুমি সতী কর নিরন্তর।
যার গুণে পাবে তুমি তাঁরে শীঘ্রতর ॥
এই যে হেরিছ তুমি যত সখীগণ।
পূর্ব্বেতে ইহারা ছিল সকলে রাজন!
বিবাহ করিবে মোরে করিয়া মনন।
কোরেছিল এই স্থানে সবে আগমন ॥
অদৃষ্টের কিবা ফের কহিব তোমায়।
নারীত্ব হইল প্রাপ্ত সবে হায় হায়।
পরেতে আমার স্থানে করি যোড় কর।
সঙ্গিনী করহ সবে যাচে এই বর ॥
এদের আমিও তবে লইলাম সাতে।
বিষ্ণু পূজা মম সহ করে দিন রাতে ॥

সদত অন্তর সহ ডাকে অনুক্ষণ।
রক্ষা কর রক্ষা কর ভকতরঞ্জন॥
মনোদুঃখ দূর কর করুণা নিধান।
পূর্ব্ব দেহ দেহ নাথ নাহি কর আন॥

সপ্তম অধ্যায়।

পক্ষিবর বলে বল দেখি লো সুন্দরী।
বিষ্ণু পূজা বিধি শুনিবারে ইচ্ছা করি॥
জন্ম জন্মান্তরে কত পুণ্য করেছিলে।
তাহাতে শিবের শিষ্যা তুমি হয়ে ছিলে॥
আমার ভাগ্যের কথা বলে কোন জন।
তোমা হেন পুণ্যবতী করি দরশন॥
শ্রবণ যুগল মম করিয়া শ্রবণ।
বিষ্ণু পূজা শুনে হবে সার্থক এখন॥
তাই ওলো গুণবতী করি যোড় কর।
শুনিব ও মুখপদ্মে কথা মনোহর॥
পদ্মা বলে পক্ষিবর করহ শ্রবণ।
যেই রূপ মহাদেব করেছে বর্ণন॥
যদি কেহ শ্রদ্ধা করি করয় পূজন।
কিম্বা শ্রদ্ধা করে কেহ করয় শ্রবণ॥
অথবা অন্যের প্রতি করয় বর্ণন।
যদ্যপি গুরুঘ্ন দেখ হয় সেই জন॥
যদ্যপি ব্রহ্মঘ্ন দেখ হয় সেই জন।
যদ্যপি গোহত্যাকারী হয় সেই জন॥

যদি অতি মহাপাপী হয় সেই জন।
তথাপি নিষ্কৃতি দেখ পায় সেই জন॥
প্রাতঃকর্ম্ম শীঘ্র করে কোরে সমাপন।
তার পর স্নান আদি করিবে তখন॥
হস্ত পদ ধৌত করি দেখ তার পর।
পূর্ব্বাস্যে আসনে বসিবে তত্পর॥
যখন বসিবে সেই আসন উপরে।
শুদ্ধ মনে আচমন করিবেক পরে॥
প্রথমে আসন শুদ্ধি করিবে সে জন।
তার পর ভুত শুদ্ধি করিবে তখন॥
অর্ঘ স্থাপনাদি পরে করে সমাপন।
বহুবিধ প্রাণায়াম করিবে তখন॥
আত্মাকে তন্ময় করে করিবে ভাবন।
হৃদে ধ্যান করিবেক করিয়া ধারণ॥
হৃদয় হতে বাহির করে মনে মনে।
বসাইয়া দিবে তার পরে সুখাসনে॥
অনন্তর মূল মন্ত্র করি উচ্চারণ।
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক বস্ত্র আভরণ॥
স্নান করিবার জল আর দ্রব্য যত।
উপচারে পূজা করিবেক বিধিমত॥
আপাদ মস্তক তাঁর অতি শুদ্ধ মনে।
ধ্যান করিবেক ভক্ত স্বীয় মনে২॥
নমো নারায়নায় স্বাহা মন্ত্র স্মরণ।
তার পর এই রূপ করিবে স্তবন।

শ্রী,নাথ সৃজন পতি, শ্রী,নিবাস রমাপতি,
শ্রী,পতিরে ভাব মূঢ় মন।
ব,সন যে পীতাম্বর, ব,নাম্বুজ ডাকে নর,
ব,শিষ্ঠাদি ভাবে অনুক্ষণ ॥
লা,ভ হবে মোক্ষ পদ, লা,ঞ্ছন হইবে .রদ,
লা,লসাতে হবে তুমি পার।
ই,ন্দ্রত্ব যে তুচ্ছ করি, ই,হকাল যাবে তরি,
ই,ষ্ট পূর্ণ হইবে তোমার ॥
চাঁ,চর চিকুর কেশ, চাঁ,দ মুখ সুশ্রীবেশ,
চাঁ,পা যুক্ত পদ হয় যাঁর।
দ,য়া কর দুঃখ হর, দ,র্শন শ্রবণ কর,
দ,ণ্ডধরে ভয় কিবা আর ॥
সে, নাম কি চমৎকার, সে,ই ভব কর্ণধার,
সে, নাম তুলনা শেষ হয়।
ন,ম নমভবধব, ন,তি করি পদে তব,
ন,রকের দূর কর ভয় ॥

শুন মন পাপ মতি, করি তোরে এ মিনতি,
ভাব সদা সেই সার ধন।
সর্ব্বব্যাপি নিরাকার, নিরাময় নির্ব্বিকার,
দীনবন্ধু সত্য সনাতন ॥
অসার সংসার এই, সার মাত্র হয় সেই,
বলি তোরে সার বিবরণ।
আমিং সদা করি, বৃথা কেন কাল হরি,
অসুখেতে করহ যাপন ॥

মায়াতে মোহিত হয়ে, দারা পরিজন লয়ে,
আমারং সদা কও।
মুখে কর আমি রব, কর দেখি অনুভব,
আমি তুমি কেবা তুমি হও।
এ সকল দেখ যত, সকলি হইবে হত,
অন্তকাল করহ চিন্তন।
করিয়া ভীষণ বেশ, করিতে তোরে নিঃশেষ,
কালের হইবে আগমন॥
এই বেলা ওরে মন, চিন্ত সেই নিত্য ধন,
করিলাম তোরে সাবধান।
গেল কাল নাহি কাল, এলো এলো পরকাল,
গেল গেল গেল তোর প্রাণ।
তাই বলি মূঢ় মন, ভাব সদা সনাতন,
যমের যাতনা তবে যাবে।
ভাবিলে অভয় পদ, তুচ্ছ করি ব্রহ্ম পদ,
কাল সদা ভয়েতে পলাবে॥

এই রূপ স্তব স্তুতি করি বিধি মত।
তার পর করিবে প্রণতি দণ্ডবত॥
তার পর হরি নিবেদিত দ্রব্য যত।
বিস্বক্সেনাদি দেবে নিবেদিবে তত॥
তার পর ভক্তি করে হৃদয়ে স্থাপন।
তন্ময় ব্রহ্মাণ্ড করিবেক নিরীক্ষণ॥
সন্তোষেতে নৃত্য গীত করিবে তখন।
উচ্ছিষ্টাদি করিবেক মস্তকে ধারণ॥

পারে সেই গুণবান নিজেতে আপনি।
নিবেদিত দ্রব্য যত খাইবে তখনি॥
শুন শুক এই রূপ হরি পূজা হয়।
অভিলাষ পূর্ণ হয় যে জন করয়॥
শুক বলে পদ্মাবতী করহ শ্রবণ।
মধুর অমৃত কথা করিলে বর্ণন॥
আহা কিবা মনোহর ভাব বর্ণনার।
সন্তোষ সাগরে মগ্ন ভাসে অনিবার॥
আহা কি মাধুর হেরি বিচিত্র ব্যাভার।
অসাধু থাকিলে কাছে সাধু আর বার॥
ধন্যরে সাধুতা আহা কথাটি মধুর।
শুনিলে আনন্দ মন সদা হয় ভুর॥
পক্ষিজাতি হই আমি অতি পাপমতি।
নিস্তার করিলে তুমি মোরে পদ্মাবতী॥
যেইরূপ রূপ হেরি সেই রূপ গুণ।
যারে হের তারে তুমি সদা কর খুন॥
আহা কি ধাতায় হেরি মধুর আচার।
এক স্থানে রূপ গুণ রেখেছে অপার॥
বিবাহ করিতে পদ্মা পারে কোন জন।
পৃথিবী ভিতরে একে করি নিরীক্ষণ॥
তোমাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি গুণ রূপ।
গুণের কি কব কথা রূপেতে সুরূপ॥
ওহে শুক কিবা কথা শুনি মনোহর।
আমার বিবাহ যোগ্য আছে হেন বর॥
নাম ধাম বিশেষিয়া বল গুণবান।
শুনিয়া আমার হোক শীতল পরাণ॥

বৃক্ষ হতে এই স্থানে এস মতিমান।
আমার কাছেতে আসি কর অবস্থান ॥
পূজিব সদত আমি ওহে জ্ঞানবান।
বীজপুর ফল দুগ্ধ কর তুমি পান ॥
পদ্মরাগ মণি দ্বারা চঞ্চুতে মণ্ডিত।
দেহে রত্নে মাণিক্যেতে করিব খচিত ॥
পক্ষমূলে মুক্তামালা কোরে আচ্ছাদিত।
পক্ষদ্বয়ে কুঙ্কুমেতে করিব চিত্রিত ॥
পুচ্ছ হবে মণি দ্বারা অতি সুশোভিত।
রতন নূপুর পদে করিব ভূষিত ॥
যে কথা বলেছ তুমি আহা কি মধুর।
মনের যতেক দুঃখ হয়ে গেল দূর ॥
তোমার কাছেতে শুক আমি দীনহীন।
ঋণ পাশে বদ্ধ রহিলাম চিরদিন ॥
জন্মে না ভুলিব আমি তব ঋণ ভার।
কিসেতে শুধিব আমি তব উপকার ॥
আজ্ঞা কর মোরে কিম্বা যত সখীগণে।
সেই কর্ম্ম সমাধান হবে এইক্ষণে ॥
শুনিয়া পদ্মার কথা আসিয়া তখন।
বিস্তারিত সব কথা করিনু বর্ণন ॥
হে শুক তাহার কাছে করহ গমন।
যাহা ভাল হয় তুমি বলিবে তখন ॥
আমার ভয়েতে না আসেন এইখানে।
মম নমস্কার তুমি দিবে সেই স্থানে ॥
শিব বর মম পক্ষে হইয়াছে শাপ।
আমায় হেরিলে সবে পায় নারী ভাব ॥

পদ্মার এসব বাক্য করিয়া শ্রবণ।
শম্বল দেশেতে শুক করেন গমন ॥
শুকবরে হেরে কল্কি কহেন বচন।
এত দেরি হলো ভ্রাত কিসের কারণ ॥
আজ কি আশ্চর্য্য রূপ করি দরশন।
রতনে ভূষিত তোমা করে কোন জন ॥
তোমার বিরহ মোর সহ্য নাহি হয়।
তিল আধ অদর্শনে যুগ বোধ হয় ॥
মধুর অমৃত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
প্রত্যুত্তর দেন শুক তাহারে তখন ॥
যে রূপে হেরিছিলেন তিনি পদ্মাবতী।
তার সহ হয়ে ছিল যে রূপ ভারতী ॥
যেইরূপ আহারেতে হয়ে ছিল প্রীত।
যেই রূপে হয়েছেন রতনে ভূষিত ॥
পদ্মার কাতর বাক্য করয় জ্ঞাপন।
পদ্মার প্রণাম জানালেন সেইক্ষণ ॥
শুক মুখে শুনে দেখ যত বিবরণ।
সিংহলে যাইতে তার রত হলো মন ॥
সেই মাত্র অশ্বে আরোহিয়া গুণবান।
শুকবরে লয়ে সঙ্গে করেন প্রয়ান ॥
আহা কি নগর শোভা কে করে বর্ণন।
মুগ্ধ হয়ে যায় মন না সরে বচন ॥
রেবা নদী চারি দিক করেছে বেষ্টন।
পরিখা স্বরূপ হেন করি নিরীক্ষণ ॥
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান বিহার কানন।
তার মধ্যে অট্টালিকা অতি সুশোভন ॥

উদ্যানের শোভা হেরি কল্কি যে তখন ;
ভাবে বুঝি হবে এই নন্দন কানন ॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল ছুটিছে সৌরভ।
আদরে অলির কত বাড়িছে গৌরব ॥
চম্পক মালতি যূথি অশোক কিংশক।
ফুটিতেছে নানা ফুল সেফালিকা বক ॥
অতসী অপরাজিতা চম্পক টগর।
স্থল পদ্ম শোভা হৃদ্য অতি মনোহর ॥
ছয় রাগ ছত্রিষ রাগিণী লয়ে সঙ্গে।
ঋতুরাজ বুঝি আসি বিহারিছে রঙ্গে ॥
কোকিলের কুহুস্বরে হুহু করে প্রাণ।
গুণ২ স্বরে ভৃঙ্গ করিতেছে গান ॥
দিবাকর কর গ্রাসি তরুগণ যত।
নানা মত শোভায় শোভিছে কত মত ॥
সুরঙ্গ সুন্দর শাল তমালাদি তাল।
আমলকি আম জাম রসাল কাঠাল ॥
আহা কিবা সারি২ শোভিছে গুবাক।
হেরিয়া তাহার শোভা নাহি সরে বাক্ ॥
নারিকেল কামরাঙ্গা দাড়িম্ব কদলি।
চিনি চাঁপা মর্ত্তমান রহিয়াছে ফলি ॥
চারিপার্শ্বে সারি২ দীর্ঘ সরোবর।
অপরূপ শোভা তার অতি মনোহর ॥
হেরিয়া সরসী শোভা কল্কি যে তখন।
পুনঃ২ বাখানেন হয়ে হৃষ্টমন ॥
আহা কিবা মনোহর সরসীর নীর।
জীবন হেরিয়া হয় জীবন অস্থির ॥

বিমল সলিলে শোভে বিমল কমল।
মন্দ২ সমীরণে করে চল চল॥
অলিদল দলে২ করয় ভ্রমণ।
থেকে২ ঝোঁকে২ করিছে চুম্বন॥
রাজহংস হংসী সহ করিছে বিহার।
চক্রবাক চক্রবাকী ভ্রমে অনিবার॥
শ্বেত পীত প্রস্তরে সোপান মনোহর।
বসিবার উচ্চস্থান তাহার উপর॥
তার মধ্যে করে স্নান নগর নাগরী।
হাব ভাব লাবণ্যেতে যেন বিদ্যাধরী॥
এমনি গাত্রের গন্ধ বহে অনুক্ষণ।
অন্ধ হয়ে ধায় দেখ যত অলিগণ॥
হে শুক এস্থান হেরি অতি মনোহর।
ইহার ভূপতি হেরি বহু ভাগ্যধর॥
এখন পদ্মার কাছে করহ গমন।
আমার সংবাদ তারে করহ জ্ঞাপন॥
আমি এই খানে স্নান করি সমাপন।
দ্রুতগতি তুমি শুক করহ গমন॥

নবম অধ্যায়।

শুনিয়া প্রভুর কথা সেই পক্ষিবর।
শীঘ্রগতি গেল সেই পদ্মা বরাবর॥
হেরেন পদ্মারে তিনি সন্তুঃখিত মন।
পদ্মের পত্রে আছেন করিয়া শয়ন॥
অগ্নি সম নিশ্বাস বহিছে ঘন ঘন।
ম্লান হইতেছে তাহে পদ্মার বদন॥

পদ্মফুল চন্দনেতে অভিষিক্ত করে।
সখীগণ তার গাত্রে দিতেছে সত্বরে ॥
কিন্তু তাহে তাহার না হয় সুখবোধ।
দূরে ফেলে দিল তারে কোরে দুঃখবোধ ॥
মন্দ২ সমীরণ বহে অনুক্ষণ।
তার পক্ষে বোধ হয় আগুণ বর্ষণ ॥
কখন২ তিনি করিছেন খেদ।
কখন২ তার ঝরিতেছে স্বেদ ॥
হেরে তার স্মর দশা পক্ষির রতন।
মধুর বচনে তারে করে আলাপন ॥
আর না করিতে হবে খেদ অনুক্ষণ।
আর না চক্ষের জল বহিবে এখন ॥
আর না পদ্মের পত্রে করিবে শয়ন।
আর না চন্দনে তব ভিজিবে বসন ॥
এখন রতনে দেহ ভূষিত করহ।
এখন পতিরে তব দেখিতে চলহ ॥
এসেছে মনের ধন কি ভয় তোমার।
এখন সুখেতে পূর্ণ হবে দেহভার ॥
পদ্মা বলে ওহে শুক কোথা ভগবান।
কোথায় আছেন বোলে তৃপ্ত কর প্রাণ ॥
শুক বলে সিংহলেতে কোরে আগমন।
সরোবর তীরে তিনি আছেন এখন ॥
অতএব সখী সহ তুমি পদ্মাবতী।
দরশনে চল ধনী তুমি শীঘ্রগতি।
সখিগণ সহ পদ্মা করিয়া শ্রবণ ॥
হেরিবারে সেই ধনে আসেন তখন।

সখিস্কন্ধে শিবিকাতে করি আরোহন।
স্বর্ণেতে মণ্ডিত সেই নাহি আবরণ।।
শুকবর সঙ্গে করি লইয়া তখন।
বাহিরেতে শীঘ্রগতি দেন দরশন।।
নগর নিবাসী যত হেরে পদ্মাবতী।
হঠাৎ সবার হলো পলায়নে মতি।।
এই ভয় জাগরূক ছিল দেখ মনে।
পাছে নারী হয় সবে হেরিয়া নয়নে।।
বাণিজ্যের কর্ম্ম স্থান হোতে সদাগর।
পদ্মাবতী হেরে সবে পলায় সত্বর।।
ক্রমেতে জনতা হীন হইল নগর।
সখীগণ পদ্মা লয়ে চলিল সত্বর।।
যেই ঘাটে বসিয়া আছেন সেই ধন।
সেই ঘাটে শুক সহ আসিল তখন।।
হেরে তারা শ্যামবর্ণ পুরুষ সুন্দর।
অকাতরে নিদ্রা যায় বেদিকা উপর।।
অনন্তর নাবে সবে সেই সরোবরে।
জলক্রীড়া করে দেখ হরিষ অন্তরে।।
কখন হাসিছে সবে অতি খল খল।
কখন করিছে জলে কর কল কল।।
কেহ বা পদ্মার মুখে সেচিতেছে জল।
পদ্মাও কখন জল দেয় করি বল।
কেহ কাড়াকাড়ি হাত করে কুতূহলে।
ডুবাইয়া রাখে জলে কেহ কারে বলে।।
এই রূপ জলক্রীড়া করে সমাপন।
তীরেতে উঠিল সবে পরিয়া বসন।।

শুক বাক্যে পদ্মাবতী করেন গমন।
সখী সহ কল্কিদেবে করিতে দর্শন ॥
নিদ্রা ভঙ্গ নাহি হয়েছিল যে তখন।
জাগাইতে পদ্মা সবে করেন বারণ।
ওগো সখী জান সবে অদৃষ্ট আমার।
এখনি হইবে নারী কি কহিব আর ॥
কিন্তু অন্তর্যামী সেই দেব নিরঞ্জন।
কার সাধ্য মনোঃ কথা করিবে গোপন ॥
পদ্মার মনের কথা জানিয়া তখন।
আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করেন তখণ ॥
লক্ষ্মী সম পদ্মাবতী কোরে দরশন।
মদনে মোহিত চিত কে করে বারণ ॥
মধুর বচনেতে করেন আলাপন।
ওলো ধনী সুরূপসী কহলো বচন ॥

আজ কিবা সুপ্রভাত, তব লাগি দিন রাত,
থাকিতাম দীনের মতন।
নয়নে বহিত জল, ভাবিত হৃদি কমল,
দুঃখানল করিত দাহন ॥
নিস্তার করিতে মোরে, এলে প্রাণাধিকা ওরে,
হৃদাসনে বস একবার।
বহু দিবসের পর, শুনিয়া তোমার স্বর,
মুগ্ধ হবে শ্রবণ আমার ॥
শুন রমণী রতন, তুমি হৃদয়ের ধন,
তোমা বিনা কিসে ধৈর্য্য ধরি।

মনোদুঃখ কারে কই, জানি নাই তোমা বই,
জ্বলে প্রাণ কি করি কি করি ॥
না হেরিয়া তব রূপ, স্বভাবে হই বিরূপ,
দিনমানে হেরি অন্ধকার।
তব লাগি হই ক্ষীণ, ভেবে দিন হই দীন,
দেহ যেন হয় শবাকার ॥
বচন রাখ আমার, কর তুমি একবার,
রাণীর মতন ব্যবহার।
কি আর কব তোমায়, রাজ্য কিসে রক্ষা পায়,
তুমি না করিলে সুবিচার ॥
আমি যে শরণাগত, তুমি ভাব ভিন্নমত,
ছিছি প্রিয়ে বিচার কেমন।
হেরে তব অবিচার, দিবা নিশি হাহাকার,
করিতেছে সদা মম মন ॥
তুমি হয়ে রাজ্যেশ্বরী, রাজ কর্ম্ম ত্যাগ করি,
বসিয়া রয়েছ ছলা করি।
এই কি তব উচিত, হিতে ভাব বিপরীত,
ছাড় ছলা তব পায়ে ধরি ॥

দশম অধ্যায়।

পদ্মাবতী কল্কি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবিলেন হবে বুঝি দেব নারায়ণ ॥
আমারে হেরিলে সবে নারী দেহ পায়।
ইহার জন্যেতে বিপরীত দেখ যায় ॥
এত দিনে শিব বাক্য সফল হইল।
এত দিনে পতিধন আমারে মিলিল ॥

এই রূপ মনেং করে আন্দোলন।
মধুর বচনে তাঁরে করেন স্তবন॥
পবিত্র স্বরূপ তুমি দেব জগন্নাথ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ দয়া কর রমানাথ॥
তপ জপ দান ব্রত হইল সফল।
সার্থক হইনু হেরে চরণ কমল॥
এখন অনুজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ।
পিতার নিকটে বার্ত্তা করি গে জ্ঞাপন॥
এতেক বলিয়া পদ্মা করেন গমন।
পিতার নিকটে সব করয় জ্ঞাপন॥
বৃহদ্রুত নরপতি করিয়া শ্রবণ।
পুরোহিত লয়ে তিনি আসেন তখন॥
শুভক্ষণে শুভদিনে সেই নরপতি।
দান করেছিল কল্কিবরে পদ্মাবতী॥
পূর্ব্ব যত রাজগণ নারী রূপে ছিল।
এখন বিভুরে সবে হেরিতে আইল।
কর যোড়ে তাঁর কাছে করয় ক্রন্দন।
রক্ষা কর রক্ষা কর ভকতরঞ্জন॥
আমাদের পূর্ব্ব রূপ করহ প্রদান।
নিজ গুণে কর কৃপা করুণা নিধান॥
সকলার প্রতি কল্কি কহেন বচন।
এই সরোবরে স্নান করহ এখন।
পূর্ব্বকার রূপ সবে করিয়া ধারণ।
নিজং দেশে সবে করহে গমন॥
শুনিয়া কল্কির বাক্য সকলে তখন।
সরোবরে ডুব তারা দেয় ততক্ষণ॥

হায় কি বিভুর কৃপা কে করে বর্ণন।
পূর্ব্বকার দেহ সবে পাইল তখন॥
পূর্ব্বকার দেহ সবে করিয়া ধারণ।
কল্কির চরণে সবে করয় স্তবন॥
প্রলয় কালেতে ধরা হইলে মগন।
মীন রূপে জল হতে কর উদ্ধারণ॥
হিরণ্যাক্ষ মহাবীর নিজ পরাক্রমে।
তিনলোক জয় করেছিল লীলাক্রমে॥
বরাহের মূর্ত্তি তুমি করিয়া ধারণ।
বধে ছিল তারে তুমি দেব নারায়ণ॥
সমুদ্র মন্থন কালে যত দেবগণ।
মন্দারাচল রক্ষার্থ করয় স্তবন॥
তাহাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে সনাতন।
কুর্ম্মরূপ ধরে কর সমুদ্র মন্থন॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য পিতামহ বরে।
শুনিলে তাহার নাম ত্রিভুবন ডরে॥
নৃসিংহের রূপ তুমি করিয়া ধারণ।
দন্তাঘাতে বক্ষ করে ছিলে বিদারণ॥
মহারাজ বলি রাজা ভকত প্রধান।
বামন রূপেতে তুমি ওহে ভগবান॥
তিন পাদ ভূমি তুমি করিয়া যাচন।
দিয়াছিলে ইন্দ্রদেবে এই ত্রিভুবন॥
পরে তার সহ কর পাতালে গমন।
দৌবারিক হয়ে দ্বার করহ রক্ষণ॥
জামদগ্নি রূপ ধরে ওহে নিরাধার।
নিক্ষত্রিয়া ধরা কর তিন সাত বার॥

রাম রূপ ধরে তুমি ওহে নারায়ণ।
ভ্রাতৃ সহ বধে ছিলে তুমি দশানন॥
কৃষ্ণ রূপ ধরে তুমি ওহে সনাতন।
কংস আদি অসুরের করেছ দমন॥
বুদ্ধ রূপ অবতার করিয়া স্বীকার।
নাস্তিকগণেরে শিক্ষা দেও বার২॥
এখন এ মূর্ত্তি ধরি ওহে সনাতন।
কলি রূপ কাল সাপে করহ দমন॥

তব শ্রীচরণে বিভু করি নিবেদন।
ভাঙ২ ভব যাত্রা ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥
ভাঁড়েশ্বর হয়ে প্রভু কর কত নাট।
ভব হাট মধ্যে ফির করি কত ঠাট॥
সূত্রধার হয়ে তুমি করহ বিহার।
এ জগত হয় বিভু তব অধিকার॥
ভাঙা গড়া রোগ তব আমরি২।
গড়াগড়ি শুনে আমি গড়াগড়ি করি॥
ছাড়াছাড়ি নাই আর ছাড়াছাড়ি নাই।
মম কাছে আর প্রভু ভাড়াভাড়ি নাই॥
কত রূপ সঙ সেজে দেখাইছি রঙ।
এখন দ্বিপদ হয়ে সাজিয়াছি সঙ॥
রঙ কত করিয়াছি নাহি মিলে পেলা।
নাহি কর হেলা আর নাহি কর হেলা॥
কৃপাসিন্ধু কৃপা কর জ্ঞান দিয়া মনে।
পরমায়ু বায়ু মোর যায় ক্ষণে২।

বদন বিস্তার করি আসিতেছে কাল।
মরণের ভয়ে কভু নাহি ছাড়ি হাল॥
এ ভব সাগরে নাথ তুমি কর্ণধার।
কৃপা কণা বিতরিয়ে করহ উদ্ধার॥
এ পর্য্যন্ত আত্মবোধ মোর হয় নাই।
অহঙ্কারে পূর্ণ মন কি হলো বালাই॥
দেহ রূপ কারাগারে করিতেছি বাস।
কিছুতেই নাহি মোর মিটিতেছে আশ॥
নিদ্রাকুল, তায় মুখ ঢাকা মশারিতে।
কাযেই স্বপন দেখে ভুলিয়াছি চিতে॥
মোহেতে মজিয়া মন করে আমি রব।
ঘুচাও এ রব মোর ওহে ভব ধব॥
আধি ব্যাধি বিমোচন ভকতরঞ্জন।
দেহ অভিমান রোগ কর নিবারণ॥
আমি২ আর যেন মুখে নাহি বলি।
ভব মতে জ্ঞানপথে সদা যেন বলি॥
মোহ রূপ চাস ক্ষেত্রে নাহি করি চাস।
দ্বেষ হীন দেশে যেন সুখে করি বাস॥
রোগ শোক নাহি তথা নিত্য সুখময়।
দুঃখের বাতাস তথা কভু নাহি বয়॥
ছোট বড ভেদাভেদ কভু নাহি হয়।
একাকার নহে কিন্তু একাকার হয়॥
এক হয়ে একাকারে করিব বিহার।
আমি২ রব তথা নাহি রবে আর॥

একাদশ অধ্যায়।

চারি বর্ণ ধর্ম্ম কথা ওহে নিরঞ্জন
তোমার কাছেতে নাথ করিব শ্রবণ ।
ব্রহ্মচারি বানপ্রস্ত যতি গৃহাশ্রম।
চতুর্ব্বর্গ বিভাগের এ কয় নিয়ম ॥
সর্ব্বাপেক্ষা গৃহ ধর্ম্ম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়।
সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখ এই রূপ কয় ॥
বায়ু বিনে নাহি হয় জীবন ধারণ।
পালন না হয় গৃহী বিনা কোন জন ॥
ভক্তি মনে দিয়া থাকে অন্ন জল স্থল।
অন্যাশ্রমী রক্ষা করে গৃহস্থ সকল ॥
অতএব অন্যাশ্রমী হইতে প্রধান।
গৃহস্থকে বলা যায় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ॥
কিন্তু গৃহাশ্রম হয় দ্বিবিধ প্রকার।
সাধক ও উদাসীন কি কহিব আর ॥
যে গৃহস্থ কুটম্ব পোষণে রত থাকে।
সাধক বলিয়া বলি সদাই যে তাকে ॥
আর যেই ঋণত্রয় করে পরিশোধ।
গৃহ ভার্য্যা ধন প্রতি নাহি স্নেহ বোধ ॥
একাকি থাকেন সদা করিয়া ভ্রমণ।
উদাসীন নাম তার কহে সর্ব্ব জন ॥
ক্ষমা দম দান সত্য তীর্থ পর্য্যটন।
অলোভ শ্রদ্ধা দেব ও ব্রহ্মার অর্চ্চন ॥
সন্তোষ আস্তিক্য অনুসূয়া সরলতা।
অহিংসা প্রিয়বাদিত্ব ত্যাগ নিষ্পাপতা
নিরন্তর করিবেক অতিথির সেবা।
শাস্ত্র জ্ঞান পিতৃ শ্রাদ্ধ ভাবে এক যেবা।

অগ্নি পূজা অপৈশূন্য যজ্ঞ আদি কর্ম্ম।
গৃহ আশ্রমের হয় এই কয় ধর্ম্ম॥
কিন্তু কর্ম্ম হয় দেখ দ্বিবিধ প্রকার।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হয় সবে জান সার॥
জ্ঞান হতে যেই কর্ম্ম হয়েছে উদ্ভব।
নিবৃত্তি তাহার নাম বলে যে মানব॥
আমার২ সেই না করে চিন্তন।
যত্র জীব তত্র শিব ভাবে অনুক্ষণ॥
কোন কালে সেই ব্যক্তি নাহি পায় শোক।
চরমেতে ব্রহ্ম পদ সদা করে ভোগ॥
অপর কর্ম্মের নাম প্রবৃত্তি আছয়।
এই কর্ম্ম যদিস্যাত নরে আচরয়॥
চরমেতে মুক্তি পদ না পায় কখন।
গতায়াত পুনঃ২ করে সেই জন॥
অতএব শুন সবে আমার বচন।
প্রবৃত্তিকে একারণে করহ বর্জ্জন॥
গৃহস্থ গৃহিনী বিনা না হয় শোভন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম অধঃপাতে করয় গমন॥
বিবাহ করিবে গৃহী এ রূপ ভামিনী॥
রূপেতে হইবে সেই কামের কামিণী।
কুরঙ্গ নয়নী হবে সুভাষ ভাষিণী।
তিলফুল জিনি নাশা গজেন্দ্র গামিনী॥
তার মুখশশি হেরে শশি হবে মসি।
সাধ্বী সতী গুণবতী হবে সে রূপসী॥
পতিব্রতা রমণীর হয় এ লক্ষণ।
সুবর্ণ সমান হবে দেহের বরণ॥

রক্তবর্ণ হস্ত পদ হইবে তাহার।
বিবাহ করিবে গৃহী কি কহিব আর॥
বয়োজ্যেষ্ঠা রমণী কে বিভা না করিবে।
বিবাহ করিলে মাতৃ গমন অর্শিবে॥
বৃষলী নারীকে কভু না করিবে বিভা।
করিলে বৃষলী পতি আর কব কিবা॥
তাহার সহিত নাই করিতে ভোজন।
তার সঙ্গে কভু না করিবে সম্ভাষণ॥
এক রাত্রি যেবা করে বৃষলী সেবন।
ত্রয়াব্দ ভিক্ষান্ন জপে শুদ্ধ সেই জন॥
দ্বাদশাব্দ হলে কন্যা দান নাহি করে।
পুষ্পবতী যদি কন্যা হয় পিতৃ ঘরে॥
মাসে২ তাহার যতেক পিতৃগণ।
ঋতুর শোণিত পান করে সর্ব্বজন॥
দৃষ্টারজা কন্যাকে হেরিলে পিতা মাতা।
নরকে গমন উপরোক্ত আর ভ্রাতা॥
স্বামী গৃহে মধ্যমার শুন বিবরণ।
রবিতে বিধবা সোমে পতিব্রতা হন॥
মঙ্গলেতে বেশ্যা বুধে সৌভাগ্য দায়িনী।
বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীযুতা সে ভামিনী॥
বহু পুত্র চিরজীবি রয় শুক্রবারে।
পুত্র কভু নাহি হয় হলে শনিবারে॥
প্রথম দিবসে রামা নিশাদিনী হয়।
স্পর্শন করিলে তারে আয়ু হয় ক্ষয়॥
দ্বিতীয়েতে সেই ধনী বড়ই পাপিনী।
পুরুষে কদাচ স্পর্শ না করে ভামিনী॥

তৃতীয়তে যদিস্যাৎ ভীরু সঙ্গ হয়।
স্ত্রী নষ্টাতো অবশ্যই সেই দিনে হয়॥
চতুর্থে প্রমদা সদা হয় তপস্বিনী।
স্নান করে শুদ্ধ হয় সেই নিতম্বিনী॥
চতুর্থ দিবসে ঋতু রক্ষার বিচার।
আনন্দেতে তার সহ করিবে বিহার॥
গৃহস্থ আশ্রমী ব্যক্তি স্ত্রীর ঋতুকালে।
ঋতু রক্ষা পর্ব্ব দিন ভিন্ন যদি পালে॥
চতুর্দ্দশী অমাবস্যা পূর্ণিমা অষ্টমী।
রবিবার একাদশী সংক্রান্তি সপ্তমী॥
পর্ব্ব নামে এই কয় দিন খ্যাত হয়।
স্ত্রী গমন পাঠ তৈল মাখা কভু নয়॥
কোন কালে নাহি করে পরস্ত্রী গমন।
ব্রহ্মচর্য্য ফল ভোগ করে সেই জন॥
গর্ভবতী হলে নারী এই আচরিবে
পরিষ্কার বস্ত্রাবৃতা অবশ্য হইবে॥
অলঙ্কার যুক্তা হোয়ে সদাই থাকিবে।
মধুর কোমল স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি খাইবে॥
কভু না করিবে সেই ক্ষপা জাগরণ।
কভু না করিবে সেই ভ্রমণ লঙ্ঘন॥
রতি ক্রিয়া অবশ্যই সে ধনী ত্যজিবে।
বায়ু সেবা যানেতে গমন না করিবে॥
গর্ভিনীর যেই অঙ্গ পীড়াযুক্ত হয়।
বালকের সেই অঙ্গ পীড়িত নিশ্চয়॥
শয়ন করিবে সদা কোমল শয্যায়।
আরোহণ না করিবে অত্যুচ্চ খট্টায়॥

শূন্য গৃহ শ্মশানের প্রসঙ্গ শ্রবণ।
ক্রোধ চিত্ত আদি করি করিবে বর্জ্জন॥
পাঁচ বছরের শিশু হইবে যখন।
বিদ্যালয়ে তার পিতা পাঠাবে তখন।
বিদ্যা বলে মানি হয় বিদ্যা বলে জ্ঞানি।
বিদ্বান্ যে জন তারে ধন্য বলে মানি॥
বিদ্যা হীন মানবেরে কে করে গণন।
বিদ্যা হীন হলে সবে করয় তাড়ন॥
বিদ্যা হীন জন কভু সুখ নাহি পায়।
বিদ্যা হীন যেই তার জীবন বৃথায়॥
বিদ্বান্ হইলে ধন অর্জ্জন করিবে।
তার পর কামনায় প্রবিষ্ট হইবে॥
এই রূপ পুত্ররত্ন হয়েছে যাহার।
শত২ নমস্কার চরণে তাহার॥
অতঃপর নীতি কিছু করিব বর্ণন।
মন দিয়া সকলেতে করহ শ্রবণ॥
সন্ধ্যাতে গৃহস্থ পথে না করে গমন।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর অধ্যয়ন॥
ভোজনেতে ব্যাধি জন্মে নিদ্রাতে নিধন।
গমনেতে ভয় পাঠে নাশয় জীবন॥
মৈথুনে বৈকৃত গর্ভ এই হয় সার।
সন্ধ্যাতে নিষিদ্ধ এই কি কহিব আর॥
গৃহিদের পরধনে স্পৃহা নাহি হয়।
পর নিন্দা বাদ যেন মুখেতে না কয়॥
বিপন্নের প্রতি হয় সদয় হৃদয়।
বলের গৌরব যেন মনে নাহি রয়॥

দেশের কুশলে যেন সদা থাকে মতি।
প্রাণ অন্তে করিবে না পাপ পথে গতি ॥
প্রবল না হয় যেন ধনের পিপাসা।
পরাজয় মাগে যেন আসি সদা আশা ॥
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নাহি হয় মন।
গুরুজনে ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ দুরাচার।
বলে যেন নাহি লুটে হৃদয় ভাণ্ডার ॥
কলঙ্কের ছাই যেন অঙ্গেতে না মাখে।
কুজনের পরামর্শ মনে নাহি রাখে ॥
গৃহিদের সুখ কিবা বলিহারি যাই।
এর সমতুল্য সুখ খুজিয়া নাপাই ॥
অন্যাশ্রীম আছে সদা গৃহী লোকে ঘেরে
পুন্নাম নরকে তরে পুত্র মুখ হেরে ॥
হবির আশয় দেখ যত দেবগণ।
মর্ত্তেতে আসিয়া সদা করয় ভ্রমণ ॥
যদি বল গৃহী লোকে হয় ধন হীন।
উচিত তাহার বাস যথায় বিপিন ॥
কিন্তু এ সকল কথা নহে সুসঙ্গত।
দুঃখ সুখ সংসারের ঘটনা তাবর্ত্ত ॥
চারি বর্ণ ধর্ম্ম কথা করেন বর্ণন।
শুনিয়া সবার হলো সন্তোষিত মন ॥
পরে এক বাক্য হয়ে করয় জ্ঞাপন।
কোন কর্ম্মে নারী হয় করিব শ্রবণ ॥
কোন কর্ম্মে নর হয় করুন বর্ণন।
বৃদ্ধাবস্থা বাল্যাবস্থা করি নিরীক্ষণ ॥

যৌবন অবস্থা দুঃখ সুখেতে গঠন।
কেবা করে কি স্বরূপ করুন বর্ণন॥
তোমার মুখেতে শুনে ওহে গুণধাম।
আমাদের হবে তাহে পূর্ণ মনস্কাম॥
শুনিয়া তাদের বাক্য কমললোচন।
অনন্ত মুনিকে তিনি করেন স্মরণ॥
আহা কি আশ্চর্য্য হেরি বিমোহিত মন।
স্মরণ মাত্রেতে মুনি দেন দরশন॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা হয় যেই জন।
তাঁহার বিচিত্র কিছু করি না দর্শন॥
অনন্ত মুনিকে তবে কহেন তখন।
রাজাদের মনোগত করহ বর্ণন॥
ভগবানে প্রণমিয়া সেই মুনিবর।
শুদ্ধমনে কহে যত ভূপতি গোচর॥
পুরিকা নামেতে কোন আছিল নগর।
বিক্রম নামেতে ছিল কোন ধর্ম্মবর॥
সোমা নাম্নী পতিব্রতা পত্নী হয় তার।
মাতা পিতা উভয়েতে হয় যে আমার॥
ক্লীব ও কুৎসিত মোরে করি দরশন।
দুই জনে পরিত্যাগ করেন তখন॥
ভক্তিভাবে মহাদেবে তাঁরা দুই জন।
দিবা নিশি করিতেছে স্তবন পূজন॥
ভক্তাধীন ভগবান জানে সর্ব্বজন।
ভক্তির হইয়া বশ দেন দরশন॥
হেরিয়া অভীষ্ট দেবে তাঁহারা তখন।
দয়াময় দয়া কর কৃপা বিতরণ॥

হেরিয়া তাদের ভাব সেই অন্তর্যামী ।
পুরুষ হইবে পুত্র যাও শীঘ্রগামী ॥
এতেক বলিয়া দেব হন অদর্শন ।
উভয়ে তাহারা গৃহে করে আগমন ॥
হেরেন আমারে তবে তাঁরা দুইজন ।
পুরুষ হয়েছি আমি কে করে লঙ্ঘন ॥
হেরিয়া আমার ভাব তাঁহারা তখন ।
সন্তোষ সাগরে ভাসে তাঁহাদের মন ॥
দ্বাদশ বয়েস মোর হইল যখন ।
মালিনীর সহ বিভা দিলেন তখন ॥
সুরূপা কামিনী সহ আমি যে তখন ।
গৃহস্থ ধর্ম্মের সদা করি আচরণ ॥
কালক্রমে তাহাদের হলো লোকান্তর ।
ঔর্দ্ধদেহিক যে কর্ম্ম করি তার পর ॥
কিন্তু শোকে সদা দেখ অন্তর আমার ।
না মানে শান্তনা সদা করে হাহাকার ॥
কোন মতে কিছুতেই নাহি হয় সুখ ।
দিবা-নিশি ঘেরে আছে মোরে যত দুঃখ ॥
ভাগ্য বলে আমার যে ফিরে গেল মন ।
ভক্তিভাবে বিষ্ণুপূজা করি অনুক্ষণ ॥
এক দিন রাত্রিকালে নিদ্রাতে কাতর ।
হেরিনু স্বপন এক অতি মনোহর ॥
যেন কোন জন আসি কহেন বচন ।
কি কারণে ওরে বাছা কান্দ সর্ব্বক্ষণ ॥
কিসের কারণ তব আঁখি ছল ছল ।
কিসের কারণে তব দেহে নাহি বল ॥

জ্ঞান না ভৌতিক সব ভবের ব্যাপার।
মায়ার এ কার্য্য এই জেনে রাখ সার॥
মায়ামোহে বদ্ধ হয়ে জীব সর্ব্বক্ষণ।
আমার সর্ব্বস্ব তারা কহে অনুক্ষণ॥
বস্তুতঃ কাহার কিছু নহে অধিকার।
তবে কেন কহে সবে আমার আমার॥
এখন এ শোক তুমি কর নিবারণ।
মৃত্যু হীন হয়ে কর জীবন ধারণ॥
পর দিন স্ত্রী পুরুষে আমরা তখন।
গৃহত্যাগী হয়ে করি ক্ষেত্রেতে গমন॥
শ্রীমন্দিরের দক্ষিণে করি মোরা বাস।
হরি আরাধনা মনে করি এই আশ॥
একদা আমার মনে হইল উদয়।
বিশ্ব বিমোহিনী মায়া হেরিব নিশ্চয়॥
এতেক মনন যবে হইল আমার।
ধ্যানে রত হয়ে বিভু ভাবি বার২॥
এ রূপে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল।
দ্বাদশ পারণ দিন একদা আইল॥
সেই দিন স্নান করিবারে সমুদ্রেতে।
বিভুরে স্মরিয়া আমি চলিনু ত্বরিতে॥
যখন সমুদ্র জলে হইনু মগন।
জলের কল্লোলে বুঝি হই অচেতন॥
প্রবল ঝটিকা হলো সময়ে ঘটন।
প্রবল তরঙ্গে ভেসে করিনু গমন॥
সমুদ্র দক্ষিণ পারে আমারে তখন।
রাখিয়া আইল দেখ বলেতে তখন॥

ব্রহ্মশর্ম্মা নামে দেখ অনেক ব্রাহ্মণ।
সেই স্থানে বসি করে সন্ধ্যার বন্দন॥
হেরিয়া আমার ভাব সেই মহাশয়।
দয়া করে লয়ে গেল আপন আলয়॥
তার গৃহে থেকে হই লালন পালন।
ক্রমেতে হইনু আমি তার পরিজন॥
তাহার কন্যার নাম হয় জরুমতী।
রূপে গুণে ছিল সেই অতুলনা অতি॥
কালক্রমে তার সহ বিবাহ হইল।
কালক্রমে মালিনীরে মন যে ভুলিল॥
ক্রমেতে আমার হলো পাঁচটী নন্দন।
অতি যত্নে করি আমি লালন পালন॥
যখন বিবাহ যোগ্য জ্যেষ্ঠটি হইল।
বিবাহের তরে মন চেষ্টিত হইল॥
সেই দেশ মধ্যে আমি ধনি অতিশয়।
ধন ধান্যে পূর্ণ গৃহ কে করে নির্ণয়॥
নিরন্তর কত লোক করে উপাসনা।
নিরন্তর কত লোক করে আনাগনা॥
এমনি অর্থের কার্য্য কে করে বর্ণন।
হুকুম করিলে খাটে কত শতজন॥
সেই স্থানে ছিল দ্বিজ নামে ধর্ম্মসার।
আপন দুহিতা দিতে করিল স্বীকার॥
পর দিন বিবাহের হলো নির্দ্ধারিত।
নিরন্তর মম গৃহে হয় নৃত্য গীত॥
ধন দান করিলাম কত দুঃখি জনে।
এক মুখে নাহি হয় সকল বর্ণনে॥

যেই দিন বিবাহের ছিল নির্দ্ধারিত।
স্নান করিবারে যাই সমুদ্রে ত্বরিত ॥
স্নান ও তর্পণ আমি করি তার পর।
শীঘ্র করি উঠিলাম তীরের উপর ॥
হেরিনু পুরুষোত্তমে এসেছি তখন।
দ্বাদশীর পারণার্থ সকলে মগন ॥
জগন্নাথ পূজার হতেছে আয়োজন।
উন্মনা হলেম আমি করিয়া দর্শন ॥
ক্ষেত্রস্থ সুহৃদগণ ছিল যে তথায়।
সেইরূপ রূপ গুণে ভূষিত সবায় ॥
বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া সকলে তখনি।
হে অনন্ত তুমিতো বৈষ্ণব চূড়ামণি ॥
কেন অকস্মাত চিত্ত হইল চঞ্চল।
জলে স্থলে ভ্রম কিছু হেরিয়াছ বল ॥
কিসের কারণে তুমি হতেছ ব্যাকুল।
শীঘ্র করি বলে দেও তুমি তার মুল ॥
শুনিয়া তাদের কথা বলি যে তখন।
জলে কিম্বা স্থলে কিছু করি না দর্শন ॥
কোন খানে কিছু আমি করি না শ্রবণ।
বিশ্ব বিমোহিনী মায়া করি যে দর্শন ॥
এমনি মায়ার মোহে মজিয়াছে চিত।
ব্যাকুলি হয়েছি, আমি হয়েছি বিস্মিত ॥
এ জগতে কোন লোক করি না দর্শন।
আছে শক্তি মায়া কার্য্য বুঝিতে কখন ॥
কোথায় রয়েছে এবে সেই পরিবার।
কোথায় রয়েছে পুত্র আর ধনাগার ॥

আহা মরি কিবা হেরি মায়ার স্বভাব।
অতুল ক্ষমতা হয় স্বপ্নবত লাভ॥
এমন সময়ে হেরি মালিনী তখন।
কাছেতে আসিয়া বলে মধুর বচন॥
কিসের কারণে নাথ ব্যাকুল এখন।
কিসের কারণে নাথ করিছ রোদন॥
ক্ষিপ্ত প্রায় কি কারণে হয়েছ এখন।
পূর্ব্বেতে এমন ভাব করি না দর্শন॥
বলিতে২ এক হংস যে তখন।
প্রবোধ দিবার তরে করে আগমন॥
মহাসত্ত্ব হংসবরে করি নিরীক্ষণ।
পাদ্য অর্ঘ্য সকলেতে দিলেন তখন॥
পরে এক বাক্য সবে হইয়া তখন।
জিজ্ঞাসয় কিসে এর ব্যাকুলিত মন॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

হংসবর সব কথা করিয়া শ্রবণ।
আমারে উদ্দেশ করি বলেন তখন॥
হে অনন্ত জরুমতী কোথায় এখন।
মহাবল পঞ্চ পুত্র কোথায় এখন॥
প্রচুর ধন সম্পত্তি কোথায় এখন।
পুত্রের বিবাহে দিনে কোথায় এখন॥
সমুদ্র উত্তর তীর এই স্থান হয়।
কিসের কারণে হেতা বল মহাশয়॥
সপ্তভি বয়েস তব ছিল যে তখন।
ত্রিংশদ বয়েশ হেরি কিসের কারণ॥

এই যে স্ত্রীরত্ন আমি করি দরশন।
কোথা হতে আসিয়াছে বলহ এখন॥
কোন স্থান হতে আমি করি আগমন।
কে আনিল মোরে দেখি বলহ এখন॥
আমি কি ভিক্ষুক হংস কিম্বা কোন জন।
তুমি কি অনন্ত সেই কিম্বা কোন জন॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে হেরি অদ্ভুত মিলন।
এই মাত্র বোধ হয় মায়ার কারণ॥
আমাতে তোমাতে ভাই হয়েছে মিলন।
মনোব্যাথা দূর তুমি করহ এখন॥
প্রলয় কালে পরম ধনের উদর।
মহামায়া অবস্থিতি করে নিরন্তর॥
জগত সংসার লয় হইবে যখন।
পুরুষ প্রকৃতি তিনি করেন স্বজন॥
উভয়ের সংযোগেতে যত জীবগণ।
ধরা ধাম পূর্ণ তারা করে অনুক্ষণ॥
এমনি মায়ার গুণে বদ্ধ জগজ্জন।
আছে ভ্রান্ত নহে শান্ত কিছুতে কখন।
অসার তত্ত্বেতে মজে যত জীবগণ।
আমার২ তারা বলে অনুক্ষণ॥
কে আমার আমি কার আমি কোন জন।
কখন করে না তারা মনেতে ভাবন॥
মনে ভাবে এ জগত মম অধিকার।
মনে ভাবে এই সব মম পরিবার॥
আমার কলত্র পুত্র আমারি এ ধন।

যখন এ দেহ ভার হইবে পতন।
পঞ্চে পঞ্চ ততক্ষণ মিশিবে তখন ॥
গোজাতি নাসিকা বদ্ধ হয়েছে যেমন ;
বিহঙ্গ পিঞ্জর রুদ্ধ রয়েছে যেমন ॥
সেই রূপ আমাদের যত জীবগণে।
মহামায়া বদ্ধ করে রাখে সর্ব্বক্ষণে ॥
জ্ঞান যোগে মায়া যেই করে দরশন ;
সুখ দুঃখে কদাচিত না হয় মগন ॥
অনন্ত মুনির বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময় হলেন দেখ যত নৃপগণ ॥
পুনরায় সমাদরে জিজ্ঞাসা করয়।
কি তপস্যা করিলে যে মোহ শান্তি হয় ॥
ইন্দ্রিয় সংযম হয় কি রূপ প্রকারে।
অনুগ্রহ করি মুনি বলুন সবারে ॥
পরম হংসের বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বৈরাগ্য উদয় হলো সংসারে তখন ॥
তপস্যার্থ বনে আমি করিনু গমন।
নানা বিধ তপ করি সে স্থানে অর্চ্চন ॥
কিন্তু কি মায়ার কার্য্য কে করে বর্ণন।
তপস্যাতে বিঘ্ন যত হয় দরশন ॥
স্ত্রী পুত্রাদি করি আর যত পরিজন।
সদত মনেতে মম হয় উদ্ভাবন ॥
এক দিন মনোমধ্যে হইল উদয়।
ইন্দ্রিয় দমন অগ্রে বিবেচনা হয় ॥
উদ্যত হলেম আমি ইন্দ্রিয় দমনে।
অধিষ্ঠাতৃ দেবতারা বলেন সেক্ষণে ॥

হে অনন্ত অগ্রে কর মনকে দমন।
আমাদের মত হয় করুন শ্রবণ ॥
মনের অধীন মোরা হই সমুদয়।
মনোমত কার্য্য মোরা করি যে নিশ্চয় ॥
যতক্ষণ আছি মোরা ততক্ষণ তুমি।
মোরা গেলে রবে দেখ পড়ে তুমি ভূমি ॥
তখন তোমার আর না রবে চেতন।
তখন অনন্ত তুমি না কবে বচন ॥
বুঝিলাম আছে শক্তি করিতে দমন।
মনকে করিবে তুমি কিসেতে শাসন ॥
তপ জপ কর তুমি কিসের কারণ।
যদি তব নাহি হয় বশীভুত মন ॥
বিষ্ণুভক্তি অগ্রে তুমি করহ আশ্রয়।
মন বশীভুত তব হইবে নিশ্চয় ॥
আধিব্যাধি বিনাশিনী মোক্ষ প্রদায়িনী।
পাপ বিনাশিনী ভক্তি কর্ম্মের ছেদিনী ॥
পাইবে নির্ব্বাণ পদ তুমি মহাশয়।
করহ যেমন কর্ম্ম তব ইচ্ছা হয় ॥
কল্কি দরশনে তুমি করহ গমন।
সাক্ষাত মূরতি তিনি দেব নারায়ণ ॥
যখন তাহারে তুমি করিবে দর্শন।
তৃপ্তি বোধ হবে তব কি কব এখন ॥
এতেক অনন্ত মুনি কহিয়া তখন।
কল্কি প্রণমিয়া করে স্বস্থানে গমন ॥
কল্কি পদ্মা দরশনে যত রাজগণ।
নির্ব্বাণ পাইল সবে করহ শ্রবণ ॥

অনন্তের উপাখ্যান যে করে শ্রবণ।
অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় যে তখন॥
যেই জন শুদ্ধ মনে করয় পঠন।
মুক্তি লাভ হয় তার কে করে বারণ॥
বাসনা নিরত্তি হয় ধর্ম্মে মতি হয়।
ইন্দ্রিয় সংযম হয়, হয় জ্ঞানোদয়॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নির্ব্বাণ পাইল দেখি যত রাজাগণ।
শম্ভলে যাইতে তার হলো দেখ মন।
দেবরাজ কল্কি ইচ্ছা বুঝিয়া তখন।
বিশ্বকর্ম্মা বলি ডাক দেন ততক্ষণ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের বাক্য বিশ্ব যে তখন।
শীঘ্রগতি তার অগ্রে দেন দরশন॥
হে কর্ম্মণ শীঘ্র কর শম্ভলে গমন।
বাটীর নির্ম্মাণ কর প্রভুর কারণ॥
শিল্প কার্য্য যত জান কর তুমি তাই।
হয় নাই হবে নাই বলিলাম ভাই॥
সিংহলে আছেন তিনি শুনহ এখন।
তাহারে বলিয়া তুমি আসিবে তখন॥
দেবরাজ বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ।
আজ্ঞামত করে সেই কর্ম্ম সমাপন॥
কল্কি বলিলেন শুন ওহে শুকবর।
আমার অগ্রেতে তুমি যাও হে সত্বর।
পিতৃ মাতৃ পদে মম জানাবে প্রণাম।
তাঁদের আশাষে মম পুরে মনস্কাম॥

যেই বাটী ইন্দ্রদেব করেন প্রদান।
তাহাদের যেতে তুমি বলো গুণবান॥
আমিও রাজার কাছে লইয়ে বিদায়।
পদ্মা সহ শীঘ্র আমি যাইব তথায়॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শুক যে তখন।
শম্ভলেতে শীঘ্র সেই করে আগমন॥
এদিগে রাজার কাছে কল্কি যে তখন।
স্বদেশে যাইতে ইচ্ছা হয়েছে এখন॥
তারি জন্য তব কাছে করি নিবেদন।
তোমার কাছেতে করি বিদায় গ্রহণ॥
শুনিয়া কল্কির বাক্য সিংহল ভূপতি।
দশ হাজার মাতঙ্গ দেন মহামতি॥
উত্তম লক্ষ ঘোটক দ্বিসহস্র রথ।
বহু মূল্য বস্ত্র আর দাসী দুই শত॥
এ সব যৌতুক দিয়া করেন বিদায়।
রাণীর সহিত রাজা কান্দে উভরায়॥
ক্রমেতে পদ্মার সহ কল্কি যে তখন।
শম্ভল দেশেতে তাঁরা দেন দরশন॥
হেরিলেন দেশ বাসী সবে আনন্দিত।
দিবা নিশি হইতেছে সুধু নৃত্য গীত॥
এ সব হেরিয়া হোল সন্তোষিত মন।
পুর মধ্যে প্রবেশ যে করেন তখন।
পদ্মা সহ পিতৃ মাতৃ চরণ বন্দন।
ভক্তিতে করেন তাঁরা চরণ পূজন॥
আশীষ করেন হেরে বধূর বদন।
হেরিয়া তাদের হোল আনন্দিত মন॥

পুরবাসীগণ হলো আনন্দে মগন।
কেহ বা আনন্দে লাজ করেন বর্ষণ॥
কেহ বা পুষ্প স্তবক ফেলেন তখন।
কেহ পুষ্পমালা করে আনন্দে বর্ষণ॥
এই রূপে সেই দিন হয়ে যায় গত।
সংসার সুখেতে তিনি হয়ে রন রত॥
ক্রমেতে কবির হলো দুইটি সন্তান।
বৃহদ্বাহু বৃহদ্‌কীর্ত্তি হয় অভিধান॥
প্রাজ্ঞের যজ্ঞ ও বিজ্ঞ এ দুই নন্দন॥
সুমন্তেকের বেগবন্ত আর শাসন॥
কল্কির হইল পুত্র জয় ও বিজয়।
সবে দেখ রূপবান গুণবান হয়॥
বিষ্ণুযশা পুত্র পৌত্রে হইয়া বেষ্টিত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ তরে হলেন চেষ্টিত॥
একদা কল্কিরে তিনি করেন জ্ঞাপন।
ওরে বাপ যজ্ঞ তরে ইচ্ছা অনুক্ষণ॥
দিগ্বিজয় হেতু যাত্রা কর বাপধন।
শীঘ্রগতি কর তুমি অর্থ সংগ্রহণ॥
শুনিয়া পিতার বাক্য সেই গুণবান।
সৈন্য লয়ে দিগ্বিজয়ে করেন প্রয়াণ॥
কীকট পুরেতে অগ্রে করেন গমন।
বুদ্ধের আলয় সেই অতি সুশোভন॥
তথাকার প্রজা সব করে পাপাচার।
দেহ অতিরিক্ত আত্মা না করে স্বীকার।
নাহি মানে ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি তথা নাই।
ধন স্ত্রীর কুলের গৌরব তথা নাই॥

পরলোক নাহি মানে পিতৃ ধর্ম্ম হীন।
ইচ্ছা মত পান করে যত অর্ব্বাচীন ॥
কল্কি আগমন কথা করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধেতে বুদ্ধের হলো লোহিত লোচন ॥
দুই অক্ষৌহিনী সেনা লইয়া তখন।
যুদ্ধেতে করেন তিনি নিজে আগমন ॥
ক্ষণ মধ্যে যুদ্ধস্থান হলো সুশোভন।
চারিদিকে অশ্ব রথ আর সেনাগণ ॥
ধ্বজা পতাকাদি দেখ অস্ত্র শস্ত্র আর।
উভয় দলের শোভা অতি চমৎকার ॥
উভয় দলের যোদ্ধা বলে বলবান।
উভয় দলের যোদ্ধা যুদ্ধে গুণবান্ ॥
উভয় দলের যোদ্ধা কৌশলে পণ্ডিত।
উভয় দলের যোদ্ধা শস্ত্রেতে মণ্ডিত ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কেশরী যেমন করে করী আক্রমণ।
বিপক্ষ দলেতে কল্কি করেন তেমন ॥
কল্কির হস্তের বাণ হয় অগ্নি ন্যায়।
বিপক্ষের সেনা সব ভয়েতে পলায় ॥
হেরিয়া এমন ভাব জিন যে তখন।
কল্কিরে করেন তিনি শীঘ্র আক্রমণ ॥
মহারথী জিন শূল করেন বর্ষণ।
তাহাতে কল্কির শীঘ্র হরিল চেতন ॥
অশ্ব হতে শীঘ্র তিনি হলেন পতন।
জিন আসি করে দেখি কল্কিরে ধারণ ॥

ইচ্ছা হলো তার মনে আছাড়িয়া মারে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি সেই তুলিতে না পারে॥
বিশাখযুপ ভূপতি করিয়া ঈক্ষণ।
জিনের উপরে করে গদার পতন॥
গদাঘাত খেয়ে জিন যায় ততক্ষণ।
আপনার রথে সেই করে আরোহণ॥
কিছুক্ষণ পরে হলো কল্কির চেতন।
রক্তবর্ণ আঁখি তাঁর লোহিত বদন॥
ওরে জিন মম বাক্য করহ শ্রবণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া নাহি কর পলায়ন॥
এখনি তোমার আমি সংহারিব প্রাণ।
যত বলিলাম কভু নাহি হবে আন॥
আমি দৈব শুভাশুভ ফল দাতা হই।
আমি ধর্ম্ম আমি কর্ম্ম তোরে আমি কই॥
এই বেলা বন্ধুগণে করহ স্মরণ।
মরিলে কাহার সঙ্গে না হবে দর্শন॥
উচ্চ হাস্য করি জিন কহেন বচন।
আমরা প্রত্যক্ষ বাদী ওরে অভাজন॥
যদি তুই হবি কল্কি ব্রহ্ম সনাতন।
আমার আঘাতে কেন হলি অচেতন॥
ওরে বেটা এই বেলা করহ শ্রবণ।
পিতৃ মাতৃ বন্ধুগণে করহ স্মরণ॥
এই বেলা সকলেরে করহ তোষণ।
শীঘ্র করি যমালয়ে করিব প্রেরণ॥
যত বাণ মারে কল্কি জিন যে তখন।
স্বীয় বাণে খণ্ড খণ্ড করে অনুক্ষণ॥

লাফ দিয়া জিন কেশ করেন ধারণ।
জিনও তাঁহার কেশ করে আকর্ষণ॥
এই রূপে মল্ল যুদ্ধ হলো কিছুক্ষণ।
পদাঘাতে জিন দেখ ত্যজিল জীবন॥
শুদ্ধোদন ভ্রাতৃ বধ করি নিরীক্ষণ।
গদা হস্তে রণভূমে করে আগমন॥
কবি গদা হস্তে দেখ করিয়া ধারণ।
যুঝিবারে তার সহ আসেন তখন॥
উভয়ে উভয়ে করে গদার আঘাত।
উভয়ে উভয়ে দেখ ছাড়ে সিংহনাদ॥
উভয়ে উভয়ে করে বিপক্ষে গর্জ্জন।
উভয়ে উভয়ে করে চরণাস্ফালন॥
এই রূপে কিছুক্ষণ হয় দেখ রণ।
কবিরে জিনিতে শক্ত নহে শুদ্ধোদন॥
আপনারে হীন বল করি নিরীক্ষণ।
মায়াদেবী মনে মনে করয় স্মরণ॥
স্মরণ মাত্রেতে মাতা দেন দরশন।
শুদ্ধের হইল বল বৃদ্ধি যে তখন॥
কবিরে এমন গদা করিল আঘাত।
রণে ভঙ্গ দিয়া সেই যায় অচিরাত॥
আহা কি দেবীর গুণ করে কে বর্ণন।
দৃষ্টি মাত্রে বিপক্ষের বলের হরণ॥
এ দিগে বিপক্ষ সৈন্য করে মহামার।
কল্কির কতেক সৈন্য যায় যমাগার॥
এ রূপ হেরিয়া কল্কি আপনি তখন।
মায়াদেবী প্রতি তিনি ধান ততক্ষণ॥

মায়াদেবী সনাতনে করিয়া দর্শন ।
তাহার অঙ্গেতে তিনি মিশেন তখন ॥
বৌদ্ধগণ সকলেতে করয় রোদন ।
আমাদের ছেড়ে যাও কোথায় এখন ॥
কল্কি যে সৈন্যের সহ ম্লেচ্ছের দমন ।
অবলীলা করে তিনি করেন তখন ॥
সে সময় কিবা রূপ বলিহারি যাই ।
ইচ্ছা করি মরি তার লইয়া বালাই ॥
বামহস্তে ধনু দেখ অতি সুশোভন ।
পৃষ্ঠেতে তূণীর দেখ বাণেতে পূরণ ॥
সুন্দর কবচ করে শরীর রক্ষণ ।
মস্তকে কীরিট তাঁর করয় শোভন ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

এই রূপে শত্রু সৈন্য করেন নাশন ।
ইহার মধ্যেতে হলো আশ্চর্য্য ঘটন ॥
পতি পুত্র হীন হয়ে বৌদ্ধ নারীগণ ।
অস্ত্র ধরে করে সবে যুদ্ধে আগমন ॥
সকলেই হয় দেখ রূপসী কামিনী ।
কটাক্ষেতে মন মোহে গজেন্দ্র গামিনী ॥
কে আছে কঠিন হেন নির্দ্দয় কজন ।
বাণে বিদ্ধ করে কেবা করয় দাহন ॥
কল্কি সহ সৈন্যগণ করি নিরীক্ষণ ।
সুমধুর বচনেতে কহেন বচন ॥
ওলো রূপসীরা কেন এসেছ এখানে ।
কেবা বিদ্ধ করে দেখ তোমাদের বাণে ॥

শুনিয়া তাঁহার কথা যত নারীগণ।
আঁখিজলে ভেসে যায় সবার বদন॥
কোন দোষে পতিহীনা হইনু সবাই।
কোন অপরাধ করি নাই তব ঠাঁই॥
পতি হয় রতি মতি পতি যে জীবন।
পতি হয় ধ্যান জ্ঞান পতি হয় মন॥
সে ধন বিহীন হয়ে কেন করি বাস।
ইচ্ছা করি দেহ ছাড়ি যাই তার পাশ॥
এতেক বলিয়া দেখ যত নারীগণ।
চেষ্টা করে করিবারে করিতে বর্ষণ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ভাব করি যে ঈক্ষণ।
ধনুকে রহিল বাণ না হয় বর্ষণ॥
ইহার মধ্যেতে দেখ যত অস্ত্রগণ।
মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দেয় ততক্ষণ॥
নারীগণে এই কথা কহেন তখন।
সাক্ষাত বিধাতা এই করহ দর্শন॥
ইহারি তেজেতে মোরা যত অস্ত্রগণ।
সবাকার করি মোরা মস্তক ছেদন॥
আমাদের সাধ্য নাহি হবে কদাচন।
কভু না করিতে পারি বিভুর লংঘন॥
ভক্তিযোগে মন দিয়া সকলে এখন।
বিভুরে করহ স্তব ও সুন্দরিগণ॥
তবেত নির্ব্বাণ পদ পাইবে সকলে।
এখন মিশিব মোরা প্রভু পদতলে॥
এতেক বলিয়া যত অস্ত্র শস্ত্রগণ।
দেখিতে দেখিতে কোথা হলো অদর্শন॥

পরেতে রমণীগণ শুদ্ধ মন হয়।
ভক্তিযোগে বিভুর ধ্যানেতে সদা রয়

সত্য সনাতন, বিভু নিরঞ্জন,
অনাদি আদি কারণ।
ওরে মূঢ় মন, শুন রে বচন,
ভাব তাঁরে অনুক্ষণ।
এ ভব দুস্তার, কে করে নিস্তার,
বিনা সেই মহাজন;
কি রূপ তাহার, সাধ্য কি আমার,
বদনে করি বর্ণন॥
নক্ষত্র তপন, চন্দ্র গ্রহগণ,
সদা আজ্ঞাকারী হয়।
ভূচর খেচর, আর জলচর,
সদা তাঁর গুণ গায়॥
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি,
কি করি তার উপায়॥
মোহে মজে মন, ত্যজে সার ধন,
আমি আমি সদা করি।
আমি কি পদার্থ, না জানিয়া স্বার্থ,
মিছে কেন ঘুরে মরি॥
এ সকল যত, দেখছ তাবত,
জানিছ অনিত্য মন।
করি ঘোর বেশ, করিতে নিঃশেষ,
কাল করে আগমন॥

তাই বলি মন, ভাব সারধন,
চরমে হবে নিস্তার।
বিনা সেই জন, অখিল রঞ্জন,
কে করে তোরে উদ্ধার।
এ ভব সমুদ্র, দেহতরী ক্ষুদ্র,
নাহি তাহে কর্ণধার।
বিনা বিশ্বপতি, কে করে নিষ্কৃতি,
সে বিনে কে আছে আর॥
এ রূপ স্তবন, করে নারীগণ,
ভক্তিভাবে সর্ব্বজন।
কল্কি যে তখন, দেন মুক্তিধন,
কৃপা করে বিতরণ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

কীকট হইতে করি অর্থের গ্রহণ।
চক্রতীর্থে সকলেতে করে আগমন॥
সেই স্থানে সকলেতে করিয়া গমন।
স্নান দান করে সবে হয়ে শুদ্ধ মন॥
আহারের আয়োজন সকলে করিল।
এক্ষণে বালখিল্যাদি মুনি দেখা দিল॥
কল্কির কাছেতে আসি যত মুনিগণ।
রক্ষা কর রক্ষা কর নিখিল রঞ্জন॥
নিশাচরী হস্ত হতে করুণ হে ত্রাণ।
তপ জপ বিঘ্ন সেই করে ভগবান॥
কুম্ভকর্ণ পুত্র যে নিকুম্ভ দুরাচার।
কুথোদরী নাম্নী হয় তনয়া তাহার॥

বিকুঞ্জ নামেতে হয় তাহার নন্দন।
ভয়ঙ্কর দেহ তার কে করে বর্ণন॥
হিমালয়ের শিখরে রাখে মস্তদেশ।
নিষধ অচলে সেই রেখে পদদেশ॥
আপনার তনয়েরে করে স্তন দান।
তার ভয়ে ত্যাগ মোরা করি সেই স্থান॥
তোমার কাছেতে নাথ ইহার কারণ।
আসিয়াছি সবে মোরা করুণ রক্ষণ॥
মুনিদের কথা কল্কি করিয়া শ্রবণ।
হিমালয় প্রদেশেতে করেন গমন॥
যাইতেং পথে হেরিলেন নদী।
দুগ্ধবতী হয় সেই অতি স্রোতবতী॥
এরূপ বিস্ময়াকর করিয়া ঈক্ষণ।
মুনিগণে জিজ্ঞাসেন কল্কি যে তখন॥
নর শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বলুন এখন।
মূলদেশ কোথা এর করুন বর্ণন॥
শুনিয়া বিভুর কথা যত মুনিগণ।
কুথোদরী স্তন হতে ইহার জনন॥
প্রতিদিন সাতটা সময়ে গুণবান॥
নিশাচরী পুত্র করে এক স্তন পান।
অন্য স্তন হতে দুগ্ধ শীঘ্র বাহিরায়।
প্রবল বেগেতে দেখ দুগ্ধ ধেয়ে যায়॥
স্বগণ সহিত কল্কি করিয়া শ্রবণ।
বিস্ময় সাগরে সবে হইলু মগন॥
নাহি জানি নিশাচরী কত বল ধরে।
কত বড় হয় সেই বর্ণনা কে করে॥

যেইখানে নিশাচরী করেছে শয়ন।
সেই স্থান দেখাইয়া দেন মুনিগণ॥
দূর হতে সকলেতে করে নিরীক্ষণ।
পর্ব্বত উপরে গিরি করয় শোভন॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঝড় বহে অনুক্ষণ।
কর্ণবিল মধ্যে করে কেশরী শয়ন॥
মৃগকুল কেশ মধ্যে সুখেতে তখন।
স্ববংস্য সহিত সবে করিছে গমন॥
সৈন্যগণ সেই মূর্ত্তি করিয়া দর্শন।
ভয়ে কম্পান্বিত দেহ শুকায় বদন॥
শুষ্ক কাষ্ঠ হইয়াছে না সরে বচন।
এরূপ হেরিয়া কল্কি বাণেতে তখন॥
বরষার ধারা রূপ করেন বর্ষন।
রাক্ষসী শরীর তিনি করেন তাড়ন॥
নিশাচরী বাণে বিদ্ধ হইয়া তখন।
ভয়ানক নাদ করে ব্যাপিল ভুবন॥
একই নিশ্বাসে কল্কি সহ সৈন্যগণ।
আপনার উদরেতে পূরিল তখন॥
ভগবান করবাল হস্ততে গ্রহণ।
করিয়া করেন তার উদর চিরণ॥
নিশাচরী সেই বারে ত্যজিল জীবন।
পাইল নির্ব্বাণ পদ বিধির ঘটন॥
সৈন্যগণ শীঘ্রগতি তবে বাহিরায়।
নির্ব্বিঘ্ন শরীর হয় মরি হায় হায়॥
মাতার বিনাশ হেরি বিকুঞ্জ তখন।
ক্রোধেতে পূরিল তার দেহ তৎক্ষণ॥

সুধু হস্তে সৈন্যগণে করয় প্রহার।
সেই ঘায়ে কতকেতে যায় যমাগারে।
ব্রহ্মাস্ত্র হানেন কল্কি তাহার উপরে॥
শীঘ্রগতি গেল সেই শমন গোচরে।
সেই দিন সেই স্থানে করিয়া যাপন॥
পর দিনে গঙ্গাতীরে করেন গমন।
বহু২ মুনিগণে হেরেন নয়নে।
স্নান দান করে সবে অতি শুদ্ধ মনে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সেই স্থানে মুনিগণে হেরি সমাগত।
পূজা করিলেন সকলেরে বিধি মত॥
পরে সুখাশন সবে করিলে গ্রহণ।
মধুর বচনে কল্কি করেন তোষন॥
হে মহর্ষি সকলেরে হেরি অগ্নিপ্রায়।
কি কারণে আপনারা এসেছ হেথায়॥
কত পূর্ণ করিয়াছি জন্ম জন্মান্তরে।
তাতেই সকলে হেরি আমার গোচরে॥
সার্থক হইনু আমি সার্থক জীবন।
বহুবিধ পুণ্য ফলে হেরিল নয়ন॥
শুনিয়া তাহার কথা যত মুনিগণ।
কর যোড়ে সকলেতে করয় স্তবন॥
অখিল জগত নাথ মনোরথ পতি।
দীননাথ দীনবন্ধু অগতির গতি॥
তোমার সৃজিত সব তব শ্রষ্টা নাই।
তুমি রতি গতি মতি তব শ্রেষ্ঠ নাই॥

কৃপাসিন্ধু কৃপা কণা করুণ অর্পণ।
আধিব্যাধি বিমোচন নিত্য নিরঞ্জন॥
এই স্তব করিলেন যত মুনিগণ।
শুনিয়া কল্কির হলো সন্তোষিত মন॥
মুনিবর্গ কেবা এঁরা হয় দুই জন।
তোমাদের অগ্রে দাণ্ডাইয়া অনুক্ষণ॥
তপস্বী আকার দোঁহে করিয়া ধারণ।
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি হেরি যে তেমন॥
হর্ষ ভরে নাচিতেছে এঁদের হৃদয়।
কেবা এঁরা কোন জন কহ মহাশয়॥
মুনিগণ কল্কি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
মরু ও দেবাপি চন্দ্র সূর্য্যের বর্দ্ধন॥
জিজ্ঞাসা করুন সবিস্তার বিবরণ।
জিজ্ঞাসিলে অবশ্য বলিবে দুই জন॥
ইতি মধ্যে মরু দেখ আপনি তখন।
কর যোড়ে কল্কি অগ্রে করেন জ্ঞাপন॥
তুমি হও সনাতন সর্ব্ব অন্তর্যামী।
তুমি হও ওহে বিভু জগতের স্বামী॥
তোমার অজ্ঞাত নাথ কিছু হেরি নাই।
মম বিবরণ আমি বলি তব ঠাঁই॥
ব্রহ্মা পুত্র মরীচির একই নন্দন।
তাঁর নাম মনু হয় করুন শ্রবণ॥
তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু অতি যশস্কর।
যুবনাশ্ব হয় দেখ তাঁর বংশধর॥
তাঁহার পুত্র মান্ধাতা বলে বলবান।
তাঁর পুত্র পুরুকুৎস কভু নহে আন॥

পরে ত্রসদস্যু পরে অনরণ্য হয়।
পরেতে হর্য্যশ্ব হয় সকলেতে কয়॥
ত্র্যরুণ নামেতে হয় সন্তান তাঁহার।
তাঁহার পুত্র ত্রিশঙ্কু কি কহিব আর॥
তাঁর পুত্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাতাপন্ন অতি।
তাঁর নন্দন হরিত হয় মহামতি॥
ভরুক নামেতে হয় তাঁহার তনয়।
তাঁর সুত বৃক হয় ওহে মহাশয়॥
মহারাজা সগর যে নন্দন তাঁহার।
অংশুমান হয় অসমঞ্জের কুমার॥
দিলীপ তাঁহার পুত্র পরে ভগীরথ।
তাঁহার নন্দন নাভ বিখ্যাত জগত॥
সিন্ধুদ্বীপ হয় দেখ তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র অযুতায়ু কি কব বচন॥
তাঁর পুত্র ঋতুপর্ণ পরেতে সুদাস।
তাঁহার তনয় হয় নামেতে সৌদাস॥
মূলক তাঁহার সুত পরে দশরথ।
তাঁর সুত ঐলবিল হয় মহারথ॥
বিশ্বসহ নামে হয় তাঁহার নন্দন।
তাঁহার পুত্র খট্টাঙ্গ বিখ্যাত ভুবন॥
তাঁর পুত্র রঘু তাঁর পুত্র অজ হয়।
তাঁর পুত্র দশরথ মহা যোদ্ধা হয়।
আপনি শ্রীরাম হন তাঁহার নন্দন।
কল্কি কন রাম কথা করহ বর্ণন।
ব্রহ্মার বাক্যেতে দেখ দেব সনাতন।
চারি অংশে করিলেন জনম গ্রহণ॥

ভরত শত্রুঘ্ন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চারি অংশে হয় দেখ ভাই চারিজন॥
শৈশব কালেতে দেখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিশ্বামিত্রের সাহায্যে ভাই দুই জন॥
যজ্ঞ বিঘ্নকারি হয় নিশাচরগণ।
শমন সদনে সবে করেন প্রেরণ॥
বিশ্বামিত্র সহ পরে করেন গমন।
হরের ধনুক আছে যথায় স্থাপন॥
হেলাতে ধনুকে গুণ করিয়া প্রদান।
লভেন অতুল কীর্ত্তি আর বহু মান॥
পরে সেই ধনু তিনি করিয়া গ্রহণ।
ভাঙ্গিয়া দিলেন ফেলে কি কব বচন।
তাহার ধ্বনিতে পূরে ছিল ত্রিভুবন।
যে শব্দে জামদগ্নির উচাটিত মন॥
জনকের হয়েছিল আনন্দ উদয়।
যেই স্থানে মৈথিলীর পতি স্থির হয়॥
পরে দশরথে শীঘ্র করি আনায়ন।
রাম সহ জানকীর বিবাহ ঘটন॥
এক দিনে বিভা করেছিল চারিজন।
পরে স্বীয় দেশে সবে করেন গমন॥
দশরথ মন্ত্রি সহ করিয়া মন্ত্রণা।
রামে রাজ্য দিতে সবে হয় এক মনা॥
যখন হইল স্থির সবাকার মন।
অভিষেক দ্রব্য সবে করে আয়োজন॥
কেকয়ী মহিষী সেই করিয়া শ্রবণ।
কুঁজী সহ কুমন্ত্রণা করেন তখন॥

রাজার কাছেতে রাণী করেন জ্ঞাপন।
দুইবর প্রাপ্য মোর দেহ হে এখন ॥
এক বরে ভরতে করুণ রাজ্য দান।
আর বরে বনবাস রামের বিধান ॥
মহাগুরু পিতৃবাক্য করিতে রক্ষণ।
লক্ষ্মণ মৈথিলী সহ অরণ্যে গমন ॥
পথি মধ্যে গুহকের সহ দরশন।
সখ্য ভাবে দেন রাম তারে আলিঙ্গন ॥
আহা কি বন্ধুতা হেরি ভাব মনোহর।
রামেতে গুহকে দেখ কতই অন্তর ॥
অস্পর্শ চণ্ডাল জাতি কে করে স্পর্শন।
তারে কোল দেন দেখ কমল লোচন ॥
ধন্যরে বন্ধুত্ব তোরে বলিহারি যাই।
ইচ্ছা করি মরি তব লইয়া বালাই ॥
তার গৃহে পরে তাঁরা করেন গমন।
পরে পঞ্চবটী বনে করেন গমন ॥
সেই স্থানে ভরত শত্রুঘ্ন দুই জন।
রামের অগ্রেতে আসি দেন দরশন ॥
কর যোড়ে তাঁর কাছে করেন জ্ঞাপন।
কোন দোষে ভাই মোরে করিছ বর্জ্জন ॥
কোন দোষে রাজ্য পাঠ করিয়াছ ত্যাগ।
কোন দোষে জটাধারী কহ মহাভাগ ॥
তোমার রাজত্ব হয় তোমারি কিঙ্কর।
দুই জনে আজ্ঞা কর ওহে গুণাকর ॥
তব অদর্শনে ভ্রাত করুন শ্রবণ।
মহাগুরু পিতা শোকে ত্যজেন জীবন ॥

বজ্রাঘাত সম বাক্য করিয়া শ্রবণ।
নয়নের জলে বক্ষঃ ভাসে সেইক্ষণ ॥
কিছুক্ষণ পরে শোক করি নিবারণ।
ভরতের প্রতি কন মধুর বচন ॥
পিতৃ আজ্ঞা রক্ষা আমি করি ওহে ভাই।
তোমার কাছেতে তাই এই ভিক্ষা চাই ॥
তোমার প্রণয়ে ভাই দেখ মম মন।
হর্ষ দুঃখে নাচিতেছে নাহি নিবারণ।
এখন রাজত্ব তুমি কর গুণধাম।
তাহা হলে আমার যে পুরে মনস্কাম ॥
এতেক বলিয়া তাঁরে দিলেন বিদায়।
বনবাসে তাহাদের কাল কেটে যায় ॥
স্বর্পনখা নাম্নী হয় রাবণ ভগিনী।
রাম লক্ষ্মণের রূপ হেরে সেই ধনী ॥
কামেতে মোহিত হয়ে বলয় বচন।
তার নাক কান কেটে দিলেন লক্ষ্মণ ॥
খর দূষণের সহ হইল সমর।
রামের বাণেতে তারা যায় যম ঘর ॥
রাবণের যুক্তিতে মারীচ নিশাচর।
কনকের মৃগ হয়ে আসে যে সত্বর ॥
সীতার হইল মন মৃগেরে লইতে।
রামচন্দ্র তার পিছে গেলেন ত্বরিতে ॥
রামের হইলে দেরি লক্ষ্মণ তখন।
রাম অন্বেষণে তিনি করেন গমন ॥
দশানন পেয়ে দেখ এই অবসর।
সীতা হরে লয়ে সেই গেল যে সত্বর ॥

পরে মৃগ বধ করি রাম তার পর।
আসিছেন গৃহদিগে অতি দ্রুততর॥
পথি মধ্যে লক্ষ্মণের সহ দরশন।
সীতা ছেড়ে কেন ভাই এসেছ এখন।
দ্রুতগতি চল ওহে প্রাণের লক্ষ্মণ।
তৃপ্ত হই গিয়া হেরে সীতার বদন॥
গৃহেতে আসিয়া হেরি গৃহে সীতা নাই।
সমুদয় বনে খুঁজে দুইজন ভাই॥
তখন রামের দেখ ভাসে দুনয়ন।
বিলাপে সন্তপ্ত হলো যত ঋক্ষগণ॥
শোক ভরে দেখ তবে ভাই দুই জন।
চারিদিগে করিছেন সীতা অন্বেষণ॥
পথি মধ্যে জটায়ুর সহ দরশন।
ছিন্ন পক্ষ মৃতকল্প হয়েছে তখন॥
তাহার কাছেতে তাঁরা শুনেন সংবাদ।
সীতা হরে লয়ে গেছে রাক্ষসের নাথ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া তার পর।
ঋষভ অচলে তাঁরা চলেন সত্বর॥
সেই স্থানে হনুমান সুগ্রীব বানর।
আর তিন জন কপি গুণে গুণাকর॥
রামচন্দ্রে হেরি তারা করয় স্তবন।
আমাদের ত্রাণ কর শ্রীমধুসূদন॥
বালি ভয়ে গৃহ ত্যাগ করি মহাশয়।
তার বধ হলে আমাদের ত্রাণ হয়॥
শুনিয়া তাদের কথা রাম যে তখন।
বালিরে পাঠান তিনি শমন সদন॥

সীতার উদ্দেশে গেল পবন নন্দন।
সাগর লঙ্ঘিয়া সেই করে অন্বেষণ ॥
লঙ্কাপুর মধ্যে সেই করিয়া গমন।
অশোক বনেতে সীতা করি দরশন ॥
লঙ্কা মধ্যে করে সেই রাক্ষস সংহার।
লঙ্কা দগ্ধ করে বিঘ্ন ঘটায় অপার ॥
তথা হতে শীঘ্র সেই করে আগমন।
রামচন্দ্রে করে হনু সংবাদ জ্ঞাপন ॥
পরে রাম করিলেন সমুদ্র শোষণ।
পরেতে হইল দেখ সাগর বন্ধন ॥
ইতি মধ্যে বিভীষণ আসিয়া ত্বরিত।
শরণ লইল তাঁর হয়ে ভীত চিত ॥
অসংখ্য বানর পার হইয়া সাগর।
রাম লক্ষ্মণাদি আর সুগ্রীব বানর ॥
পরে রাক্ষসের সহ যুদ্ধ যে অপার।
বানর রাক্ষস মরে গণা হোল ভার ॥
মকরাক্ষ নিকুম্ভ প্রহস্ত নিশাচর।
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজীত যায় যম ঘর ॥
তার পর নিজে দেখ লঙ্কার রাবণ।
ভূরি সৈন্য লয়ে রণে আসে যে তখন ॥
ব্রহ্মার বরেতে দেখ রাবণ রাজার।
কাটা মাথা যোড়া লাগে স্কন্ধেতে তাহার ॥
পরেতে অমোঘ অস্ত্র করিয়া ধারণ।
রাবণের উপরেতে করেন ক্ষেপণ ॥
সেই বাণে মরে দেখ রাজা দশানন।
রথেতে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥

পরীক্ষা হইল দেখ পরেতে সীতার।
বিভীষণ হলো রাজা পরেতে লঙ্কার ॥
পরেতে পুষ্পাক রথে করি আরোহণ।
অযোধ্যায় রামচন্দ্র করেন গমন ॥
পথিমধ্যে গুহকের সহ দরশন।
উভয়ে করেন দেখ মধুরালাপন ॥
তার পর বাটী মধ্যে করিয়া গমন।
অগ্রে কেকয়ীর করি চরণ বন্দন ॥
রাজ শাসনের ভার করিয়া গ্রহণ।
সুখেতে করেন রাম সময় যাপন ॥
বিনা দোষে রাম করি সীতারে বর্জ্জন।
বন মধ্যে হলো দেখ তুইটী নন্দন ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করেন যখন।
লব কুশ সহ দেখা হইল তখন ॥
পরেতে সীতাকে তিনি করি আনয়ন।
পরীক্ষা চাহেন রাম সীতার তখন ॥
ইহার মধ্যে সীতার পাতালে গমন।
তার পরে রাম চন্দ্র ভাই তিন জন ॥
লব কুশে রাজা করি অযোধ্যা নগরে।
চারি ভাই গেল দেখ বৈকুণ্ঠে সত্বরে ॥
রামচন্দ্রের চরিত্র অতি মনোহর।
মুক্তি লাভ হয় যেই শুনে নিরন্তর ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

অতিথি নামেতে হয় কুশের নন্দন।
নিষধ তাঁহার পুত্র ভকত রঞ্জন ॥

পরে পুণ্ডরীক পরে ক্ষেমধন্বা হয়।
পরে দেবনীক, তাঁর পুত্র হীন হয়॥
হীন পুত্র পারিপাত্র জানে সর্ব্বজন।
তাঁর সুত বলাহক অতি সুশোভন॥
পরে অর্ক, তাঁর সুত বজ্রনাভ হয়।
পরেতে খগণ, পরেতে বিভুতি হয়॥
হিরণ্যনাভের পরে হয়তো উদ্ভব।
তাঁর পুত্র পুষ্প, তাঁর পুত্র হয় ধ্রুব॥
পরেতে স্যন্দন, অগ্নিবর্ণ তাঁর সুত।
তাঁহার তনয় শীঘ্র রূপেতে অদ্ভুত॥
শীঘ্রের নন্দন আমি শুন মহাশয়।
মম নাম মরু হয় কেহ বুধ কয়॥
সুমিত্র বলিয়া কেহ করে সম্বোধন।
কালাপ গ্রামেতে তপ করি অনুক্ষণ॥
ব্যাসদেব মুখে শুনি তব অবতার।
হেরিতে আইনু তাই চক্ষে আপনার॥
চক্ষে হেরি আপনার চরণ কমল।
বিনষ্ট হয়েছে মোর কলুষ সকল॥
ওহে মরু তব বংশ শুনিনু সকল।
দেবাপীকে কহেন যে পরিচয় বল॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম হয় গুণধাম।
আমার ভাগ্যেতে বিধি হইয়াছে বাম॥
পিতামহ নাম হয় দিলীপ বলিষ্ঠ।
প্রতীপক পিতৃ নাম ধর্ম্মেতে ধর্ম্মিষ্ঠ॥
শান্তনুর হস্তে করি রাজত্ব প্রদান।
কালাপ গ্রামেতে তপ করি সমাধান॥

তব অবতার আমি হইয়াছি জ্ঞাত।
হেরিবারে আসি তাই ত্রিভুবন তাত॥
শুনিয়া কহেন কল্কি মধুর বচন।
আনন্দ সাগরে ভাসে দোঁহাকার মন॥
দিগ্বিজয় হেতু আমি ফিরি দেশ২।
কলির নিগ্রহে আমি ধরি যুদ্ধ বেশ॥
তোমরাও যুদ্ধ বেশ করিয়া ধারণ।
সেনাপতি হয়ে কর শত্রুর শাসন॥
ইহার মধ্যেতে আসে দুই খানি রথ।
আকাশ হইতে দেন দেবগণ যত॥
বিবিধ অস্ত্রেতে রথ পূর্ণ হয়ে ছিল।
সূর্য্য তুল্য রথ জ্যোতি দীপ্তীশালী ছিল॥
সৃষ্টিকর্ত্তা এ রূপ করেছেন বিধান।
তোমরা ভুপতি হবে ওহে মতিমান॥
এখন এ রথে দোঁহে করি আরোহণ।
আমার সঙ্গেতে চল যুদ্ধের কারণ॥
অনন্তর এক জন মস্করী তথায়।
দূর হতে আসে সেই তারে দেখা যায়॥
সোণার বরণ হস্তে দণ্ড শোভমান।
সুচারু চীর বসন অঙ্গে পরিধান।
যেই খান দিয়া সেই আসিছে তখন।
বোধ হয় সেই স্থান হতেছে দাহন॥
গলে যজ্ঞসূত্র তার অতি সুশোভন।
সনক কুমার সম সুন্দর বদন॥

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ভগবান কল্কি তারে করিয়া দর্শন।
সভাসদ সহ তিনি দাঁড়ান তখন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করি অভ্যর্থনা।
কুশাসনে বসাইয়া করেন অর্চ্চনা॥
পরে সুমধুর বাক্য কহেন তখন।
কোথা হতে আপনার হয় আগমন॥
ব্রহ্মণ হেরিয়া তব মোহন মুরতি।
সন্তুষ্ট হয়েছে মন ওহে মহামতি॥
আপন সদৃশ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল।
কত পুণ্যে হেরি তব চরণ কমল॥
কাহার কাছেতে তুমি করিবে গমন।
আপন বৃত্তান্ত শীঘ্র করুন বর্ণন॥
সত্যযুগ মম নাম ভৃত্য যে তোমার॥
তোমার দর্শন হেতু আসি গুণাধার।
নিরুপাধি কাল তুমি হে মধুসূদন।
তোমার আজ্ঞাতে চলে দণ্ড আদি ক্ষণ॥
তোমার আজ্ঞাতে ছয় ঋতু সম্বৎসর।
চতুর্দ্দশ মনু হয় তব আজ্ঞাধর॥
তোমারি সৃজিত যত ত্রিলোক ভুবন।
দিননাথ শশধর তোমারি সৃজন॥
কলির তাড়নে আমি ওহে গুণাকর।
আপন আকার ঢাকি ফিরি নিরন্তর॥
তব পাদপদ্ম আমি হেরিয়া নয়নে।
কলির বিনাশ হবে হইতেছে মনে॥

তোমার সাহায্যে নাথ স্থাপিত হইব।
আজ্ঞাকর কিবা করি কোথায় যাইব ॥
শুনিয়া যুগের কথা করুণা নিধান।
কলির দমন অগ্রে করিব বিধান ॥
আমার সঙ্গেতে চল যুঝিবার তরে।
অস্ত্র শস্ত্র লও তুমি স্বীয় সঙ্গে করে ॥

বিংশতি অধ্যায়।

শুনিয়া কল্কির কথা যত সভ্যগণ।
যুদ্ধ হেতু সুসজ্জিত হইল তখন।
কল্কি নিজ ঘোটকেতে করি আরোহণ ॥
কলির দমন হেতু করেন গমন।
স্বগণ ব্রাহ্মণ দেখ এমন সময়।
দ্রুতগতি আসিতেছে হেন মনে লয় ॥
কল্কির কাছেতে দেখ আসি সেই জন।
হেরে তারে কল্কিদেব করেন অর্চ্চন ॥
হে ব্রহ্মণ কোথা হতে এসেছ্‌ হেথায়।
কি কারণে হেরি ক্ষীণ পূণ্য গ্রহ স্থায় ॥
এ সকল লোক কেন হেরি আমি দীন।
এ সকলে কেন হেরি নিজ বাস হীন ॥
কল্কির সকল বাক্য শুনিয়াতো ধর্ম্ম।
কাতর হইয়া কহে স্মরে পূর্ব্ব শর্ম্ম ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন ওহে গুণধাম।
সত্য আদি সঙ্গে দেখ ধর্ম্ম মম নাম ॥
তব বক্ষঃস্থল হতে হইয়াছে জন্ম।
সব দেহী আমা হতে পায় নিজ কর্ম্ম ॥

আমি হই অমরের সদত আশ্রয়।
হবো কব্যে কামধেনু আমি মহাশয়॥
পূর্ব্বেতে সবার ছিল ধর্ম্ম কর্ম্মে মন।
কোথায় গিয়াছে তার নাহি নিদর্শন॥
এখন কলির বলে হয়ে পরাজিত।
গোপনেতে ফিরি সদা ভয়ে ভীত চিত॥
তুমি হও জগতের সর্ব্ব মূলাকর।
কোন কর্ম্ম করি নাথ তাই আজ্ঞা কর।
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা বলেন তখন।
ওহে ধর্ম্ম শুন তুমি আমার বচন॥
কীকট দেশেতে যত ছিল বৌদ্ধগণ।
তাহাদের চিহ্ন কিছু নাহিক এখন॥
ব্রহ্মবাক্যে করিয়াছি জনম গ্রহণ।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছ সর্ব্বক্ষণ॥
মরু ও দেবাপী হের দুই নরপতি।
সূর্য্য চন্দ্র বংশ দোহে সদা ধর্ম্মে মতি॥
শাসনের কর্ত্তা আমি আছি উপস্থিত।
ভয়ের কারণ তব নাহি হেরি স্থিত॥
এখন কলির সহ যুদ্ধের কারণ।
আমার সঙ্গেতে তুমি করহ গমন॥
এতেক বলিয়া সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণ।
বিশাল পুরেতে গিয়া দেন দরশন॥
কলি রাজ্য পাট দেখ হয় সেই স্থান।
যুদ্ধার্থ কল্কি তাহারে করেন আহ্বান॥
তাহারও সঙ্গে আসে বহু সৈন্যগণ।
ক্রোধ লোভ আদি করি সহচরগণ॥

কাম্বোজ বর্ব্বর খশ কোল আদি যত।
যুদ্ধ স্থানে দরশন দিল শীঘ্রগত॥
কোক ও বিকোক হয় দুই সহোদর।
ব্রহ্মার বরেতে তারা হয় ভয়ঙ্কর॥
দুই ভাই হয় দেখ এক গুণ রূপ।
দুই ভাই যুদ্ধ করে অতি অপরূপ॥
ত্রিলোক বিজয়ী তারা জানে সর্ব্বজন।
নিজ সৈন্য লয়ে করে যুদ্ধে আগমন॥
দুই দলে কিছুতেই নহে ন্যুনাধিক।
দুই দলে সমলোক কি কব অধিক॥

একবিংশতি অধ্যায়।

এই রূপে দুই দলে হইয়া সজ্জিত।
দুই দলে যুদ্ধ দেখ ঘটিল ত্বরিত॥
ধর্ম্মের সহিত কলি যুঝে যে তখন।
আহা কি অদ্ভুত রণ কে করে বর্ণন॥
কত অস্ত্র সেই স্থানে হয় আর্বির্ভুত।
কত অস্ত্র সেই স্থানে হয় তিরোহিত॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় সকলেই কয়।
কলির ভাগ্যেতে দেখ সেই রূপ হয়॥
ধর্ম্মের বাণেতে দেখ কলি যে তখন।
আপন বাহন গাধা করিয়া বর্জ্জন॥
রণ হতে শীঘ্রগতি করে পলায়ন।
সত্যের বাণেতে দম্ভ করে পলায়ন॥
প্রসাদের সহ লোভ করে দেখ যুদ্ধ।
প্রসাদ লোভের লাথি মারে হয়ে ক্রুদ্ধ।

পরিত্যাগ করে লোভ কুক্কুর বাহন।
শোণিত বমন করি করে পলায়ন ॥
এ রূপ কলির দেখ সেনাপতিগণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া সব করে পলায়ন ॥
কেবল কোক বিকোক করে দেখ রণ।
গদা যুদ্ধ করে কল্কি তাদের তখন ॥
মারে গদা একেবারে ভাই দুইজন।
তাহে কল্কি শীঘ্রগতি হন অচেতন ॥
ভূমেতে পড়েন তিনি হারাইয়া জ্ঞান।
কিছুক্ষণ পরে তবে সংজ্ঞা তিন পান ॥
তখন ক্রোধেতে তাঁর লোহিত লোচন।
বিকোকের করিলেন মস্তক চ্ছেদন ॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য সবে করি নিরীক্ষণ।
কোকের ঈক্ষণে সেই পাইল জীবন ॥
হায় কি অদ্ভুত বল কে করে বর্ণন।
মৃত্যু ব্যক্তি কে কোথায় পেয়েছে জীবন ॥
এই রূপ ভগবান করিয়া দর্শন।
গদাঘাতে ভাঙ্গে মাথা কোকের তখন ॥
বিকোক তাহারে তবে করে নিরীক্ষণ।
সুস্থ কায় হলো তার পাইল জীবন ॥
এরূপ হেরিয়া কল্কি চিন্তিত হইল।
আপনার অশ্বে গিয়া শীঘ্র আরোহিল ॥
বাণ বৃষ্টি করি দেখ দোঁহার উপর।
বিনা মেঘে অন্ধকার ঘটিল সত্বর ॥
তাহারাও খড়্গ চর্ম্ম করিয়া ধারণ।
সমুদয় বাণ তাহে করে নিবারণ ॥

আশ্চর্য্য শিক্ষা নৈপুণ্য কে করে দর্শন
কল্কির যতেক বাণ করে নিবারণ ॥
এই রূপ কল্কি তবে করিয়া দর্শন।
ক্ষুরধার বাণ করে নিলেন তখন ॥
ওহে বাণ শুন তুমি আমার বচন।
দেব অরি শীঘ্র তুমি করহ দমন ॥
অদ্য হতে দেবগণ সুস্থির হউক।
অদ্য তব ক্ষুর ধারে কুজন মরুক ॥
এতেক বলিয়া বাণ ছাড়েন তখন।
কুজনার মুণ্ড কাটি ফেলেন তখন ॥
কল্কি পরিশ্রম যত বিফল হইল।
কাটা মুণ্ড স্কন্ধে দেখ যোড়া যে লাগিল
উপহাস করে তবে ভাই দুই জন।
এই মুখে আসিয়াছ দমন কারণ ॥
এই মুখে আসিয়াছ যুদ্ধের কারণ।
এই মুখে আসিয়াছ জয়ের কারণ ॥
ওরে বেটা জানা গেছে ধর যত বল।
এতেক বলিয়া তারা ধরে তবে ভল ॥
সেই ঘায়ে কল্কি তবে হন অচেতন।
হরিষে দুভাই নৃত্য করে ততক্ষণ ॥
যতেক বিপক্ষগণ হরিষ হইল।
কল্কি পক্ষ যত সব চিন্তিত হইল ॥
ব্রহ্মলোক হতে ব্রহ্মা করিয়া দর্শন।
নামিয়া এলেন তিনি শুন ততক্ষণ ॥
নিজ হস্তে করে তাঁর গাত্রের মার্জ্জন।
তাহে শীঘ্র তিরোহিত হলো অচেতন।

মধুর বচনে ব্রহ্মা কহেন বচন।
আমার বরেতে প্রভু এই দুইজন॥
অস্ত্রে শস্ত্রে কভু নাহি মরিবে এখন।
উঁহাদের বধোপায় করুন শ্রবণ॥
এককালে দুই মাথা করিয়া ধারণ।
পরস্পর আঘাতেতে মৃত্যুর ঘটন॥
এতেক শুনিয়া কল্কি ব্রহ্মার বচন।
আদেশানুযায়ি কর্ম্ম করেন তখন॥
তাহে দুজনার শীঘ্র বাহিরয় প্রাণ।
ব্রহ্মা বাক্য কোন কালে হইয়াছে আন॥
কোক বিকোকের মৃত্যু হইল যখন।
আকাশেতে নৃত্য করে যত সিদ্ধগণ॥
পুষ্প বরিষণ করে যত দেবগণ।
স্তব স্তুতি করে দেখ যত মুনিগণ॥
প্রসন্ন হইল দেখ যত দেবগণ।
দুন্দুভি শব্দেতে দেখ পূরিল ভুবন॥
এই রূপে যুদ্ধ দেখ হলো সমাধান।
ভল্লাট নগরে সবে করেন প্রয়ান॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

ভল্লাট নগর হয় অতি মনোহর।
শশিধ্বজ তথাকার হয় নৃপবর॥
বিষ্ণুভক্ত অতিশয় ছিলেন রাজন।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক শান্ত দান্ত মহাজন॥
সুশান্তা তাহার পত্নী সাধ্বী সতী অতি।
রূপে গুণে আছিলেন প্রায় স্বরস্বতী॥

পত্নি সহ যোগবল করিয়া তখন।
মনেরে জানিল সেই দেব নারায়ণ ॥
সুশান্তা পতিরে তবে করি সম্বোধন।
আমার বচন শুন অবনী ভুষণ ॥
জগতের নাথ কল্কি কৃপার সাগর।
কি রূপে তাহার সহ করিবে সমর ॥
শশিধ্বজ বলে প্রিয়ে শুনহ এখন।
কিবা গুরু কিবা শিষ্য কিম্বা সনাতন ॥
রণেতে যাঁহারে পাবে মারিবে তখন।
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম এই করহ শ্রবণ ॥
রণস্থলে হারি যদি তাহে নাহি লাজ।
শীঘ্র গিয়া বিহারিব দেবের সমাজ ॥
যদিস্যাত জিতি আমি তাহে নাহি দুঃখ।
পৃথিবীর ভোগী তবে সমুদয় সুখ ॥
জাতিতে ক্ষেত্রিয় আমি ধরার রাজন।
অবশ্য হরির সহ করিব যে রণ ॥
সুশান্তা বলেন ভুপ শুনিনু এখন।
নিস্কাম আপনি হও অবনী ভুষণ ॥
অপ্রদ শুনেছি আমি নিখিলরঞ্জন।
কি প্রকারে যুদ্ধে দেখি দোঁহার মিলন ॥
ওলো ধনি প্রণয়িনী করহ শ্রবণ।
ভল্লাট নগরে কিসে হয় আক্রমণ ॥
কামাদি দৈহিক গুণে কল্কি বশীভুত।
আমরা না কেন তবে হব বশীভুত ॥
মায়া হেতু হই দেখ সেব্য ও সেবক।
বস্তুতঃ পদার্থ দেখ হয় কিন্তু এক ॥

এখন সৈন্যর সহ করিব সমর।
তুমি ধ্যান কর সতী বিভুরে সত্বর ॥
সুশান্তা বলেন রাজা তুমি মহামতি।
কল্কি সহ যুদ্ধে জয়ী হবে শীঘ্রগতি ॥
ভক্তাধীন ভগবান জানে সর্ব্বজন।
ভকতের বশ তিনি হন সর্ব্বক্ষণ ॥
জানিলে তোমার মন অখিলরঞ্জন।
পরাজয় মাগি তিনি লবেন তখন ॥
শুনিয়া রাণীর কথা ধার্ম্মিক রাজন।
রাজ্য মধ্যে ঘোষণা দিলেন সেইক্ষণ ॥
স্বদেশ হিতৈষী যত মম পুত্রগণ।
বিপদেতে রাজ্য রক্ষা করহ এখন ॥
স্বাধীনতা হরিবার তরেতে এক্ষণ।
আসিয়াছে কল্কি দেশ সঙ্গে সৈন্যগণ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা আদি আছ যত জন।
আসিয়া সকলে কর অস্ত্রের ধারণ।
সূর্য্যকেতু রাজপুত্র বিদ্বান্ সুধীর।
বৃহত্কেতু তার ভ্রাতা যুদ্ধে মহাবীর ॥
সঙ্গেতে চলিল যত সেনাপতিগণ।
আপনি চলিল ভূপ সমর কারণ ॥
গুরু শিষ্যে যুদ্ধ হবে যত দেবগণ।
আকাশ পথেতে থাকি করেন ঈক্ষণ ॥
উভয় দলেতে পরে লেগে গেল যুদ্ধ।
উভয় দলেতে অস্ত্র হানে হয়ে ক্ষুব্ধ ॥
ছিন্ন পদ ছিন্ন বাহু ছিন্ন যে লোচন।
উভয় দলের সৈন্য হয় নিপাতন ॥

কল্কির কতক সৈন্য করে পলায়ন।
বিষ্ণুভক্ত সেনা সহ যুঝে কতক্ষণ॥
সূর্য্যকেতু বাণ মারে মরুরে তখন।
বাণ খেয়ে শাম্ব সেই হলো অচেতন॥
দুই ভাই মারে বাণ দেবাপী উপর।
তাহাতে চেতন তার যায় শীঘ্রতর॥
এমন সময় দেখ আপনি রাজন।
রণ মধ্যে রথ হতে করেন দর্শন॥
সূর্য্য তেজ তুল্য হেরি কল্কি কলেবর।
মস্তকে কিরীট তাঁর অতি মনোহর॥
আজানুলম্বিত দেখি হয় বাহুদ্বয়।
মণি দ্বারা বিভুষিত হয় গাত্রময়॥
বিশাখ ভুপতি পৃষ্ঠ করয় রক্ষণ।
ধর্ম্ম সত্যযুগ আছে পার্শ্বেতে তখন॥

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

শশিধ্বজ রাজা হেরে কল্কির মূরতি
শীঘ্রগতি তাঁর পদে করেন প্রণতি॥
এক মাত্র সর্ব্ব সার পতিত পাবন।
সকলের মূলাধার সবার কারণ॥
আমি অতি মূঢ়মতি বিহীন ভজন।
তব পদে নাহি মতি অতি অভাজন॥
জগতের অধিপতি তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব কটাক্ষেতে হয়॥
নির্ণয় করিতেবিভু শক্তি আছে কার।
কে জানিবে সাকার কি তুমি নিরাকার॥

কেহ কহে আছে কায় নিরাকার নয়।
কেহ কহে নিরাকার নিত্য নিরাময়॥
ঘোর তর মোহ জালে ঘেরেছে সংসার।
খণ্ডে সেই মহাপাপ ভজ সত্যসার॥
কে তোমার তুমি কার তুমি কোন জন।
কোথা হতে এলে কোথা করিবে গমন॥
কেবা তব মাতা পিতা বন্ধু কোন জন।
কেবা দারা কেবা ভ্রাতা বল ভ্রান্ত মন॥
ভাব সদা মহাপদ মুক্তিপদ পাবে।
এ ভব সমুদ্র অনায়াসে তরি যাবে॥
না হইবে আর তব দারুণ অগতি।
তাঁহারে ভজিলে দেখ হবে মহামতি॥
অতএব করি মম এই নিবেদন।
অহর্নিশি ভজ সেই ব্রহ্ম নিরঞ্জন॥

কিসের কারণে বিভু তুমি গুণাকর।
কিসের কারণ হেতু এসেছি সত্বর॥
আসিয়াছে যুদ্ধ হেতু ও হে ভগবান।
শিষ্য বলে মনে নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥
আমারে মারিতে যদি ইচ্ছা আপনার।
হৃদয় পাতিয়া দিই করুন সংহার॥
মম বাণাঘাত যদি সহ্য নাহি হয়।
অন্যস্থানে যেওনাক ওহে দয়াময়॥
তমোগুণে ঘেরা আছে হৃদয় ভাণ্ডার।
প্রবেশ করিও দেব মধ্যেতে ইহার॥

পর বুদ্ধি বলি তব হয়েছে উদয়।
মারিলে মারিব নাথ কহিনু নিশ্চয়॥
যদ্যপি তোমারি হাতে মম মৃত্যু হয়।
সমান প্রতাপে যায় ওহে দয়াময়॥
শশিধ্বজ ভূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তখনি করেন কল্কি বাণ বরিষণ॥
উত্তম উত্তম অস্ত্র বাছিয়া তখন।
কল্কির উপরে নৃপ করেন ক্ষেপণ॥
ব্রহ্ম অগ্নি বায়ু নাগ গরুড়াদি কত।
দোঁহে দোঁহাকারে মারে স্বীয় শক্তি মত॥
কেহ কারে তথাপি জিনিতে নাহি পারে।
ধনুর্ব্বাণ ছেড়ে দোঁহে সিংহনাদ ছাড়ে॥
রথ ছেড়ে করে তবে ভূতলে গমন।
তার পর মল্লযুদ্ধ হইল ঘটন॥
পদাঘাত মুষ্টাঘাত আর বক্ষাঘাত।
পৃষ্ঠাঘাত দন্তাঘাত আর মুণ্ডাঘাত॥
এই রূপ কিছুক্ষণ হইল সমর।
এক চড়ে অচেতন হয় নৃপবর॥
কিছুক্ষণ পরে হলো চেতন তাহার।
কল্কিরে করেন এক চড়ের প্রহার॥
চড় খেয়ে গুণধাম হন অচেতন।
ধেয়ে গিয়া কোলে নৃপ নিলেন তখন॥
রাণীর নিকটে নৃপ করেন গমন।
কল্কিরে রাণীর কাছে করেন স্থাপন॥
পুণ্যবতী চক্ষু মেলি করহ দর্শন।
তোমারে হেরিতে কল্কি এলেন এখন॥

আমার সমরে দেখ দেব সনাতন।
মুর্চ্ছিত ছিলেন এবে পেলেন চেতন॥
তখন সুশান্তা তবে করি যোড় কর।
ভক্তি ভাবে স্তব করেন হরিষান্তর॥

চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর
তুমি হও আদি নর তুমি বিশ্বন্তর॥
তুমি জল তুমি স্থল সাগর কানন।
তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ তুমি বৃক্ষগণ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি সিদ্ধগণ।
তুমি দেব তুমি দৈত্য তুমিই চেতন।
জলচর স্থলচর তুমি ব্যোমচর।
তুমি নাগ তুমি জন্তু তুমি ধরাধর॥
তুমি সূর্য্য তুমি তারা তুমি নিশাকর।
বশিষ্ঠাদি মুনি তুমি তুমি নিশাচর॥
তুমি রাহু তুমি কেতু তুমি গ্রহগণ।
তুমি নর তুমি নারী তুমি হও মন॥
তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ তুমি বলরাম।
তুমি কূর্ম্ম তুমি বুদ্ধ তুমি স্বর্গধাম॥
ধরাতল রসাতল তুমি জগন্নাথ।
তুমি ভ্রাতা তুমি বন্ধু তুমি হও তাত॥
তুমি স্রষ্টা তুমি সৃজ্য তুমি হও কাল।
তুমি নৌকা তুমি রথ তুমি হও হাল॥
তুমি স্বর্ণ তুমি রৌপ্য তুমিই শ্রবণ।
তুমি চক্ষু তুমি নাক তমিই চরণ॥

তুমি ত্বক তুমি বাহু তুমি হও দেহ ।
তুমি কাম তুমি ক্রোধ তুমি হও স্নেহ ।।
তুমি লোভ তুমি ধন তুমি অহঙ্কার
তুমি মায়া তুমি ছায়া তুমিই সংসার ।।
তুমি গঙ্গা তুমি কাশী তুমি নদীগণ ।
তুমি গয়া তুমি ক্ষেত্র তুমি বৃন্দাবন ।।
তুমি সতী তুমি লক্ষ্মী তুমি হও ধ্যান ।
তুমি জপ তুমি তপ তুমি হও জ্ঞান ।।
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি হও বেদ ।
তুমি শর্ম্ম অপকর্ম্ম তুমি অশ্বমেধ ।।
তুমিই সাকার হও তুমি নিরাকার ।
সর্ব্বব্যাপী সনাতন তুমি সর্ব্বাধার ।
কখন কি লীলা কর ধর কোন্ কায়া ।।
কোন জন নাহি হেরি বুঝে তব মায়া ।।
জেনে শুনে মম পতি করিয়াছে রণ ।
ক্ষম অপরাধ তাঁর হে মধুসূদন ।।
এমনি তোমার নাম ওহে দয়াময় ।
মুক্তি লাভ হয় তার যে জন স্মরয় ।।
আমার আগার আজ পবিত্র হইল ।
তোমারে স্পর্শিয়া রাজা কৃতার্থ হইল ।।
কৃতার্থ হইনু আমি ওহে নিরঞ্জন ।
কৃপা করে কৃপা কণা কর বিতরণ ।।
সুশান্তার স্তব শুনি দেব সনাতন ।
আনন্দিত হয়ে কন মধুর বচন ।।
হে জননি কেবা তুমি হও কোন জন ।
কিসের কারণে মোরে করিছ স্তবন ।।

শশিধ্বজ মহারাজ বিক্রমে অপার।
মম সহ দরশন হইয়াছে তার ॥
ওহে ধর্ম্ম কৃতযুগ শুনহ এখন।
সমর ভূমিতে ছিনু করিয়া শয়ন ॥
কে আনিল মোরে দেখ কিসের কারণ।
অন্তঃপুরে কেন মোরে করিল স্থাপন ॥
শত্রুপত্নী কেন মোরে করিছে স্তবন।
আমাদের বধ কেন না করে রাজন ॥
ভগবান্ হও তুমি দেব নারায়ণ।
ত্রিভুবন স্থিত ব্যক্তি করয় পূজন ॥
শত্রুভাব যদি দেখ যথার্থ হইত।
তাহা হলে রাজা কেন গৃহেতে আনিত।
বৈরী নহি দাস দাসী করহ ঈক্ষণ।
কৃপা কবি পদ ধূলি করুণ্ অর্পণ ॥
ধর্ম্ম বলে ওহে নাথ করি নিবেদন।
তোমার এ দাস দাসী বিখ্যাত ভুবন ॥
কৃতযুগ কন শুন ওহে ভগবান।
দোঁহে করে সর্ব্বক্ষণ তব গুণ গান।
কৃতার্থ হয়েছি আমি দোঁহার দর্শনে।
এমন ভকত নাই তব ত্রিভুবনে ॥
শুনিয়া তাঁদের বাক্য কল্কি যে তখন।
হাস্য বদনে কহেন মধুর বচন ॥
তব দোঁহাকার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
সন্তোষিত হইয়াছি শুনহ রাজন ॥
শশিধ্বজ মহারাজ সৈন্যেরে তখন।
যুদ্ধ হতে সকলেরে করি নিবারণ ॥

কল্কি নিজ পক্ষদের করেন বারণ।
রাজ বাটী সবে তবে করে আগমন॥
উভয় দলের লোক হইল অপার।
রাজগৃহে স্থানাভাব কিবা কব আর॥
রমার সহ কল্কির বিবাহ ঘটন।
সেই রাত্রে শুভকার্য্য হলো সমাপন॥
বিবাহেতে যত লোক করয় ভোজন।
পরেতে তাম্বুল তারা পায় অগণন॥

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

সভায় বসিয়া হয় কথোপকথন।
কোন জন জিজ্ঞাসেন নৃপেরে তখন॥
মহারাজ হও তুমি মহাগুণাধার।
গুণবতী সতী হয় পত্নী যে তোমার॥
দুই পুত্র হয় তব সর্ব্বগুণাকর।
ভক্তির বৃত্তান্ত কহ সবার গোচর॥
কাহার নিকটে শিক্ষা করেছ রাজন।
অথবা স্বভাব হতে করেছ অর্জ্জন॥
জগত পাবনী হয় ভাগবতী কথা।
শ্রবণ করিলে দূর হয় মনোব্যথা॥
তোমার নিকটে ভূপ করিতে শ্রবণ।
বাঞ্ছা হইয়াছে মম করুণ বর্ণন॥
শশিধ্বজ বলে শুন যত নৃপগণ।
আমাদের পূর্ব্ব জন্ম যত বিবরণ॥
যে প্রকারে হয় দেখ ভক্তির উদয়।
যে প্রকারে পাই মোরা ভক্তি শুদ্ধময়।

সহস্র যুগের পরে মোরা দুই জন।
গৃধ্র, গৃধ্রী হয়ে করি জনম গ্রহণ॥
মৃত জীব মাংস আদি করি সংগ্রহণ।
স্ত্রী পুরুষে করি তাই আমরা ভোজন॥
উভয়েতে কাটী কাল নাহি কোন দুঃখ।
উভয়েতে হেরে হয় উভয়ের সুখ॥
আমাদের হেরে কোন ব্যাধ দুরাচার।
মানস হইল তার করিতে সংহার।
গৃহ পালিত গৃধ্রেরে করি আনয়ন।
ছাড়িয়া দিলেক সেই বধের কারণ॥
সেই দিন স্ত্রী পুরুষে আমরা তখন।
করিতে লাগিনু ভোজনের অন্বেষণ॥
কোন খানে কিছু দেখ আমরা না পাই।
অরণ্যেতে গৃধ্র এক হেরিবারে পাই॥
ভাবিলাম সেই স্থানে আছয় ভোজন।
কিসের কারণে গৃধ্র রহিবে এ বন॥
এতেক ভাবিয়া মনে আমরা তখন।
তাহার নিকটে শীঘ্র করি আগমন॥
মাংসের লোভেতে মুগ্ধ হয়ে দুইজন।
ব্যাধ পাশে বদ্ধ হই শুন নৃপগণ॥
সে লুব্ধক দূরে হেরে আমাদের দশা।
ফাঁসের কাছেতে সেই আইল সহসা॥
হেরিয়া তাহার হলো সন্তোষিত মন।
বলে আমাদের কণ্ঠ করয় ধারণ॥
যদিও আমরা করি চঞ্চুর আঘাত।
তবু কণ্ঠ হতে সেই নাহি ছাড়ে হাত॥

রুধির নির্গত হয় দেহ হতে তার।
দৃঢ়রূপে ধরে দোঁহে দেখ পুনর্ব্বার॥
গণ্ডকী শিলার কাছে করিয়া গমন।
চরণ ধরিয়া সেই আছাড়ে তখন॥
মস্তক হইল চূর্ণ কি কহিব আর।
সেই ঘায়ে প্রাণ ত্যাগ হইল দোঁহার॥
যখন বিয়োগ হলো দোঁহার জীবন।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি মোরা করিয়া ধারণ॥
বিমানেতে আরোহণ করি ততক্ষণ।
স্ত্রী পুরুষে যাই মোরা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
বৈকুণ্ঠেতে শত যুগ করি মোরা বাস।
ভগবানে হেরি দেখ পূর্ণ করি আশ॥
তার পর ব্রহ্মালোক করিয়া গমন।
পাঁচশত যুগ মোরা রহি যে তখন॥
তার পর দেবলোক করিয়া গমন।
চারিশত যুগ মোরা রহি যে তখন॥
এক্ষণ এ রাজ বংশে জনম গ্রহণ।
সুশান্তার সহ বিভা শুন নৃপগণ॥
শিলারূপ ভগবানে করিয়া স্পর্শন।
জাতিস্মর হয়ে করি জনম গ্রহণ॥
শিলার পরশে যদি এই রূপ হয়।
নাহি জানি সেবকের কত লাভ হয়॥
স্ত্রী পুরুষে মোরা দেখ করি অনুক্ষণ।
স্তব স্তুতি করি তাঁর বিবিধ পূজন॥
শয়নে ভোজনে করি তাঁহার অর্চ্চন।
সমুদয় কার্য্য করি মাধবে অর্পণ॥

কল্কি রূপ ধরেছেন দেব নারায়ণ।
কলির দমন হেতু জনম গ্রহণ ॥
ব্রহ্মা প্রমুখাত সব করেছি শ্রবণ।
তদবধি জ্ঞাত আমি আছি সর্ব্বক্ষণ ॥
সভা মধ্যে এই কথা বলি নররায়।
দশ হাজার বারণ সবে মহাকায় ॥
এক লক্ষ অশ্ব দেখ অতি মনোহর।
ছ-হাজার রথ দেখ অতি শোভাকর ॥
ছয় শত দাসী দেখ রূপ গুণবতী।
কল্কিরে করেন দান ভূপ মহামতি ॥
শশিধ্বজ বাক্য শুনি যত নৃপগণ।
পূর্ব্ব জন্ম কথা সবে করিয়া শ্রবণ ॥
বিস্ময় হইয়া করে প্রশংসা অপার;
সভাসদ নৃপগণ কি কহিব আর ॥
তদন্তর সব লোক কল্কিরে স্তবন।
কেহ করে ধ্যান কেহ করয় পূজন ॥
পুনরায় যত রাজা জিজ্ঞাসে তখন।
কহ ভূপ কিবা ভক্ত ভক্তির লক্ষণ ॥
ভক্তি বা কেমন হয় ভক্ত কোন জন।
কিবা কর্ম্ম করে ভক্ত কি করে ভোজন ॥
কোন স্থানে করে সেই সময় যাপন।
কিবা বলে ভক্তগণ কহ মহাজন ॥
জাতীশ্বর হও তুমি অবনী ভূষণ।
পূর্ব্ব জন্ম কার্য্য সব আছয় স্মরণ ॥
তোমার ও মুখপদ্মে করিয়া শ্রবণ।
সার্থক হইবে দেখ সবার জীবন ॥

শুনিয়া তাদের বাক্য ভূপতি তখন।
সাধু২ বলি বাখানেন ঘনে ঘন॥
তোমরাও হও সাধু জানিনু এখন।
নহিলে সাধুর কথা জিজ্ঞাসে কখন।
ব্রহ্মা প্রমুখাত দেখ শুনেছি যেমন।
সেই রূপ দেখ আমি করি যে বর্ণন॥
ব্রহ্মার সভায় বসি বহু ঋষিগণ।
শাস্ত্রালাপ হয় তথা সদা সর্ব্বক্ষণ॥
নারদে সম্বোধিয়া সনক ঋষিবর।
হরিভক্তি কথা হয় অতি মনোহর॥
বুদ্ধিদ্বারা মন আদি করি সংযমন।
তার পর করিবেক মন্ত্র উচ্চারণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আদি করি স্নানীয় বসন।
ভূষণাদি দিয়া করে করিবে অর্চ্চন॥
আপনার হৃদে তারে করিয়া স্থাপন।
আপাদ মস্তক তাঁর পূজিবে তখন॥
হরিরে আপন আত্মা করিয়া মিলন।
এক হয়ে এককারে করিবে পূজন॥
ভক্তগণ করে সদা বিষ্ণুর স্মরণ।
ভক্তগণ করে সদা তাঁহার কীর্ত্তন॥
তাঁর সেবা অনুগামী হয়ে ভক্তগণ।
নিয়ত করয় তারা সময় যাপন॥
ব্রহ্মলোকে এই রূপ করেছি শ্রবণ।
তোমাদের কাছে তাই করিনু বর্ণন॥
নৃপগণ তার পর করয় জ্ঞাপন।
বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তুমি হও হে রাজন॥

সর্ব্ব প্রাণির হিতৈষী হইয়া রাজন।
হিংসাতে প্রবৃত্তি তব হলো কি কারণ॥
সাধুব্যক্তি নিজ প্রাণ করিয়া অর্পণ।
সদত করয় হিত অবনী ভূষণ॥
শশিধ্বজ করিলেন তাদের উত্তর।
বেদের শাসনে মোরা চলি নিরন্তর॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই করহ শ্রবণ।
শত্রুরে রাখিবে সদা করিয়া দমন॥
ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু কিম্বা মহাদেব হন।
একত্রিত হয় যদি সব জগজ্জন॥
তথাপি তাঁদের সহ করিবে সমর।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই জান নিরন্তর॥

ষড়্‌বিংশতি অধ্যায়।

অবধ্য ব্যক্তিরে যেই করয় হনন।
মহাপাপী হয় সেই শুন নৃপগণ॥
আবার বধ্যেরে যেই করয় রক্ষণ।
মহাপাপী হয় সেই কি কব বচন॥
সর্ব্বত্র আছেন বিষ্ণু দেখ বর্ত্তমান।
সর্ব্ব প্রকাশিত তিনি শুন মতিমান॥
কেবা হত হয় মনে করহ বিচার।
কেবা তারে হত করে বুঝে দেখ সার॥
যুদ্ধ কিম্বা যজ্ঞ হেতু করয় হনন।
বস্তুতঃ তাহার পাপ নাহি কদাচন॥
আপনারে মারে বিষ্ণু শুন নৃপগণ।
আপনিই হত বিষ্ণু বুঝ সর্ব্বক্ষণ॥

কাহার ক্ষমতা হয় করিতে বিনাশ।
কার জোরে বহিতেছে নিরন্তর শ্বাস
ক্ষত্রিয় নন্দন মোরা শুন নৃপগণ।
যজ্ঞ কিম্বা যুদ্ধ করি ধর্ম্ম সনাতন॥
এই রূপে যেই করে সময় যাপন।
তাহার পক্ষেতে হয় হরি আরাধন।
নৃপগণ বলে দেখ শুন হে রাজন।
বিষয়ে বৈরাগী নিমি হৈল কি কারণ॥
ভাগবতী মায়া হয় বুঝি অগোচর।
সংসারে ভ্রমণ তাই করে নিরন্তর॥
নৃপগণ বহু জন্ম করিয়া গ্রহণ।
তীর্থ ক্ষেত্র আদি যত করে দরশন॥
সাধু সঙ্গে অনুরাগ ঈশ্বর সাধন।
অনেক কষ্টেতে হয় কর্‌হ শ্রবণ॥
সত্ত্ব গুণে গুণান্বিত হয় যেই জন।
কেবল করয় সেই হরির সাধন॥
রজোগুণে আচ্ছাদিত হয় যেই জন।
কর্ম্ম দ্বারা করে সেই হরির পূজন॥
মহারাজা নিমি সেই ভক্তির অধীন।
সত্ত্ব গুণে ভজে সেই হরি চিরদিন॥
এমনি ভক্তির গুণ কে করে বর্ণন।
বিষয়ে বিরাগ তাঁর হইল তখন॥
ইহলোক সুখ নাহি চায় ভক্তগণ।
ধ্যান করে পাদপদ্ম যত ভক্তগণ॥
ভক্তরূপ ধরেছেন প্রভু নিরঞ্জন।
আপনি করেন দেখ আপন সাধন॥

সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

সূত বলিলেন শুন যত মুনিগণ।
সভা মধ্যে শশিধ্বজ এই রূপ কন॥
তার পর প্রীত মনে কহেন বচন।
ওহে ভগবন কল্কি পুরুষ রতন॥
সমুদয় ধরা হয় তব অধিকার।
সর্ব্বাধার সর্ব্বাকার তুমি সর্ব্বসার॥
নিত্য ব্যাপী নিত্য স্থায়ী ভকত রঞ্জন।
দীনবন্ধু দীননাথ সত্য নিরঞ্জন॥
তোমার একাংশ হয় বিধি বিষ্ণু হর।
দয়া কর কৃপাকর সর্ব্ব দুঃখ হর॥
নিরন্তর তব অঙ্গে কত হয় লয়।
তোমার ইচ্ছায় নাথ পুনরায় হয়॥
সবার ঈশ্বর তুমি সবার আশ্রয়।
দীন হীনে দয়া কর ওহে কৃপাময়॥
মন কথা জ্ঞাত তুমি আছ সর্ব্বক্ষণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ওহে নিরঞ্জন॥
জাম্বুবান মনকথা পূর্ব্বেতে যেমন।
আমার মনের কথা জেনেছ তেমন॥
দ্বিবিদ বৃত্তান্ত কিছু তব মনে নাই।
তাই ওহে সুরেশ্বর তোমারে সুধাই॥
এতেক বলিল যদি সেই নরধন।
শুনিয়া কল্কির হলো লজ্জিত বদন॥
হেরিয়া তাঁহার ভাব যত নৃপগণ।
বিস্ময় হইয়া তারা করেন ঈক্ষণ॥

সকলেতে এক বাক্য হইয়া তখন।
কল্কির কাছে কহেন বিনয় বচন॥
ভগবন! সকলেতে তোমারে সুধাই।
কি কথা বলেন শশিধ্বজ তব ঠাঁই॥
অধোমুখ হলে নাথ কিসের কারণ।
কিছুই বুঝিতে নারি হে মধুসূদন॥
সবিশেষ কহি কর আমাদের জ্ঞাত।
শীঘ্র করি বল তাই জগতের নাথ॥
জন্মিছে ইহাতে দেখ মহত সংশয়।
উদ্ধার করহ তুমি ওহে দয়াময়॥
তাহাদের বাক্য সব করিয়া শ্রবণ।
মধুর বচনে করে সবে সম্বোধন॥
শ্বশুরেরে জিজ্ঞাসহ যত নৃপগণ।
তাঁহার নিকটে সবে শুনহ এখন॥
অতিশয় জ্ঞানী ভূপ বিদ্বান্ সুধীর।
বিষ্ণুভক্ত হয় রাজা ধর্ম্মে মনঃস্থির॥
ভূত ভবিষ্যত সব জানে নরপতি।
তাহারে জিজ্ঞাসা কর স্থির করি মতি।
শুনিয়া তাঁহার বাক্য যত ভূপগণ।
শশিধ্বজ ভূপ প্রতি কহেন বচন॥
শুনিয়া তোমার বাক্য অবনী ভূষণ।
কল্কির কি জন্যে হলো লজ্জিত বদন।
শশিধ্বজ কহিলেন শুন নৃপগণ।
রামাবতারের কথা করি যে বর্ণন॥
ইন্দ্রজিত অগ্নিগৃহে ব্রহ্মার সাধন।
বর মাগে তাঁর কাছে করিয়া পুজন॥

যজ্ঞ ভঙ্গ করে তার সুমিত্রা নন্দন।
বধ করে ছিল দেখ শুন সর্ব্বজন॥
ব্রহ্মবীর বধ করে হয়ে ছিল পাপ।
একাহিক জ্বর লক্ষমণেরে দেয় তাপ॥
জ্বরের প্রকোপে তিনি হইয়া কাতর।
জ্বর দমনার্থ ডাকে দ্বিবিদ বানর॥
অশ্বিনী কুমার অংশে সেই জন্মে ছিল।
প্রথমতঃ লক্ষমণেরে স্নান করাইল॥
বীরভদ্র পত্র পরে করিয়া লিখন।
লক্ষমণেরে শীঘ্র তাই করান দর্শন॥
যখন পত্রের মর্ম্ম হেরেন লক্ষ্মণ।
বিজ্বর হলেন তিনি শুন নৃপগণ॥
দ্বিবিদের এই রূপ হেরে গুণপনা।
সর্ব্বদা বলেন বর করহ প্রার্থনা॥
দ্বিবিদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তোমার হস্তেতে হলে আমার নিধন॥
ঘুচিবে বানর দেহ হইব মোচন।
মুক্তি পদ পাব তাহে কে করে বারণ॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন তুমি গুণধাম।
জন্মান্তরে হইব যে আমি বলরাম॥
তখন তোমারে আমি করিব নিধন।
আমার বচন কভু নহিবে লঙ্ঘন।
তোমার এ পত্র যেই করিবে পঠন।
একাহিক জ্বর হতে হবে বিমোচন॥
পরেতে যখন তিনি হন অবতার।
বানরত্ব যায় মুক্তি লাভ হয় তার॥

বামন রূপেতে যবে দেব সনাতন।
বলির নিকটে বর করেন যাচন।
তিন পাদ ভূমি তিনি যাচেন সত্বর।
দিয়া তুমি তুষ্ট কর ওহে নৃপবর॥
তিন পাদ ভূমি নৃপ দিলেন তখন।
এক পদে ব্যাপিলেন পৃথিবী তখন॥
দ্বিতীয় পদেতে স্বর্গ ব্যাপিল তখন।
সেইকালে জাম্বুবান করেন গমন॥
আকাশেতে গিয়া দেখ সেই ঋক্ষচর।
স্তব করে পূজা করে তাঁহার গোচর॥
তোমার হাতেতে মরি দেহ এই বর।
আর কিছু নাহি চাহি তোমার গোচর॥
বামন বলেন শুন আমার বচন।
কৃষ্ণ অবতার আমি হইব যখন॥
তখন তোমারে আমি করিব নিধন।
পুনরায় জন্ম তব না হবে কখন॥
দ্বাপরেতে সত্রাজিত হয়তো রাজন।
সূর্য্য ভক্ত হয় সেই শুন সর্ব্বজন॥
তাহার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে দিবাকর।
দিলেন তাহার মণি অতি শোভাকর॥
মণির কিরণে অন্ধকার দূর হয়।
যার গৃহে রহে সর্ব্ব দুঃখ হয় ক্ষয়॥
প্রসেন বিবাদ করে মণির কারণ।
প্রসেন হইল হত মণির কারণ॥
কৃষ্ণ প্রতি দোষারোপ মণির কারণ।
কৃষ্ণ নিন্দা করে সবে মণির কারণ॥

জাম্বুবান সহ যুদ্ধ মণির কারণ।
জাম্ববতী সহ বিভা মণির কারণ॥
পরেতে কৃষ্ণের হস্তে হইয়া নিধন।
জাম্বুবান করে দেখ বৈকুণ্ঠে গমন॥
নিরন্তর মম মনে এই ইচ্ছা হয়।
সুদর্শন অস্ত্রে মরি ওহে নৃপ চয়॥
সাঙ্কেতিক কথা মম করিয়া শ্রবণ।
বিভুর হইয়াছিল লজ্জিত বদন॥
শ্বশুরে কেমনে আমি করিব নিধন।
লজ্জার কারণ শুন যত নৃপগণ॥

অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

শশিধ্বজ নৃপে কল্কি করি সম্ভাষণ।
সৈন্য সহ করিলেন বিদায় গ্রহণ॥
সৈন্যগণ সঙ্গে লয়ে যত নৃপগণ।
কাঞ্চনী পুরীতে সবে দিল দরশন॥
পুরীর চৌদিকে হেরি গিরি দুর্গ হয়।
বিষ বর্ষিনী সাপিনী নিরন্তর রয়॥
কার সাধ্য পারে পুরী করিতে লঙ্ঘন।
দর্শনেতে প্রাণ নাশে বিষধরীগণ॥
কল্কি তবে দেখ সবে নিজ পরাক্রমে।
স্বীয় অস্ত্রে পুরী ভেদ হয় ক্রমে২॥
রতনে নির্ম্মিত পুরী অতি সুশোভন।
মণিতে ভূষিত যত নাগ কন্যাগণ॥
মানব মাত্রের নাম নাহিক তথায়।
নাগকন্যা চারিদিকে কেবল বেড়ায়॥

বিচিত্র এরূপ কল্কি করিয়া দর্শন।
কি আশ্চর্য্য হেরি দেখ যত নৃপগণ ॥
এই পুরী হেরি আমি ঐশ্বর্য্য শালিনী।
ইহাতে আছয় সুধু যতেক নাশিনী ॥
অবলা বালার সহ কে করিবে রণ।
কর্ত্তব্য কি অকবর্ত্ত্য বল নৃপগণ ॥
এই রূপে সকলেতে করয় চিন্তন।
কিছুই বলিতে নারে সচিন্তিত মন ॥
ইহার মধ্যেতে দেখ দৈব বাণী হয়।
কল্কির সহিত শুনে যত সৈন্য চয় ॥
ভগবন কল্কিদেব করুন শ্রবণ।
সকলেতে এই পুরী করিছ দর্শন ॥
পুরী মাঝে তোমা ভিন্ন না করে গমন
যাইলে যাইবে সেই শমন সদন ॥
এ পুরীর মধ্যে আছে বিষ কন্যাগণ।
দরশনে প্রাণ নাশ হয় ততক্ষণ ॥
তুমি দেব আদি দেব ব্রহ্ম সনাতন।
তোমা বিনা কার সাধ্য করয় গমন ॥
আমার বচন দেব কর অবধান।
একাকী পুরীর মধ্যে করহ প্রয়ান ॥
দৈববানী শুনে তবে দেব সনাতন।
অশ্বারোহী শুক সহ করেন গমন ॥
খড়্গ চর্ম্ম আদি অস্ত্র করিয়া ধারণ।
একাকী পুরীর মধ্যে যান ততক্ষণ ॥
অপূর্ব্ব পুরীর মাঝে করেন দর্শন।
কার সাধ্য হয় তাহা করিতে বর্ণন ॥

তথাকার বিষকন্যা হেরে তাঁর রূপ।
কিছু বিকৃত নহে আছে এক রূপ ॥
সহাস্য বদনে ধনী কহেন বচন।
বোধ হয় হয় যেন অমৃত বর্ষণ ॥
কে তুমি সুন্দর নর কিসের কারণ।
আসিয়াছ পুরী মাঝে বলহ কারণ ॥
উগ্র বীর্য্য নর কিম্বা আর কোন জন।
নয়ন পথেতে যেবা পড়েছে কখন ॥
ততক্ষণ ক্ষীণ প্রাণ হয়ে সেই জন।
শমন সদনে করে আতিথ্য গ্রহণ ॥
দেব দৈত্য আদি করি কিম্বা কোন জন।
সদয় কাহার প্রতি নহেত নয়ন ॥
কিন্তু আমি জানিনাক কিসের কারণ।
তোমা প্রতি কেন করে অমৃত বর্ষণ ॥
কেন সেই ক্রূর ভাব করে বিসর্জ্জন।
সুধা রস কেন সেই করে বরিষণ ॥
বোধ হয় হবে তুমি কোন মহাজন।
নহিলে সদয় কেন হইবে নয়ন ॥
তোমার চরণে করি শত নমস্কার।
কত পুণ্যবতী আমি ওহে গুণাধার ॥
আমি দীনা বিষেক্ষণা সদা ক্রূর মতি।
নিরন্তর হইতেছে পাপ পথে মতি ॥
তোমায় আমায় দেখ কতই অন্তর।
কোন পুণ্যে হও তুমি নয়ন গোচর ॥
কল্কি কন সুরূপসি শুনহ বচন।
কার কন্যা হও তুমি তুমি কোন জন ॥

কি কারণে বিষনেত্র হয়েছে তোমার।
কি কারণে বাস হেথা হয়েছে তোমার॥
সবিশেষ ক’রি ধনি বলহ ত্বরিত।
শুনিয়া হইবে মম পুলকিত চিত॥
বিষকন্যা শুনে তবে কল্কির বচন।
মধুর অমৃত বাক্যে করয় বর্ণন॥
চিত্রগ্রীব নাম হয় গন্ধর্ব্ব রাজন।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বীর নাহিক তুলন॥
এমনি তাহার রূপ গুণ মহাজন।
কামদেব রূপ হেরে করে পলায়ন॥
তাহার রমণী হই নাম সুলোচনা।
যোগাই পতির মন করি গুণপনা॥
ভাল বাসিতেন পতি প্রাণের সহিত।
করিতেন সদা যাতে হয় মম হিত॥
যখন যা চাহিতাম পেতেম তখন।
যোগাইত মম মন করিয়া যতন॥
আমি করিতাম কর্ম্ম নিজ প্রাণপণে।
যখন যা বলিতেন হতো সেইক্ষণে॥
পতি নিদ্রা গেলে আমি হতেম নিদ্রিত।
উচ্ছিষ্ট খাইলে তাঁর তুষ্ট হতো চিত॥
এক দণ্ড কাছ ছাড়া হতো না কখন।
এক দণ্ড অদর্শনে ব্যাকুল জীবন॥
এক হয়ে তনূদ্বয় হইত মিলন।
এক ঠাঁই দুজনার হইত ভোজন॥
এক ঠাঁই উভয়ের হইত শয়ন।
এক ঠাঁই উভয়ের হইত গমন॥

একের দুঃখেতে দুঃখ হইত তখন।
একের সুখেতে সুখ হইত তখন॥
এমন সময় দেখ বসন্ত রাজন।
ধরাতলে দেখা দেন লয়ে সৈন্যগণ॥
বসন্তের আগমন হেরিয়া হেমন্ত।
পলাইয়া যায় রায় লইয়া সামন্ত॥
জড় সড় ছিল লোক শীতের প্রভাবে।
আনন্দ হিল্লোলে ভাসে বসন্তের ভাবে॥
যতেক পাদপগণ ত্যজি পূর্ব্ব ভাব।
বসন্তাগমনে তারা ধরে নব ভাব॥
সুমিষ্ট সুস্বাদ ফলে হইয়াছে নত।
যোগাসনে ধ্যানে রত যেন ভাগবত॥
বৃক্ষোপরি প্রস্ফুটিত পুষ্প নানা জাতি।
মনোদুঃখ হরে যায় নিলে তার ভাতি॥
কল্হারাদি ফুটিয়াছে সরোবর তীরে।
তদুপরি খঞ্জন খঞ্জনী যায় ধীরে॥
তাহে যন রস সদা চলং করে।
কলেবর কম্পা হয় বিরোচন করে॥
কুঠ ডালে বসিয়া শিখিন সারিং।
ঝঙ্কার করিছে তারা যাই বলিহারি।
কোক কোকী রহিয়াছে সদা মুখেং।
দিবসেতে সুখে কিন্তু রাত্রে মরে দুঃখে॥
মৃদু মন্দ বহিতেছে মলয়া পবন।
ক্ষপাকর স্নিগ্ধ রশ্মি করে বরিষণ॥
সখার সাহায্য হেতু ব্যস্ত রতিপতি।
বিরহিনী হেরে বাণ হানে শীঘ্রগতি॥

মনপ্রিয় বনপ্রিয় করে কুহু রব।
বিরহেতে বিরহিনী ডাকে ভব ধব॥
কোথা হে করুণা ময় ভকত রঞ্জন।
নাথ সনে শীঘ্র মোর করুন মিলন॥
কি কহিব আর প্রভু কি কহিব আর।
অবলা সরলা জনে করুন উদ্ধার॥
প্রবাসী যতেক জন চক্ষে বহে ধারা।
শীর্ণ জীর্ণ তনু সদা ভেবে২ সারা॥
আহা কিবা মনোলোভা, হেরি বসন্তের শোভা,
প্রেম রসে মত্ত জগজ্জন।
অন্য অন্য ভাব ত্যজি, মনোভব রসে মজি,
রহিয়াছে রমণী রমণ॥
যতেক যুবকগণ, লয়ে রমণী রতন,
রঙ্গ ভঙ্গ করে তারা কত।
নাহিক তাদের দুঃখ, কতই করে কৌতুক,
বর্ণনেতে হই যে বিরত॥
সংযোগীর সুখ যত, বিয়োগির দুঃখ তত,
বক্ষ ভাসে নয়নের জলে।
রতিপতির প্রভাবে, তনু থর২ কাঁপে,
উহু২ মুখে সদা বলে॥
কোকিল বধিল অতি, কভু নহে শান্তমতি,
জ্বালায় যে কুহু২ স্বরে।
স্নিগ্ধকর শশধর, বরিষিয়ে স্নিগ্ধকর,
গরল সমান বোধ করে॥
নাহি হেরি কোন সুখ, বিরস সদাই মুখ,
চোরেরম্ন মণী প্রায় আছে।

কি করিব কোথা যাব, কোথা গেলে দেখা পাব,
মনোদুঃখ কই কার কাছে ॥
বসন্তাগমন হেরি আমি যে তখন।
উল্লাসিত হোল মন আনন্দে মগন ॥
একদা মনের মধ্যে হইল উদয়।
বিহার করিব আজি উদ্যানে নিশ্চয় ॥
পতিরে ডাকিয়া তবে কহি বিবরণ।
গন্ধমাদন পর্ব্বতে করিব গমন ॥
ইহার কারণে তুমি রমণী ভূষণ।
বিমান প্রস্তুত করে দেহ হে এখন।
শুনিয়া আমার কথা রমণী মোহন।
বিমান প্রস্তুত হলো নিমিষে তখন ॥
তদুপরি পতি সনে করি আরোহণ।
পর্ব্বতে ভ্রমণ করি হরষিত মন ॥
একেত বসন্ত কাল তাহে ফুলশর।
শাঘ্রগতি হানে দেখ আমার উপর ॥
মদনে মোহিত চিত্ত কি করি তখন।
পতির সহিত করি সে স্থানে রমণ ॥
কামরণে প্রবৃত্তি হলেম যখন।
সেই স্থানে যক্ষ মুনি ছিল এক জন ॥
আমাদের বিহার হেরিয়া সেইক্ষণ।
মম প্রতি অভিশাপ দেন সেইক্ষণ ॥
ওলো সুরূপসী ধনী ভুবন মোহিনী ॥
সরা জ্ঞান কর ধরা যৌবন গর্ব্বিনী।
আমার সম্মুখে তুমি করহ বিহার।
লজ্জা ভয় বুঝি কিছু নাহিক তোমার ॥

শাপ দিনু তোরে আমি শুনলো রমণী
সাপিনী হইয়া থাক দিবস রজনী ॥
বিষনেত্রা হইবেক অতি উগ্রতর ।
যে কেহ হেরিবে যাবে শমন গোচর ॥
যখন সে ভগবান ধরি কল্কি বেশ ।
দিগিজয়ে ভ্রমিবেন এদেশ ওদেশ ॥
নয়ন পথের পান্থ হয়ে সনাতন ।
উদ্ধার করিবে তোরে শুনহ বচন ॥
বলিতে২ কথা দেহ ততক্ষণ ।
সাপিনী আকার দেখ করিল ধারণ ॥
আমার বিরহে পতি করেন বিলাপ ।
আমার বিরহে পতি পায় কত তাপ ॥
হেরিয়া পতির দশা ব্যাকুলিত মন ।
সাপিনী হইয়া হই এস্থানে পতন ॥
মনোত্তুঃখে কাটী কাল ওহে সনাতন ।
বহু দিন পরে হেরি যুগল চরণ ॥
এখন তোমার কাছে করি যোড় হাত ।
ঘুচাও নাগিনী দেহ ওহে জগন্নাথ ॥
গতি শক্তি নাহি মোর ওহে ভগবান ।
এক পদ যেতে নারি কভু নহে আন ॥
বোধ হয় কিছু পুণ্য আছিল আমার ।
তারি জন্যে দরশন চরণ তোমার ॥
আমার এ অতি পাপ করুন মোচন ।
পতির কাছেতে তবে করিব গমন ॥
এতেক বলিয়া সেই ত্যজিয়া সে দেহ ।
শীঘ্রগতি গেল ধনী যথা পতি গেহ ॥

সে পুরী করেন কল্কি মরুকে প্রদান।
অযোধ্যা নগর আরো করিলেন দান॥
মথুরায় সূর্য্যকেতু হলো নরপতি।
বারনাবতে দেবাপী হইল ভূপতি॥
হস্তিনাপুরে মাকুন্দ আর যুকস্থল।
আর এক স্থান পান নাম অরিস্থল॥
এইরূপে ভক্তগণে করিয়া স্থাপিত।
নিজ গৃহে আইলেন করিয়া ত্বরিত॥
ভ্রাতাদের দেন তিনি রাজ্য সুবিস্তার।
জ্ঞাতিগণ হলো রাজা কি কহিব আর॥
বিশাখযুপেরে দিলেন বহুবিধ দেশ।
দুই পুত্রে দেন তিনি বহু রাজ্য দেশ॥
পিতৃ মাতৃ সেবা করি যত্নে নিরন্তর।
প্রজাগণ হলো সবে ধর্ম্মেতে তৎপর॥
দুই পত্নী সহ করেন গৃহস্থাচরণ।
শস্য পূর্ণা বসুমতি হইল তখন॥
রোগ শোক ভয়ে করে দূরে পলায়ন।
আনন্দে ত্রিলোক রহে সর্ব্বদা মগন॥

ঊনত্রিংশত অধ্যায়।

শৌনক কহেন কহ সূত মুনিবর।
কোথায় গেলেন শশিধ্বজ নৃপবর॥
মায়া স্তব কি প্রকার করিল রাজন।
মুক্তিলাভ কি প্রকারে পাইল রাজন॥
এই সব বিবরণ করিয়া বিস্তার।
বর্ণনা করহ মুনি কি কহিব আর॥

স্থত কন শুন বলি যত মুনিগণ।
মনোযোগ দিয়া সবে করহ শ্রবণ ॥
মার্কণ্ডেয় মহামুনি করয় জ্ঞাপন।
মায়া স্তব শুকদেব করহ বর্ণন ॥
মায়া স্তব শুকদেব বলেন তখন।
পাপ তাপ নাশ পায় করিলে শ্রবণ ॥
বিষ্ণুভক্ত শশিধ্বজ ত্যজে রাজ্যভার।
বনেতে গমন করি সঙ্গে পত্নী তার ॥
ভক্তি ভাবে ধ্যানে রত হলেন তখন।
মায়া স্তব করিলেন করি শুদ্ধ মন।
ওঁকার স্বরূপা তুমি বিশ্বের জননী।
বিশুদ্ধ সত্ব প্রধানা বিশ্বের পালনী ॥
কৃশাঙ্গী বেদৈক গম্যা তুমি আদ্যামায়া।
কৃপা করি দেহ মোরে তব পদ ছায়া ॥
সংসার সাগরে মাতা করিয়া প্রেরণ।
হাবু ডুবু খাই সদা করুন বারণ ॥
না জানি সাঁতার আমি না জানি সাঁতার।
প্রাণত্যাগ হয় মম বুঝি এইবার ॥
তুমি লক্ষ্মী তুমি ব্রাহ্মী শম্ভু বিমোহিনী।
ত্রিলোক তারিণী তারা ত্রিতাপ হারিনী ॥
অবিদ্যা নাশিনী তুমি শঙ্কট নাশিনী।
গুণত্রয়ী তত্ত্বময়ী মানস বাসিনী ॥
মুলাধারা সর্ব্বাধারা তুমি নিরাকারা।
আদ্যা সিদ্ধা সিদ্ধ বিদ্যা তুমি নিরাধারা ॥
তুমি সুক্ষ্মা তুমি স্থুলা মুক্তি প্রদায়িনী।
তুমি রাধা তুমি শ্যামা বেদ প্রসবিনী ॥

তুমি দিক তুমি গ্রহ তুমি গুণাধরা।
ব্রহ্ম সনাতনী তুমি তুমি ধরাধরা॥
না জানি তোমার তত্ত্ব আমি ভক্তি হীন।
কৃপা করি তার শীঘ্র আমি দীন হীন॥
পাতিয়াছ মায়া জাল কাটিতে কে পারে।
দয়া করি নিজ গুণে তার মা আমারে॥
দিন যত হয় গত প্রাণের বিনাশ।
কাল আসিতেছে বেগে করিবারে গ্রাস॥
এই বেলা কৃপা করি ভক্তি বিতরণ।
শীঘ্র করি দেও মাতা আমি অভাজন॥
বুঝিতে না পারি আমি কি করি উপায়।
কি করিব কোথা যাব বলহ আমায়॥
তুমি না করিলে দয়া জগত জননী।
আর কে করিবে মাতা বলুন আপনি॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি লই জন্মভার।
শীঘ্র করি করুন যে আমারে নিস্তার॥
যখন আমারে মাতা ধরিবে শমন।
তখন কোথায় রবে আমার চেতন॥
বল বুদ্ধি আদি যত হইবেক হত।
উঠিবার শক্তি নাহি রহিবে তাবত॥
দারা স্বত চারি পাশে করিবে রোদন।
বদন থাকিতে আমি না কব বচন॥
নয়ন থাকিতে নাহি করিব দর্শন।
শ্রবণ থাকিতে নাহি করিব শ্রবণ॥
পড়িয়া রহিবে হাত না হবে গ্রহণ।
চরণ থাকিতে নাহি হইবে চলন॥

আমি২ রব তবে না রহিবে আর।
কৃপা কণা বিতরিয়ে করুন নিস্তার॥
এত যদি স্তব রাজা করেন তখন।
সেইক্ষণ মায়া দেবী দেন দরশন॥
মায়াদেবী কন শুন ওহে গুণধার।
মায়া হতে করিলাম তোমারে উদ্ধার॥
হেথা হতে কোকামুখে করিয়া গমন।
হরির পূজন কর হরির স্তবন॥
এক মাত্র সর্ব্বসার পতিত পাবন।
নিত্য নিরাময় সেই জীবের জীবন॥
পূর্ণ ব্রহ্ম বলি যাঁরে বর্ণে বেদ মতে।
পুরুষ বলিয়া যাঁরে কহে শঙ্খ মতে॥
তন্ত্রাদি মতেতে যাঁরে কহেন সাকার।
ন্যায় পাতঞ্জল কহে পুরুষ আকার॥
ভ্রমেতে মজিয়া জীব কহে নানা মত।
বিষ্ণু নাম লয়ে কেহ জপে অবিরত॥
কেহ বলে দুর্গা কালি কেহ বলে শিব।
কেহ বলে কৃষ্ণ নামে ঘুচিবে অশিব॥
কি রূপে বর্ণিব আমি ভাবিয়া না পাই।
কি বলিব কি করিব কারে বা সুধাই॥
মোহেতে ঘেরেছে সব কি কহিব আর।
আমি রব করে সদা একি চমৎকার।
গদ্য পদ্যে বর্ণি প্রভু শক্তি মোর নাই॥
পাছে অপরাধি হই ভাবিতেছি তাই।
আসিছে মহিষধ্বজ করি ঘোর বেশ॥
বুঝি এর হাতে প্রভু প্রাণ হয় শেষ॥

নাটুয়ার বেশ ধরি করিতেছি নাট।
ভব হাট মধ্যে ফিরি করি কত ঠাট॥
নিষ্ঠা হয়ে মনামার হরি কর সার।
এক মেবা দ্বিতীয়ম ভাব অনিবার॥
কোথা বিশ্ব সনাতন সর্ব্ব অধিপতি।
হর নাথ শীঘ্র করি মনের দুর্গতি॥
শীঘ্র করি দয়া জল করুন বর্ষণ।
শত্রুপক্ষ আছে যত হউক পতন॥
বলাই বলে সংসার হয় ছার খার।
দীন হীন যত মোরা করি হাহাকার॥

এই কর দীননাথ অগতির গতি।
তব গুণ গানে যেন হয় মম মতি॥
তুমি সার সারাৎসার জগত জীবন।
সর্ব্বব্যাপি নিরাকার সত্য সনাতন॥
কর কর কর কৃপা ওহে কৃপাময়।
দয়াময় নামে তব কলঙ্ক না হয়॥
আমিং আর যেন মুখে নাহি বলি।
অজ্ঞান কন্টক পথে আর নাহি চলি॥
নিদাঘ কালের আমি নাহি করি ভয়।
অন্তরের গ্রীষ্ম শীঘ্র তুমি কর লয়॥
তাপেতে দহিছে দেহ কি করি বল না।
না কর ছলনা আর না কর ছলনা॥
অহঙ্কার দিবাকর তাপে নাশে স্ফূর্ত্তি।
অভিমান অনিল যে করে অগ্নি বৃষ্টি॥

কর্ম্ম ভোগ ধূলাতে পূর্ণিত করে সৃষ্টি।
আশা রূপ ঘূর্ণাবাতে নাহি চলে দৃষ্টি॥
ধন তৃষ্ণা তাহে সদা রহিছে প্রবল।
মানস চাতক ডাকে সঘনে দে জল॥
লোভরূপ পয়োধর করিছে গর্জ্জন।
ক্রোধ রূপ বজ্রাঘাত হতেছে সঘন॥
ধুধু করি জ্বলে সদা কামনা অনল।
দয়া নদী শুকায়েছে নাহি তাহে জল॥
পাঁক তায় হিংসারূপ কি কহিব আর।
জীবনে জীবন দিয়া ত্যজিব এবার॥
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে শ্রীমধুসূদন।
সুদর্শন চক্রে করি মস্তক ছেদন॥
মুক্তি পদ তাঁরে হরি দেন ততক্ষণ।
এক হয়ে একাকারে মিলিল তখন॥

ত্রিংশত অধ্যায়।

এক দিন বিষ্ণুযশা কহেন বচন।
ওহে পুত্র নাহি জানি মরিব কখন॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি আমি মনে ইচ্ছা হয়।
না করিলে দেখ সেই ইচ্ছা হয় লয়॥
বহু দিন বলিয়াছি যজ্ঞের কারণ।
দিগ্বিজয় করি কর অর্থের গ্রহণ॥
দিগ্বিজয় করি বাপু এসেছ এখন।
তাই পুত্র বলি কর যজ্ঞ আয়োজন॥
শুনিয়া পিতার কথা ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
নিযুক্ত করেন লোক যজ্ঞের কারণ॥

শীঘ্রগতি আয়োজন করি সমাপন।
কল্কি কহিলেন তবে পিতারে তখন॥
শুভদিনে শুভক্ষণে আরম্ভ হইল।
হোতাগণ হরি ধ্যান করিতে লাগিল॥
অশ্বত্থামা মধুচ্ছন্দ ব্যাস কৃপাচার্য্য।
মন্দপাল বশিষ্ঠাদি আর ধৌম্যাচার্য্য॥
যজ্ঞেতে হইল ব্রত এই মুনিগণ।
সকলেতে মূল মন্ত্র করি উচ্চারণ॥
উচ্চারিতে সকলার হইতে বদন।
নিশ্বরয় হুতাশন শুন সর্ব্বজন॥
গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী হয় স্থান।
যজ্ঞকুণ্ড সেই স্থানে হয়েছ নির্ম্মাণ॥
শাস্ত্রমতে হলো দেখ যজ্ঞ সমাপন।
দান আদি যত হয় কে করে বর্ণন॥
চর্ব্ব চষ্য লেহ্য পেয় যত দ্রব্যগণ।
নিমন্ত্রিত যত ব্যক্তি করয় ভোজন॥
অগ্নিদেব হইলেন রান্ধনী ব্রাহ্মণ।
জল দাতা নিজে দেখ আপনি বরুণ॥
পরিবেষ্টা হইলেন দেবতা পবন।
যাহার যেমন ইচ্ছা পান সেইক্ষণ॥
নৃত্য গীত হইতেছে নিয়ত সভায়।
উর্ব্বশী মেনকা নাচে হেরে মোহ যায়॥
একেত সকলে হয় সুন্দরী রমণী।
কটাক্ষেতে প্রাণ কাড়ি লয় যে তখনি॥
পৃথিবী অদৈন্য হলো ধন বিতরণে।
দীন দুঃখি হলো ধনি কি কব বচনে॥

বিষ্ণুযশা পুত্রে প্রতি কহেন বচন।
গঙ্গাতীরে বাস মোরা করিগে এখন ॥
শুনিয়া পিতার কথা করুণা নিধান।
গঙ্গাতীরে থাকিবার করেন বিধান ॥
নারদ তম্বুরু সহ এমন সময়।
হেরিতে আসেন তাঁরা নিত্য নিরাময় ॥
বিষ্ণুযশা ঋষিদের করিয়া দর্শন।
সমাদরে অভ্যর্থনা করেন তখন ॥
জন্মে২ কত পুণ্য অর্জ্জন করেছি।
তোমা হেন পুণ্যবানে দর্শন পেয়েছি ॥
অদ্য মম গৃহ অগ্নি সন্তুষ্ট হইল।
অদ্য মম পিতৃগণ তর্পিত হইল ॥
অদ্য দেবগণ যত হর্ষিত হইল।
হেরিয়া নয়ন আজি সফল হইল ॥
আহামরি কি আশ্চর্য্য সাধুর মহিমা।
সিন্ধু জল কোন কালে কে করেছে সীমা ॥
সাধুর চরণ পূজা করে যেই জন।
তাহারে করেন পূজা যত সাধু জন ॥
দরশনে পাপ তাপ সকল পলায়।
মনঃক্ষোভ যত আছে দূর হয়ে যায় ॥
এই রূপ করিলেন স্তবন পূজন।
বিষ্ণুযশা দেন দেখ বসিতে আসন ॥
নারদে কহেন তিনি করি সমাদর।
কেমনে হইব পার সংসার সাগর ॥
বিষ্ণুভক্তি রূপ তরী তুমি কর্ণধার।
দয়া করি মহামুনি করুন উদ্ধার ॥

নারদ বলেন শুন শুহে মতিমান।
নারায়ণ তব পুত্র নাহি তব জ্ঞান॥
কাঁচে যত্ন কর তুমি মণিরে ত্যজিয়া।
এরূপ হয়েছ তুমি কিসের লাগিয়া॥
যাঁহার ইচ্ছাতে হয় এ তিন ভুবন।
পুত্ররূপে তুমি সদা কর নিরীক্ষণ॥
বিন্ধ্যগিরি মায়া দেবী করি আগমন।
ধরিয়া রমণী রূপ করেন ভ্রমণ॥
সেই স্থানে হেরি এক জীব মহোদয়।
কলেবর পরিত্যাগে তাঁর ইচ্ছা হয়॥
মায়া দেবী সেই জীবে করি সম্বোধন।
শুনহ ওহে জীব আমার বচন॥
যতক্ষণ আছি আমি ততক্ষণ তুমি।
আমি না থাকিলে তুমি পড়ে রবে ভূমি
জীব কন শুন ধনি করি নিবেদন।
আমার সম্বন্ধে তব হয় দরশন॥
আমার সম্বন্ধে নাম করহ গ্রহণ।
আমার সম্বন্ধে রূপ করহ ধারণ॥
আমি না থাকিলে তুমি কোথা রবে আর।
তবে তুমি কিসে কর এত অহঙ্কার॥
যেমন স্বৈরিণী করে পতির নিন্দন।
করিতেছ সেইরূপ রমণী রতন॥
অতএব অভিশাপ দিলাম এখন।
নিত্য অবস্থান কোথা না হবে কখন॥
এতেক বলিয়া তবে সেই ঋষিবর।
তম্বুরু সহিত যান আশ্রমে সত্বর॥

খ্যাত বদরিকাশ্রমে করিয়া গমন ।
পত্নী সহ বিষ্ণুযশা রহে সেইক্ষণ ॥
হরিভক্তি হরি কথা হরির পূজন ।
নিরন্তর করিছেন তাহারা তখন ॥
মহা যোগে বিষ্ণুযশা ত্যজিল জীবন ।
তার সহমৃতা হয় সুমতী তখন ॥
মুনিগণ মুখে মৃত্যু করিয়া শ্রবণ ।
শ্রাদ্ধ শান্তি আদি কল্কি করেন তখন ॥
তদনন্তর পরশুরাম মহাজন ।
তীর্থ দরশনে তিনি করেন ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে২ করি শম্ভলে গমন ।
কল্কি সহ তাহার হইল দরশন ॥
গুরু হেরি ভগবান উঠিয়া তখন ।
প্রণাম করেন তাঁর পদে সেইক্ষণ ।
চরণ কমল তাঁর করিয়া পূজন ।
বসিতে দিলেন তাঁরে উত্তম আসন ॥
গুরো! তোমার প্রসাদে আমার এখন ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ সাধন ॥
সিদ্ধ হইয়াছে মম তব কৃপা বলে ।
শশিধ্বজ সুতা রমা কি তোমায় বলে ॥
শুনিয়া রমার প্রতি কহেন বচন ।
কিবা অভিপ্রায় তব করহ জ্ঞাপন ॥
শুনিয়া রামের কথা রমার তখন ।
চক্ষের জলেতে তাঁর ভাসে দুনয়ন ॥
কান্দিতে২ কন প্রভুর গোচর ।
কৃপা করি দেহ তুমি এই এক বর ॥

পুত্রধনে বঞ্চিত হয়েছি ভগবান।
গৃহ অন্ধকার মম এতে নাহি আন॥
অথবা নিয়ম করি শুন ভগবান।
কিম্বা ব্রত করি আমি শুন ভগবান॥
কিম্বা জপ করি আমি শুন ভগবান।
পুন্নাম নরকে কিসে তরি ভগবান॥
পুত্র লাভ হয় যাতে করুন উপায়।
গৃহ অন্ধকার মোর কি কহিব হায়॥

একত্রিংশত অধ্যায়।

জামদগ্নি তার বাক্য করিয়া শ্রবণ।
রুক্মিণী ব্রতের ফলে হইবে নন্দন॥
শুনিয়া সূতের বাক্য যত মুনিগণ।
কহেন সূতের প্রতি মধুর বচন॥
রুক্মিণী ব্রতের কথা বল সবিস্তার।
কিবা রূপ কিবা ফল কহ দেখি তার॥
এই ব্রত পূর্ব্বে কোন জন করে ছিল।
কিবা ফল লাভ দেখ তাহার হইল॥
সূত কন অবধান কর মুনিগণ।
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে কন্যা করে আচরণ॥
বৃষপর্ব্বা নামে হয় দৈত্যের রাজন।
তাহার নন্দিনী সেই করহ শ্রবণ॥
দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য ছিল তার ঘরে।
একই নন্দিনী দেবযানী নাম ধরে।
রূপবতী গুণবতী সেই কন্যা হয়।
মহানন্দে শুক্রাচার্য্য পালন করয়॥

অতিশয় ভালবাসে প্রাণের সহিত ।
তার কিছু অপকারে হতেন ক্রোধিত ॥
কন্যার বাক্যেতে দেখ কচ মহাজন ।
মৃত্যু সঞ্জীবনী মন্ত্র করেন অর্জ্জন ॥
শুক্রাচার্য্য নিজে হন শিব অংশ গত ।
মৃত ব্যক্তি প্রাণ পায় শুন মুনি যত ॥
যাহা চাহে তাহা কন্যা পায় সেইক্ষণ ।
বাপের দুলালী বড় কি কব বচন ॥
দেবযানী এক দিন শর্ম্মিষ্ঠা সহিত ।
উপবনে ভ্রমিবারে হলো দেখ চিত ॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত তবে করিয়া গমন ।
উপবনে সখি সহ করেন ভ্রমণ ॥
তার পর বিবসনা হয়ে সর্ব্বজন ।
জল কেলি করে সবে আনন্দে মগন ॥
হেনকালে শম্ভু করি সে পথে গমন ।
তাঁরে হেরি কন্যাগণ উঠে ততক্ষণ ॥
দেবযানী বস্ত্র পরে শর্ম্মিষ্ঠা তখন ।
শর্ম্মিষ্ঠার বস্ত্র তিনি করেন গ্রহণ ॥
শর্ম্মিষ্ঠার হলো তাহে ক্রোধের উদয় ।
নিষ্ঠুর বাক্যেতে দেখ তার প্রতি কয় ॥
হে ভিক্ষুকি কিসে কর এত অহঙ্কার ।
কার বলে এত বল হয়েছে তোমার ॥
কার বলে বুক তোর বেড়েছে এখন ।
কার বলে বস্ত্র মোর পরেছ এখন ॥
মোর ধন খেয়ে তোর এত অহঙ্কার ।
চিরকাল অন্নদাসী কি কহিব আর ॥

এতেক কুবাক্য যদি বলিল তখন।
তবু তার ক্রোধ শান্তি না হলো তখন ॥
বলে ধরি কূপ মধ্যেআপনি তখন।
শর্ম্মিষ্টা দিলেন ফেলে শুন সর্ব্বজন ॥
মানা করিলেন তবে যত সখীগণে।
এই কথা কোন জন না আনে বদনে ॥
মৃগয়া করিতে গেল যযাতি রাজন;
সেই বন মধ্যে দেখ করি আগমন ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা তাহে অনাহার।
জল তৃষ্টা হেতু তিনি ভ্রমি অনিবার ॥
ভ্রমিতে২ তিনি করেন গমন।
দেবযানী যেই কূপে হয়েছে পতন ॥
রূপে আলো করিয়াছে রমণী রতন।
হেরিয়া বিস্ময় হন যযাতি রাজন ॥
ওলো ধনি সুরূপসী জগত মোহিনী।
কূপ আলো করি কেন আছ লো কামিনী ॥
বিবসনা কি কারণে করি লো দর্শন।
বস্ত্র লয়ে কেবা তব করেছে গমন ॥
কে হেন নির্দ্দয় আছে ধরণী ভিতর।
কূপ মধ্যে ফেলিয়াছে বল লো সত্বর ॥
দয়া মায়া বুঝি তার নাহিক কখন।
স্বরূপেতে বল ধনী তব বিবরণ ॥
শুনিয়া রাজার কথা শুক্র কন্যা কয়।
পরিধেয় বস্ত্র শীঘ্র দেহ মহাশয় ॥
আমার এ হস্তদেশ করিয়া ধারণ।
তার পর কূপ হতে কর উত্তোলন ॥

শুনিয়া তাহার কথা যযাতি রাজন।
উত্তরীয় বস্ত্র তাঁরে দেন ততক্ষণ॥
পরে তার বাম হস্ত করিয়া ধারণ।
কূপ হৈতে তুলিলেন আপনি রাজন॥
আমার বচন শুন তুমি মহাশয়।
শুক্র মম পিতা দেবযানী নাম হয়॥
পিতার কাছেতে তুমি করিয়া গমন।
যে রূপ হেরেছ তুমি করিবে বর্ণন॥
তার পর সঙ্গে তুমি করি আনয়ন।
শুনিবে আমার কথা তুমি মহাজন॥
শুনিয়া তাহার কথা যযাতি রাজন।
কর যোড়ে তাঁর কাছে করয় জ্ঞাপন॥
আমার সঙ্গেতে তুমি করহ গমন।
তোমার পিতার কাছে করিতে বর্ণন॥
শুক্র কন্যা তার সহ করিয়া গমন।
পিতার কাছেতে সব করেন বর্ণন॥
দৈত্তগুরু কন্যা বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ক্রোধেতে লোহিত দেখ হইল নয়ন॥
নিজ শিষ্য দৈত্য রাজে ডাকিয়া তখন।
কহিলেন দুরাচার কিসের কারণ॥
বার২ অত্যাচার করহ দুর্জ্জন।
কোন দোষে দোষী আমি বলহ এখন॥
আমি তব অন্নদাস ওরে দুরাচার।
আমার বলেতে তুই পাস রাজ্যভার॥
কার বলে হইয়াছে এত অহঙ্কার।
এখনি পাঠাতে পারি শমন আগার॥

আপন কন্যারে শিক্ষা দিয়া বারং।
কূপ মধ্যে ফেলেছ কন্যারে দুরাচার ॥
এখন তোমার রাজ্য করিয়া বর্জ্জন।
ইচ্ছা সুখে কোন স্থানে করিব গমন।
গুরু বাক্য বৃষপর্ব্বা করিয়া শ্রবণ ॥
চরণ ধরিয়া সেই করয় রোদন।
রক্ষা কর গুরুদেব তুমি হও তাত।
যেখানেতে যাবে তুমি কর মোরে সাত ॥
তব কৃপাবলে আমি দৈত্যের রাজন।
হুকুম করিলে খাটে যত দেবগণ ॥
দেবযানী এই রূপ করিয়া দর্শন।
স্বরোষে বলেন দৈত্য করহ শ্রবণ ॥
শর্ম্মিষ্ঠারে দাসী করি দেহতো এখন।
তাহা হলে দেখ মম তুষ্ট হয় মন ॥
গুরুকন্যা বাক্য সেই করিয়া শ্রবণ।
সেই মত কর্ম্ম সেই করেন তখন ॥
যযাতি রাজারে দেখ করি আনয়ন।
শুক্রকন্যা সহ তার বিবাহ ঘটন ॥
বিবাহ হইলে পর ভৃগুর নন্দন।
যযাতিরে এই রূপ বলেন তখন ॥
রাজন আমার বাক্য করহ গ্রহণ।
শর্ম্মিষ্ঠার সহ নাহি করিবে শয়ন ॥
মম আজ্ঞাদেশ তুমি করিলে পালন।
শ্রীবৃদ্ধি হইবে তব নাহিক লঙ্ঘন ॥
অন্যথা যদ্যপি তুমি করহ রাজন।
আপদ বিপদ সদা হইবে ঘটন ॥

যযাতি আপন রাজ্যে করিলে গমন।
সখী সহ দেবযানী যায় যে তখন॥
একদা শর্ম্মিষ্ঠা করে উদ্যানে ভ্রমণ।
স্বীয় দুরাদৃষ্ট হেতু ঝরে দুনয়ন॥
হায় বিধি মম ভাগ্যে করেছ লিখন।
রাজকন্যা হয়ে করি পরের সেবন॥
এই কি তোমার বিধি বলহ আমায়।
পর পদ সেবা করি দিন কেটে যায়॥
ইতি মধ্যে বহু দূরে করি নিরীক্ষণ।
বিশ্বামিত্র আছে আর বহু রামাগণ॥
জনতা কারণ দেখ করিতে নির্ণয়।
আপনি চলিল ধনী বিলম্ব না সয়॥
হেরিলেন তথা এক দেবীর স্থাপন।
রম্ভাস্তম্ভ তোরনেতে বেদী সুশোভন॥
বস্ত্রদ্বারা চারিদিকে করেছে বেষ্টন।
বাসুদেব মূর্ত্তি আছে গৃহেতে স্থাপন॥
বিশ্বামিত্র গন্ধোদক করিয়া গ্রহণ।
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত করিয়া গ্রহণ॥
হরিরে করান স্নান হরষিত মনে।
তার পর পূজিছেন অতি শুদ্ধ মনে॥
এ প্রকার নিরীক্ষণ করি সেই ধনী।
সকলের কাছে তবে বলিল তখনি॥
শর্ম্মিষ্ঠা আমার নাম শুন সর্ব্বজন।
অভাগী আমার তুল্য আছে কোন জন॥
রাজকন্যা হয়ে করি চরণ সেবন।
যযাতি আমারে দেখ করেছে বর্জ্জন॥

শুনিয়া শর্ম্মিষ্টা কথা যত নারীগণ।
বলে এই ব্রত তুমি কর উজ্জাপন ॥
পতি বশীভূত হবে এই ব্রত ফলে।
পুত্রবতী হবে তুমি পূজিবে সকলে ॥
আমাদের সহ ব্রত করহ এখন।
শর্ম্মিষ্টা করেন ব্রত হয়ে শুদ্ধ মন ॥
বশীভূত হলো পতি ব্রতের কারণ।
পুত্রবতী হলো ধনী কে করে বারণ ॥
অশোক বনেতে দেখ জনক দুহীতা।
করেছেন এই ব্রত নিজ দেখ সীতা ॥
ব্রতের মাহাত্ম্যে দেখ নিশাচরগণ।
সমূলে হইল লোপ বিখ্যাত ভুবন ॥
বনবাসে দ্রুপদীও ব্রতের অর্জ্জন।
করেছিল শুদ্ধ মনা হইয়া তখন ॥
এই ব্রত করি রমা হলো পুত্রবতী।
দুইটি নন্দন হলো বশীভুত পতি ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

দেবরাজ ইন্দ্র দেখ কল্কির কারণ।
কাম কামী যান তাঁরে দেন যে তখন ॥
সেই যানে আরোহণ করি অনুক্ষণ।
ইচ্ছা সুখে সর্ব্বত্রেতে করেন ভ্রমণ ॥
নদী তীরে কভু তিনি করেন ভ্রমণ।
কখন পর্ব্বতোপরি করেন ভ্রমণ ॥

কখন বনেতে তিনি করেন ভ্রমণ।
কখন উদ্যানে তিনি করেন ভ্রমণ॥
বিমান ও ইচ্ছারূপ করিয়া ধারণ।
কভু ছোট কভু বড় যখন যেমন॥
দুই রমণীর মন করিতে রক্ষণ।
ব্যস্ত হইলেন দেখ দেব নারায়ণ॥

ত্রয়ত্রিংশত অধ্যায়।

ইন্দ্রের সহিত দেখ যত দেবগণ।
ব্রহ্মা সহ সকলেতে আসেন তখন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর যত সিদ্ধগণ;
আনন্দিত হয়ে সবে করেনাগমন॥
সভামধ্যে কল্কি স্তব করি দেবগণ।
কলিরূপ কাল সাপ হয়েছে দমন॥
এখন ধর্ম্মেতে হেরি সবাকার মতি।
পাপ পথে কেহ নাহি করে এবে গতি॥
স্বাহাস্বধা মন্ত্র সদা হয় উচ্চারণ।
পতি সেবা নারীগণ করে অনুক্ষণ॥
মর্ত্ত্যধামে থাকিবার নাহি প্রয়োজন।
বৈকুণ্ঠ ধামেতে নাথ করুন গমন॥
তোমার সেবক মোরা যত দেবগণ।
তোমার চরণ পূজা করি অনুক্ষণ॥
স্বর্গধাম বিহানেতে নাথ যে তোমার।
পূর্ব্বমত শোভা আর নাহি হেরি তার॥
দেবতার বাক্য কল্কি করিয়া শ্রবণ।
মর্ত্ত্যধাম ত্যজিবারে হলো তাঁর মন॥

চারি পুত্রে অংশ করি দিয়া রাজ্য ভার।
পত্নীগণ সহ তিনি ত্যজেন সংসার ॥
পথি মধ্যে প্রজাগণ কহিতে লাগিল।
আমাদের প্রতি বিধি বিমুখ হইল ॥
তোমারি আমরা প্রজা তোমারি সন্তান।
কোন দোষে আমাদের ত্যজ ভগবান ॥
সঙ্গে করি লই মোরা যত পরিজন।
তোমার সঙ্গেতে নাথ করিব গমন ॥
এমন ভূপতি মোরা কোথায় পাইব।
কি বলিব কি করিব কোথায় যাইব ॥
দীন হীনে দয়া কর দীন দয়াময়।
কৃপা কর কৃপা কর ওহে কৃপাময় ॥
আমরা কৃতজ্ঞ নাহি ভকতরঞ্জন।
বুঝি এই দোষে নাথ করহ বর্জ্জন ॥
দণ্ড কর দণ্ডধর ওহে জ্যোতির্ম্ময়।
তোমার সৃজিত মোরা অন্যের তো নয়।
যে পথে চালাও নাথ সেই পথে চলি।
যে রূপ বলাহ নাথ সেই রূপ বলি ॥
তুমি যদি ত্যাগ কর মোরা না ছাড়িব।
তোমার সঙ্গেতে সবে গমন করিব ॥
প্রজাগণ বাক্য বিভু করি আকর্ণন।
সুমধুর বচনেতে করেন জ্ঞাপন ॥
কিছুকাল থাক সবে বচনে আমার।
তোমাদের সহ দেখা হবে আরবার ॥
হরির ভজন কর হরির পুজন।
তাহা হলে মম সহ হবে দরশন ॥

এতেক বলিয়া তবে ভকতরঞ্জন।
হিমালয় ধরাধরে করেন গমন॥
পত্নীদ্বয় সঙ্গে তাঁর ছিল যে তখন।
জাহ্নবীর তীরে তিনি হন সংস্থাপন॥
পরে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তেতে শোভন॥
নানা রত্নে বিভূষিত হয় কলেবর।
ভৃগুপদ বক্ষে তাঁর শোভে মনোহর॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হেরি যত দেবগণ।
আনন্দে করেন সবে পুষ্প বরিষণ॥
নিনাদিত হলো দেখ দুন্দুভি তখন।
মুনিবৃন্দ সকলেতে করেন স্তবন॥
আপনার ধ্যান করি সেই ভগবান।
গোলকেতে শীঘ্র তিনি করেন প্রয়াণ॥
রমা পদ্মা এইরূপ করি নিরীক্ষণ।
তাঁর সহ সহমৃতা হয় দুইজন॥
ধর্ম্ম সত্যযুগ দেখ তাঁহার আজ্ঞায়।
শাসনের ভার লয়ে রহিল হেথায়॥
মরু ও দেবাপী দেখ এই দুইজন।
ধর্ম্ম মত প্রজাগণে করেন পালন॥
বিশাখযুপ নৃপতি করিয়া শ্রবণ।
নিজ পুত্রে করি দেখ রাজ্যেতে স্থাপন॥
ধ্যান করে করি সেই অরণ্যে গমন;
নিরাহার হয়ে তিনি ত্যজেন জীবন॥
ইচ্ছা মত ফল লাভ হয়ে ছিল তাঁর।
মুক্তি পদ পায় নৃপ কি কহিব আর॥

চতুস্ত্রিংশত অধ্যায়।

শৌনকাদি মুনিগণ করেন জ্ঞাপন।
অগ্রেতে এ রূপ তুমি করেছ বর্ণন॥
মুনিগণ করি দেখ গঙ্গার স্তবন।
তার পর কল্কি অগ্রে করেন গমন॥
কিবা স্তব করেছিল সেই মুনিগণ।
সবাকার ইচ্ছা হয় করিব শ্রবণ॥
সূত বলে ঋষিগণ কি কহিব আর।
গঙ্গাস্তব শুনে যেই শোক যায় তার॥
ভাগীরথী তব পদে করি স্তুতি নতি।
অজ্ঞানান্ধকারে সদা ঘেরে আছে মতি॥
না আছে ভকতি ধন না জানি পূজন।
নিজ গুণে কৃপাকণা কর বিতরণ॥
বিষ্ণুপদ হতে তব হয়েছে উদ্ভব।
তোমায় মস্তকে মাতা ধরেছিল ভব॥
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি করেছি শ্রবণ।
স্নানেতে কি ফল হয় না হয় বর্ণন॥
শ্রুতি স্মৃতি করে মাতা ও পদ বন্দন।
কাহার নাহিক শক্তি করিতে বর্ণন॥
সগরবংশেরে মাতা করেছ উদ্ধার।
আমাদের নিজগুণে করহ নিস্তার॥
কোথায় গভীর জল কোথা হীন জল।
তাহাতে লহরী সদা হতেছে চঞ্চল॥
কোথাও হতেছে দেখ কলকল রব।
কোথাও পূজিছে মাগো বিধি বিষ্ণু ভব॥

কোথা জলচরগণ চরে ধীরে২।
ফলে হেঁট হইয়াছে বৃক্ষগণ তীরে॥
যখন এ দেহ ভার হইবে পতন॥
শ্রীচরণে স্থান দান করো বিতরণ।
যমের না সাধ্য হবে করিতে গ্রহণ।
তোমার মাহাত্ম্যে হবে বৈকুণ্ঠে গমন।

পঞ্চত্রিংশত অধ্যায়।

সূত বলিলেন শুন যত মুনিগণ।
সত্যযুগ পুনরায় হইল স্থাপন॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক হলো যত প্রজাগণ।
পিতৃ মাতৃ পদ সবে করয় পূজন॥
ভাই২ পরস্পর হইয়া মিলন।
নিরন্তর করে ধর্ম্ম হয়ে শুদ্ধ মন॥
নারীগণ সেইকালে সাধ্বী সতী অতি।
রূপবতী গুণবতী ধর্ম্মেতে সুমতি॥
সতীত্ব ধনেতে পূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডার।
অন্য নরে জ্ঞান করে আপন কুমার॥
পরের রমণীগণে যত নরগণ।
মাতৃ বলে সকলেরে করে সম্বোধন॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় সকলেই কয়।
ধন ধান্যে বসুমতী সমুজ্জ্বল হয়॥
যথাকালে ঋতুরাজ ক্রমে আসে যায়।
যথাকালে বৃষ্টি আদি পতিত ধরায়॥
অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ দেয় সব গাভীগণ।
পশু হত্যা পাপ নাহি হয় কদাচন॥

মাংস মাছু কেহ নাহি করয় ভোজন।
ব্রাহ্মণেরা বেদ মন্ত্র করে উচ্চারণ ॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে হয় প্রজার পালন।
ভূপতি প্রজাপীড়ক না হয় তখন ॥
স্থানে২ হলো দেখ বহু বিদ্যালয়।
স্থানে২ হলো দেখ ঔষধ আলয় ॥
নির্দ্ধারিত হলো স্থান ব্যায়াম কারণ।
রোগ শোক ভয়ে করে দূরে পলায়ন ॥
পিতা বিদ্যমানে পুত্র না মরে তখন।
পরধন স্পৃহা সবে না করে তখন ॥
পরনিন্দাবাদ নাহি ছিল যে তখন।
স্বদেশ হিতৈষী হয় যত নরগণ ॥
শৈশবে বিবাহ দেখ না হয় তখন।
যথা যোগ্য কালে করে স্বদার গ্রহণ ॥
সকলেই হলো দেখ মহাবলবান।
সকলেই হলো দেখ মহাধনবান ॥
সকলেই হলো দেখ মহাগুণবান।
সকলেই হলো দেখ উত্তম বিদ্বান ॥
এতেক বলিয়া তবে সূত মহাশয়।
বিভুরে স্মরিয়া যান আপন আলয় ॥
শৌনকাদি ঋষিগণ পেয়ে ব্রহ্ম জ্ঞান।
নিরন্তর সর্ব্বসারে সদত ধেয়ান ॥

সমাপ্ত